বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয়

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্নগোস্বামি-
ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীপীতাম্বরবন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩১।

মূল্য দশ আনা মাত্র।

বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয়

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্নগোস্বামি-
ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীপীতাম্বরবন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩১।

বিজ্ঞাপন

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল অরুণোদয়বেধে জন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিবার বিধি নামক একখণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। যে উদ্দেশে প্রচারিত করা হইয়াছিল, তাহার অনেকাংশ সফল হইয়াছে বলিতে হইবেক; যেহেতু যে যে প্রদেশে ও যে যে স্থানে, শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর প্রচারিত, সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রণালী ও পদ্ধতির অনুসারে সদাচারশীল বৈষ্ণবেরা আছেন, সেই সেই প্রদেশের ও সেই সেই স্থানের অকপটহৃদয় বিদ্বেষবিহীন মহাশয়েরা সাতিশয় আস্থা ও আগ্রহ পূর্ব্বক উহাকে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া পরমানন্দ সহকারে আমাকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ সূচক পত্র লিখিয়াছেন। কারণ তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই, অরুণোদয় কালে পূর্ব্ববিদ্ধ দিন পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু কোনও পণ্ডিতের নিকট, ঐ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধান্ত, কি কোন মীমাংসা, জিজ্ঞাসা করিলে, ভগ্নমনোরথ হইতেন, প্রত্যুত অনেকের নিকট হইতে, শ্লিষ্ট কটুবচন শ্রবণে ও ঔপহাসিক আকার ইঙ্গিত দর্শনে, চিন্তা দুঃখ লজ্জা শঙ্কা ও ভয়ে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চার প্রায় লোপ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তন্নিমিত্ত কেহ উহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন থাকিলে, স্বসম্প্রদায়ের, ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার সম্ভাবনা থাকিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে, যদি বৈষ্ণব সম্প্র-

দায়ের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে একেবারে ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের লোপ হইবারই অনেক সম্ভাবনা ঘটিত। ১২৭১ সালের মুদ্রিত উল্লিখিত জন্মাষ্টমীব্যবস্থা পুস্তকে এতদ্দেশের প্রধান স্মার্ত্ত ৺ ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও নানাশাস্ত্রবিশারদ ৺ সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য এবং ৺ অম্বিকাচরণ স্মার্ত্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের নাম ও সম্মতি দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এবং কেহ নিজ প্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—

"এতন্নগরস্থ তিন জন প্রধান অধ্যাপক, যদিচ, ঐ ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু আমরা স্বাক্ষরকারি মহাশয়গণের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও, দোষারোপ করি না; কারণ কেবল স্মার্ত্ত, শূলপাণি ও জীমূতবাহন প্রভৃতির গ্রন্থে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা এ সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন" ইত্যাদি। এবং তাহার পরেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পরের মুখে পরের শাস্ত্র, যাহা শ্রবণ করেন, তাহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়াই অযথার্থকে যথার্থ বোধে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন" (১৭৮৬ শকে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত জন্মাষ্টমীভ্রমখণ্ডন ২য় পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন স্থলে) তাঁহার মতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের পক্ষে যদি পরের শাস্ত্র ও দুষ্প্রবেশ্য বলিয়াই বোধ হইয়া ছিল, তাহা হইলে অসম্প্রদায়ি ৺ গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট তাঁহার ঐ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন এবং তাঁহার মতে ঐ রূপ লেখা উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা কি যুক্তিতে হইয়াছিল তাহা তিনিই জানেন।

শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকেরা যে, শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর পর্য্যা-

লোচনা না করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা বোধ হয় তাঁহাদিগের পক্ষে আর গ্লানি ও কটূক্তি কিছুই হইতে পারে না।

যাহা হউক পক্ষপাতে ক্রোধে ও বিদ্বেষে অধৈর্য্য হইলে বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত মহাশয় দিগেরও, স্থলবিশেষে দাম্ভিকতা, স্থলবিশেষে উপহাসরসিকতা, ও স্থলবিশেষে কটূক্তি-প্রিয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান অধ্যাপকদিগের, পক্ষপাত ও বিদ্বেষ শূন্য, সদয় হৃদয়ে প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক এবারে এই পুস্তক সঙ্কলন কালে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপ-নিবাসী প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথশিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া হরিভক্তিবিলাসের আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অরুণোদয় বেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগের ব্যবস্থা নিজে সঙ্কলন করিয়া উহার বৈষ্ণবশাস্ত্রীয়তা পক্ষে প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাকে, কোন যুক্তির উদ্ভাবন, বা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া দি নাই। তিনি নিজে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত ও প্রমাণ প্রয়োগ সকল তত্তদ্-গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ব্যবস্থা রচনা করিয়া দিয়াছেন। এবং অন্যান্য সকলের সহিত বিচার করিয়া উহার শাস্ত্রীয়তা পক্ষ এবং প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, এবং নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায়দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত করিয়া ঐ ব্যবস্থাপত্র, প্রার্থনামতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি।

পরিশেষে নবদ্বীপের নানাশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং কাশীস্থ বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেচারাম সার্ব্বভৌম মহাশয়কে, ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হওয়া আমার পক্ষে অবৈধ ও দোষাবহ হয়। যেহেতু উক্ত ন্যায়-রত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপের সর্ব্ব-প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির নিকট বহুকাল ব্যাপিয়া, তত্তদ্‌গ্রন্থ সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা পূর্ব্বক ১ম সংখ্যক ব্যবস্থায় সম্মতি ও স্বাক্ষর করা-ইয়া দিয়াছেন। এবং কাশীর সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রায় দুই মাস কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমার প্রেরিত (এই মুদ্রিত বিচার পুস্তকের) হস্তলিপি লইয়া কাশীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় দিগের সহিত তত্তদ্‌গ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের ব্যবস্থা উঁহাদিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত সকল হরিভক্তিবিলাস বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে, অরুণোদয় বেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগ করি-বার বিধি দিতেছেন। এবং নিরপেক্ষ প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের চিরন্তন সদাচারও, এই। অম্বিকানিবাসী বৈষ্ণবসভাসভা-জিতচরণ মহানুভব শ্রীলশ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস বাবাজী অপেক্ষা নিরপেক্ষ, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবেত্তা, প্রাচীন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব, আর নাই। তাঁহার আচরিত ও অনুমত এই প্রাচীন ব্যব-স্থাকে যাঁহারা নূতন বলিয়া মনে করেন ও কহেন, তাঁহা-দিগের ঐ প্রবৃত্তির কারণ তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহাতে বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রমাণ নাই, যাহার সদাচার নাই, সে বিষয়ে

বৈষ্ণবের প্রবৃত্তির কারণ প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছু অনুমান করিয়া পাওয়া যায় না।

এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, বিশিষ্ট শিষ্টাচার দর্শন করিয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনের জন্য, যথার্থ বুভুৎসুভাবে এবং ক্রোধ ও বিদ্বেষ বিহীন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের শরণাগত হউন।

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক অভ্যাস করিয়া, বিষয়ী লোকের নিকট যে কোনওরূপ হউক ব্যাখ্যাদি করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহে তৎপর হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্মৃতিগ্রন্থের আলোচনার অবকাশই পান না। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত সবিশেষ আলোচনা না করিলে, মীমাংসা, ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা দুরূহ। উহা বিশিষ্টরূপ পর্য্যালোচিত হইলে, আর, নিজ সম্প্রদায় ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্তিভেদ লক্ষিত হইত না। যদিও, কাল সহকারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ধর্ম্মের আচরণপ্রবৃত্তি বিরল হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সামাজিক রীতি, নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে উহার অনেক বাহ্য নিয়ম সকল অগত্যা পালন করিয়া চলিতে হইতেছে। উহাতে দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইলে সমাজের উপহাসই হয়। যথার্থ শাস্ত্রীয় পক্ষ যাহা নানাশাস্ত্রবেত্তা অপক্ষপাতী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের পর্য্যালোচনা দ্বারা মীমাংসিত, উহা, অবলম্বন পূর্ব্বক বিশিষ্ট শিষ্টাচারের অনুসরণ করিলে প্রবৃত্তিভেদ থাকিবেক না, অপরের উপহাসাস্পদ হইতে হইবেক না, সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞাপনস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় যোজিত করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোনও বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কতিপয় আত্মীয় এবং কতিপয় বঙ্গদেশীয় বিদ্যার্থি-দিগের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া এই স্থলে কিছু বলিতে হইল। ঐ বিশিষ্ট কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। কেহ কেহ, স্থলবিশেষে স্পষ্ট বাক্যে, কেহ কেহ স্থলবিশেষে কৌশল ক্রমে, ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, "নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী ৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন এখন বিদ্যারত্ন হইয়াছেন এবং কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর হই-বেন। উপাধি নিজের হস্তগত, যখন যাহা মনে করেন, তখন তাহাই ছাপাইয়া দেন ইত্যাদি"। এই সকল কথা শুনিয়া আমার কতিপয় আত্মীয় ও ছাত্রেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। এবং নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে এই অনুরোধ করেন যে, আমান্ননৈবেদ্যবিষয়ক, কি জন্মাষ্টমীবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক, যখন মুদ্রিত হইবেক, সেই সময়ে তোমার দুই উপাধি পাইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবেক। তাহা হইলে সকলের সংশয়ের কারণ থাকিবেক না। এবং পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছ, তাহার সঙ্কলনকর্ত্তা অন্য এবং অধুনা প্রকাশিত পুস্তকের প্রণেতা অন্য এই প্রকার ভ্রমও হইবেক না।

১৮৫২ সালে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট, চাঁপাতলার তৎকালীন চতুষ্পা-ঠীতে যাইয়া, আমি কাব্যপ্রকাশ, কাব্যপ্রদীপ, কাব্যপ্রদীপো-দ্যোত ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি কয়েক খান অলঙ্কার গ্রন্থ

অধ্যয়ন করি। প্রায় দুই বৎসর আট মাস কাল তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করাতে, তিনি কৃপা ও স্নেহ করিয়া আমাকে বাচস্পতি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এবং পত্রে বিদ্যাবাচস্পতি বলিয়া লিখিতেন। ১৮৫৫ সালে উক্ত বিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট, নারিকেলডাঙ্গার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করায়, তিনি স্নেহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার স্নেহের পাত্র কৃতবিদ্য ছাত্রের, রত্নোত্তর উপাধি হইয়া থাকে অতএব তোমাকে বিদ্যারত্ন বলিয়া আহ্বান করা যাইবেক"।

উল্লিখিত কারণবশতঃ আমার দুই উপাধি হয়, কিন্তু ১৮৫৭ সাল হইতে ৺ সর মহারাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ও তৎকালে কাশীর রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপল জেম্স আর ব্যালেণ্টাইন সাহেব, এবং এডিম্বরার ১৬ নম্বর রিজেণ্ট্টেরাসবাসী সংস্কৃত টেক্সট নামক পুস্তকের প্রণেতা মহামান্য জে, মিউর, ডি, সি, এল, সাহেব এবং তৎকালে হালিভরি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন অধ্যাপক, মনিয়র উইলিয়ম প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় মহাশয়গণ, আমাকে বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী উপাখ্যায় সম্বোধন করিয়া পত্রাদি লেখেন। পরে উক্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১৮৬৭ সালে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রযুক্ত, শঙ্করবিজয় শোধনকার্য্য আমা দ্বারা হওয়া দুষ্কর বিবেচনায়, যখন ঐ বিষয়ক গ্রন্থ সকল এবং ঐ কার্য্যভার তাঁহাকে অর্পণ করি, সেই কালেই তিনি তাঁহার প্রদত্ত বিদ্যারত্ন উপাধি ঐ পুস্তকের

সহিত প্রকাশ করিবেন বলিয়াছিলেন। সেই অনুসারে ঐ ৺ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালাদেশের এসিয়াটিকসোসাইটীর বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা নিউ সিরিজ ৪৬। ১৩৭। ১৩৮। সংখ্যাত পুস্তক যাহা ১৮৬৮ সালে এসিয়াটীক্ সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ শঙ্করবিজয় গ্রন্থের প্রথমে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

"পুরাসীৎ খড়্দহগ্রামে প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধপূরুষঃ।
নিত্যানন্দপ্রভুর্নাম্না শিষ্যসঙ্ঘৈকতারকঃ॥
তদন্বয়ভবঃ শ্রীমান্ নবদ্বীপেতি নামকঃ।
বিদ্যারত্নোপনামা চ গোস্বামীতীর্য্যতে জনৈঃ॥
নানাশাস্ত্রাটবীবানপঞ্চাননসমঃ সুধীঃ।
শঙ্করাচার্য্যবিজয়গ্রন্থস্য শোধনায় সঃ॥
প্রাপ্তবান্ আসিয়াসংসৎসভ্যানুমতিমর্থিতাং।
শোধিতস্তেন রামাগ্নিমিতপ্রকরণাবধি॥
মুদ্রিতোঽভূত্ততঃ সোঽপি নিজকার্য্যেষু তৎপরঃ।
অত্যন্তানবকাশত্বাদশক্তঃ শোধনে স্বয়ং॥
জয়নারায়ণং নাম্না তর্কপঞ্চাননাভিধং।
স্বীয়ন্যায়গুরুং ধীরং সমাগম্যেদমব্রবীৎ॥
মমাবকাশলেশোঽপি নাস্তীদানীমতঃ কথং।
ইমং গ্রন্থং শোধয়ামি ভবতাতঃ প্রগৃহ্যতাং॥
কৃপয়া মম ভারোঽয়ং গ্রন্থসংশোধনাত্মকঃ।
অধ্যাপকোঽসৌ কৃপয়া ততস্তামবহদ্ধুরং॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বে খড়্দহ নামক গ্রামে শিষ্য সমূহের একমাত্রত্রাণ-কর্ত্তা নিত্যানন্দপ্রভু নামক এক জন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশে শ্রীমান্ নবদ্বীপচন্দ্র নামক এক জন, যাঁহার উপনাম বিদ্যারত্ন এবং যাঁহাকে লোকে গোস্বামী বলিয়া কীর্ত্তন করে। যিনি নানাশাস্ত্ররূপ দুর্গম বনে প্রবেশ বিষয়ে সিংহতুল্য এবং সুবুদ্ধি, শঙ্করাচার্য্যবিজয় নামক গ্রন্থের সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার বিষয়ে, আসিয়াটিক সভাস্থ সভ্যগণের নিকট হইতে প্রার্থিত অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ৩৩ প্রকরণ পর্য্যন্ত সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং উহা ঐ পর্য্যন্ত মুদ্রিতও হইয়াছিল। পরে তিনি স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত হওয়াতে অত্যন্ত অনবকাশবশতঃ স্বয়ং ঐ শোধনকার্য্য করিতে অসক্ত হইয়া, স্বীয় ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক তর্কপঞ্চানন উপাধিক জয়নারায়ণ নামক পণ্ডিতের নিকট যাইয়া ইহা বলিয়াছিলেন যে, "আমার অবকাশমাত্র নাই, অতএব কিরূপে স্বয়ং ঐ গ্রন্থ শোধন করি, কৃপা করিয়া আমার গ্রন্থ সংশোধনরূপ ভার আপনি গ্রহণ করুন"। ইহাতে অধ্যাপক মহাশয় কৃপা করিয়া উক্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতি।

ক্রমে সোসাইটির প্রকাশিত ঐ পুস্তক বহুল প্রচার হওয়াতে ১৮৭১ সাল হইতে মহারাজ ৺কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি দেশীয় এবং বিদেশীয় প্রায় সকল মহাশয়ই বিদ্যারত্ন গোস্বামী উপাধ্যায় আমাকে পত্রাদি লিখেন। সেই কারণে "আমান্ন নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না" এই প্রস্তাববিষয়ক পুস্তক প্রভৃতিতে বিদ্যারত্ন উপাখ্যান প্রকা-

শিত হইয়াছে। কেহ কেহ ১৮৭২ সালের প্রকাশিত "বৈষ্ণবাবধূতের সংস্কারপদ্ধতির" হস্তলিখিত গ্রন্থে, বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি দেখিয়া অন্য ব্যক্তির সংগৃহীত বলিয়া সন্দেহ বশতঃ আমাকে পত্রও লিখিয়াছেন। আমার, এই, দুইপ্রকার উপাধি লাভের কারণ সবিশেষ লিখিলাম সুতরাং কাহারও আর অন্যবিধ সংশয়ের কারণ রহিল না। এক্ষণে যাহাদিগকে অনুরোধ বশতঃ বিজ্ঞাপনস্থলে ঐ সকল লিখিত হইল তাহাদিগের অসন্তোষকলুষিত চিত্ত প্রসন্ন হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই ও নিস্তার পাই।

পরিশেষে পাঠকবর্গের প্রতি আমার বিনয়বচনে নিবেদন, ও প্রার্থনা এই যে, ১২৭১ সালে আমার লিখিত অরুণোদয় বেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগের বিধি বিষয়ক ব্যবস্থাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, যে সকল যুক্তি উদ্ভাবন ও যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে (মুদ্রিত এবং হস্তলিখিত) সে সমুদয়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যানুসারী প্রণালীতে যত দূর পারেন উহা খণ্ডন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তখন অরুণোদয়বেধে জন্মাষ্টমীত্যাগের অযৌক্তিকতা ও অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে, যত কিছু বলা যাইতে পারে তাহার একপ্রকার চূড়ান্ত হইয়াছে বলিতে হইবেক। এক্ষণে ঐ সকল আপত্তি প্রভৃতির খণ্ডনপূর্ব্বক মীমাংসা হইলেই, অরুণোদয়বেধে বৈষ্ণবদিগের ভগবদ্ব্রত উপবাস করা শাস্ত্রীয় কি না? তদ্বিষয়ে সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইতে পারিবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের হস্তলিপি পুস্তক মুদ্রিত করাইয়া এই পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ১২৭১ সালে আমার ঐ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্ব স্ব পুস্তকে নানাবিধ কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সকল কথাই প্রকৃতবিষয়ের উপযোগিনী নহে। যে সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া সাধ্যানুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ সকলের প্রত্যুত্তর প্রদান ও সনাতনবৈষ্ণবাচারসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। যেন অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর অভিনিবেশ সহকারে এই পুস্তক, অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও সকল পরিশ্রম, সফল হইবেক এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক।

ব্যস্ততা ও অনবকাশবশতঃ আর আর অনেক প্রমাণ বচন লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না এবং ব্যস্ততাক্রমে অনবধান বশতঃ অনেক স্থানে স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় নাই ও অনেক স্থানে অক্ষরাদি পতিত হইয়াছে এবারে তাহাতে আর কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না বারান্তরে অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে ত্রুটি হইবেক না। ইতি

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্মগোস্বামী

সোণার গৌরাঙ্গের বাটী
১৫ই ভাদ্র। ১৭৯৬ শক।
বেণেটোলা স্ট্রীট। কলিকাতা।

ব্যবস্থাসংখ্যা ১।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং
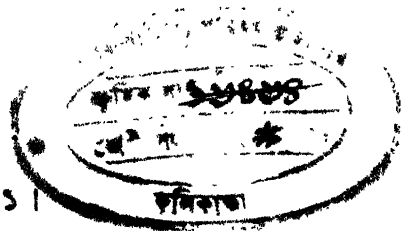
অরুণোদয়সপ্তমীবিদ্ধা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী সম্ভক্ষ্যাপি সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি। যথোক্তলক্ষণং মহাদ্বাদশীব্রতন্তু বৈষ্ণবানামেকাদশীত্যাগেন বৈষ্ণবস্মৃতৌ বিহিতং কিন্তু মহাদ্বাদশীত্যাগেন কাপ্যেকাদশী নোপোষ্যেতি চ বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অত্র স্বাক্ষরকারিণামপরেষাং বিদুষামভিপ্রায়ঃ।

পণ্ডিতবরেণ শ্রীমতা নবদ্বীপচন্দ্রগোস্বামিনা সুষ্ঠু পর্য্যালোচ্য হরিভক্তিবিলাসনামকবৈষ্ণবসংগ্রহমতানুসারেণ যদেতং সিদ্ধান্তিতং তৎ সমীচীনমিতি।

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণম্
শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্
শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রিণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্
শ্রীশ্রীরাধাবল্লভো জয়তি
শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শিবো জয়তি
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীশিবঃ শরণং
শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলালমোহন শর্ম্মণাম্
শ্রীশিবঃ শরণং
শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্
শ্রীরামঃ শরণং
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপনিবাসিনাং সর্ব্বেষাং বিদুষাং ব্যবস্থাপত্রমিদং
শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীনবদ্বীপসমাজের ব্যবস্থার অনুবাদ।

অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বথাই ত্যাজ্যা। এবং যথোক্তলক্ষণ অষ্টমহাদ্বাদশীব্রত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে একাদশী পরিত্যাগ পুরঃসর বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু মহাদ্বাদশীব্রত অনাদরপূর্ব্বক বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রভৃতি কোন একাদশীই উপোষ্যা নহে ইহা বিদ্বান্ দিগের পরামর্শ।

পণ্ডিতবর শ্রীমান্ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবসংগ্রহ মতের অনুসারে যে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা সমীচীনই হইয়াছে।

শ্রীযুত শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত
„ „ শ্রীশ্রীনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ ঐ
„ „ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন ঐ ঐ ঐ নৈয়ায়িক
„ „ শ্রীহরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ঐ
„ „ শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম ঐ
„ „ শ্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন ঐ
„ „ শ্রীসূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার ঐ
„ „ শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ঐ
„ „ শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ঐ পৌরাণিক ও স্মার্ত্ত
„ „ শ্রীলালমোহন বিদ্যাবাগীশ ঐ
„ „ শ্রীক্ষেত্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঐ
„ „ শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি ঐ
„ „ শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন ঐ
„ „ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ন্যায়রত্ন ঐ
„ „ শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন ঐ
„ „ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শিরোমণি ঐ

„ „ শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নবদ্বীপনিবাসী সমস্ত বিদ্বান্ মহাশয়দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত এই ব্যবস্থা পত্র॥ ১৭৯৫ শকের মাঘ মাসে প্রাপ্ত।

ব্যবস্থাসংখ্যা ২।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো

জয়তি।

৺কাশীস্থবিদুষাং ব্যবস্থাপত্রং

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সঙ্কল্পাপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রমাণানি যথা।

ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঙ্কল্পাঞ্চ বিবর্জ্জয়েদিত্যাদিহরিভক্তিবিলাসধৃত-বচনে জন্মাষ্টম্যা একাদশীতুল্যত্বকথনাৎ যেন যেন বেধেনৈকাদশী নোপোষ্যা তেন তেন বেধেন জন্মাষ্টম্যপি নোপোষ্যেতি সুতরাং প্রতিপন্নং, তস্মাৎ হরিভক্তিবিলাসে অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষা ইতি প্রতিজ্ঞায় তৎপ্রকরণে, ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াদিতি বচনমপি সঙ্গচ্ছতে। ন চ প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ ইতি স্কন্দপুরাণীয়বচনেন হরিবাসরভিন্নতিথীনাং রবেরেকোদয়াদপরোদয়পর্য্যন্তস্থায়িত্বে সম্পূর্ণত্বকথনাৎ তাদৃশসম্পূর্ণা-ষ্টম্যামেবোপবাসঃ কর্ত্তব্য ইতি বাচ্যং পূর্ব্বোক্তবচনদ্বয়ে জন্মাষ্টম্যা হরিবাসরতুল্যত্বকথনেন, যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥ শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসহিতাষ্টমী। জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥ তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনা ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণীয়-

জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যলিখিতবচনেষু হরিবাসরতুল্যপর্য্যায়বিষ্ণুতিথিশব্দেন জন্মাষ্টম্যাঃ কীর্ত্তনেন চ তদ্বচনস্থহরিবাসরশব্দেনৈকাদশীজন্মাষ্টম্যুভয়োরপি বোধনাৎ। এতেন "অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অতএবোক্তং স্কান্দে জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥ ইত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মে স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তং তচ্চ ন সুসঙ্গতং একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেরিতি" যৎ হরিভক্তিবিলাসটীকালিখিতন্তদ্বিদ্বদ্ভিরনাদেয়মিতি সুধীভির্বিভাবনীয়মিতি॥

শ্রীহরিঃ শরণম্

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিনাং
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীনবীননারায়ণ শর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপাধিক-
শ্রীরামধন দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়বাগীশোপাধিক-
শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্
সার্ব্বভৌমোপাধিক-
শ্রীবেচারাম দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক-
শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্
বাচস্পত্যুপাধিক-
শ্রীকালীকুমার দেবশর্ম্মণাম্

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক-
শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
চূড়ামণ্যুপাধিক-
শ্রীরাজচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়পঞ্চাননোপনামক-
শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যাবাগীশোপনামক-
শ্রীভগবতীচরণ দেবশর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপনামক-
শ্রীকালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপনামক-
শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীহরির্জয়তি
শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মন্যায়রত্নানাং

ব্যবস্থাসংখ্যা ৩।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সপ্তম্যাপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রমাণানি যথা।

ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েদিত্যাদিহরিভক্তিবিলাসধৃতবচনে জন্মাষ্টম্যা একাদশীতুল্যত্বকথনাৎ যেন যেন বেধেনৈকাদশী নোপোষ্যা তেন তেন বেধেন জন্মাষ্টম্যপি নোপোষ্যেতি সুতরাং প্রতিপন্নং তস্মাৎ হরিভক্তিবিলাসে অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষা ইতি প্রতিজ্ঞায় তৎপ্রকরণে, ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াদিতি বচনমপি সঙ্গচ্ছতে। ন চ প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ ইতি স্কন্দপুরাণীয়বচনে হরিবাসরভিন্নতিথীনাং রবেরেকোদয়াদপরোদয়পর্য্যন্তস্থায়িত্বে সম্পূর্ণত্বকথনাৎ তাদৃশসম্পূর্ণাষ্টম্যামেবোপবাসঃ কর্ত্তব্য ইতি বাচ্যং পূর্ব্বোক্তবচনদ্বয়ে জন্মাষ্টম্যা হরিবাসরতুল্যত্বকথনেন, যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥ শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণী সহিতাষ্টমী। জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥ তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনা ইত্যাদি ব্রহ্ম-

পুরাণীয়জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যলিখিতবচনেষু হরিবাসরতুল্যপর্য্যায়বিষ্ণুতিথি-শব্দেন জন্মাষ্টম্যাঃ কীর্ত্তনেন চ তদ্বচনস্থহরিবাসরশব্দেনৈকাদশী-জন্মাষ্টম্যুভয়োরপি বোধনাৎ। এতেন। "অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যে-বোপোষ্যা। অতএবোক্তং স্কান্দে জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ। ইত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মে স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তং তচ্চ ন সুসঙ্গতং একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেরিতি" যৎ হরিভক্তি-বিলাসটীকালিখিতং তদ্বিদ্বদ্ভিরনাদেয়মিতি সুধীভির্ব্বিভাবনীয়মিতি।

গদাধরো জয়তি	শ্রীহরিঃ শরণম্
শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্	শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মণাম্
গদাধরো জয়তি	সাং রাজপুর
শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাম্	শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণাম্
শিবো জয়তি	শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মণাম
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্	শ্রীসূর্য্যদাস শর্ম্মণাম্
শ্রীপ্যারীকান্ত শর্ম্মণাম্	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীকৈলাসনাথ শর্ম্মণাম্	শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্
শ্রীরামশরণ শর্ম্মণাম্	শ্রীগুরুচরণ শর্ম্মণাম্
শ্রীঅমৃতনাথ শর্ম্মণাম্	শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মণাম্	শ্রীদীননাথ শর্ম্মণাম্
শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্	শ্রীরামচরণ শর্ম্মণাম্
শ্রীবিশ্বম্ভর শর্ম্মণাম্	শ্রীবলদেবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীমাধবচন্দ্রশর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ

শরণং

৺ নবদ্বীপধামের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমহাশয়দিগের এবং নানা দেশ ও স্থানের ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়িদিগের ৩ সংখ্যক ব্যবস্থা এবং ৺ কাশীধামস্থ পণ্ডিতসমাজের ২ সংখ্যক ব্যবস্থা, যাহা শ্রীনবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীশ্রীনাথশিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক নিজে রচনা করিয়া সকলের সুগোচর করিয়া দিয়াছেন। ঐ দুই ব্যবস্থাই একপ্রকার। সুতরাং এক অনুবাদেই উভয় ব্যবস্থা সকলে জানিতে পারিবেন।

২য় ৩য় ব্যবস্থার অনুবাদ।

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ি বৈষ্ণবদিগের অরুণোদয়বিদ্ধা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলেও উপোষণীয়া নহে। ইহাই বিদ্যাবান্ দিগের পরামর্শ।

ইহাতে প্রমাণ সকল প্রদর্শিত হইতেছে যথা——

এই রূপ বহুবিধ যোগে বহুবিধ জন্মাষ্টমী যাহা লিখিত হইল সে সমুদয়ই শুদ্ধা হইলে গ্রাহ্য। দশমী বিদ্ধা একাদশীর ন্যায় উহা সপ্তমী বিদ্ধা হইলে ত্যাজ্য। যেমন দশমীবিদ্ধা একাদশী শ্রবণান্বিতা হইলেও ত্যাজ্য সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্র সহিতা হইলেও একবারেই বর্জ্জন করিবেক। ইত্যাদি হরিভক্তিবিলাসধৃত প্রমাণ বচনে জন্মাষ্টমীর একাদশী-তুল্যত্ব কহাতে যে যে বেধে একাদশী উপোষণীয়া হয় না সেই সেই বেধে জন্মাষ্টমীও উপবাসের যোগ্যা হয় না ইহা সুতরাং প্রতিপাদিত হইল। সেই নিমিত্তই হরিভক্তিবিলাসে "অথ অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবাসে দোষ কহা যাইতেছে" এই প্রতিজ্ঞায় ঐ প্রকরণেই এইরূপ বিদ্ধদিনে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল ব্রত করা বৈষ্ণবদিগের অকর্ত্তব্য। ঐরূপ বিদ্ধদিনে ব্রত করিলে তাদৃশ দোষ ঘটনা হয়। এই বচনও সঙ্গত হইতেছে।

... হরিবাসরভিন্ন প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথিই রবির এক উদয় আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়িনী হইলে সম্পূর্ণা বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই স্কন্দপুরাণীয় বচন দ্বারা হরিবাসর ভিন্ন তিথির সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে সম্পূর্ণত্ব কহা প্রযুক্ত তাদৃশ সম্পূর্ণ অষ্টমীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য ইহা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বয়ে জন্মাষ্টমীর হরিবাসরতুল্যত্ব কহাতে এবং কৃষ্ণাষ্টমী নামে বৈষ্ণবী তিথি শাস্ত্রে শ্রুত আছে। যে তাহার প্রভাবের আশ্রয়ে কলির সকল জনেই পবিত্র হইয়াছে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণী নক্ষত্র সহিত অষ্টমী জয়ন্তী বলিয়া সমাখ্যাত। যাহাতে সকলপাপসমূহ বিনাশ করে। কলিযুগে উহারাই ধন্য। যাহারা সেই বিষ্ণুতিথিতে ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণীয় জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যলিখিত প্রমাণবচনসকলে হরি-বাসরতুল্যপর্য্যায়ক বিষ্ণুতিথি শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করাতে সেই বচনস্থ হরিবাসরশব্দদ্বারা একাদশী জন্মাষ্টমী উভয় তিথিই বুঝাইতেছে। সুতরাং উহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইল।

ইহাতে "এ স্থলে যথাশব্দের বলাৎ কেহ এই মনে করিয়া থাকেন। যেমন অরুণোদয়ে দশমীতে বিদ্ধা একাদশী বর্জ্জিত আছে। সেইরূপ অরুণোদয়কালে সপ্তমী দ্বারা বিদ্ধা জন্মাষ্টমী ও ত্যাজ্য। অতএব রোহিণী ব্যতিরেকেও নবমীই উপবাসের যোগ্য। এই নিমিত্ত স্কন্দবচনে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমী রোহিণী নক্ষত্রসহিত ও সম্পূর্ণা হইলেও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি। এই অভিপ্রায়েই পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির বচনে নবমী যুক্ত অষ্টমীতে উপবাসের প্রাশস্ত্য উক্ত হইয়াছে তাহা সুন্দর রূপে সঙ্গত হয় না। যেহেতু একাদশী ভিন্ন সমুদয় তিথিরই রবির উদয় হইতে প্রবৃত্ত হওয়াতে সম্পূর্ণত্ব কহা প্রযুক্ত অরুণোদয়বেধের অসিদ্ধি হইয়াছে"। ইহা হরিভক্তিবিলাসের টীকায় যে লিখিত হইয়াছে উহা বিদ্বান্ দিগের গ্রাহ্য নহে ইহা সুধীগণের বিবেচনীয়।

সুপ্রসিদ্ধ নানাশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হরমোহনতর্কচূড়ামণি। নবদ্বীপনিবাসী
সুপ্রসিদ্ধ নানাশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। ঐ
সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শিরোমণি ঐ

সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ও বড়বাজারের হরিসভার আচার্য্য এবং ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুত রা[illegible] সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। রাজপুরনিবাসী॥

জিলা বাখরগঞ্জ কোটালিপাড়ানিবাসী শ্রীযুতসীতানাথবিদ্যাভূষণ। স্মার্ত্ত।
ঐ পং বাকলা গৈলানিবাসী শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন চূড়ামণি ঐ
জিলা যশোর মল্লিকপুর নিবাসী শ্রীযুত প্যারীকান্ত বিদ্যারত্ন ঐ
ঐ ঐ ঘাটভোগ নিবাসী শ্রীযুত কৈলাসনাথ তর্কচূড়ামণি ঐ
জিলা চট্টগ্রাম সুলতানপুরনিবাসী শ্রীযুত পীতাম্বর তর্কভূষণ ঐ
জিং বাখরগঞ্জ পং বাকলা, নলচিরানিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্রবিদ্যারত্ন ঐ
ঐ ঐ কাটাদীয়া নিবাসী শ্রীযুত দীননাথ বিদ্যারত্ন ঐ
জিলা যশোর খাজুরা নিবাসী শ্রীযুত অমৃতনাথ ন্যায়রত্ন ঐ
জিলা চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুত বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন ঐ
জিলা ফরিদপুর দণ্ডপাড়া নিবাসী শ্রীযুত শশিভূষণ বিদ্যাবাগীশ ঐ
জিলা বাখরগঞ্জ বাটাজোড় নিবাসী শ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ঐ
জিং ঢাকা পং বিক্রমপুর ধানুকা নিবাসী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার তর্করত্ন ঐ
জিলা বাখরগঞ্জ মোড়াকাটী নিবাসী শ্রীযুত গুরুচরণ শিরোমণি ঐ
ঐ পং বাকলা গৈলা নিবাসী শ্রীযুত রামচরণ শিরোরত্ন ঐ
জিলা চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুত সূর্য্যদাস সিদ্ধান্তরত্ন ঐ
জিলা নদীয়া আটাকী নিবাসী শ্রীযুত রামশরণবিদ্যাবাগীশ ঐ
জিলা শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুত বলদেব তর্কবাগীশ ঐ
জিং ত্রিপুরা পং সরাইল কালীকচ্ছ নিবাসী শ্রীযুতমাধবচন্দ্রতর্কচূড়ামণিঐ
জিলা রাজসাহি পুটিয়া নিবাসী শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বিদ্যানিধি ঐ

৺ কাশীধামনিবাসী

স্মার্ত্ত ও নানাশাস্ত্রবিশারদ

পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত নাম।

শ্রীযুত বেচারাম সার্ব্বভৌম। রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
শ্রীযুত কালীপ্রসাদ শিরোমণি। রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি। ঐ ঐ ঐ

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার।	কাশী
শ্রীযুত ভগবতীচরণ বিদ্যাবাগীশ।	ঐ
শ্রীযুত রামধন শিরোমণি।	ঐ
শ্রীযুত মধুসূদন ন্যায়বাগীশ।	ঐ
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন।	ঐ
শ্রীযুত কালীকুমার বাচস্পতি।	ঐ
শ্রীযুত রাজচন্দ্র চূড়ামণি।	ঐ
শ্রীযুত দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন।	ঐ
শ্রীযুত মহেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।	ঐ
শ্রীযুত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন।	ঐ
শ্রীযুত নবীন নারায়ণ ভট্টাচার্য্য।	ঐ

কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বিষয়ে মত ও ব্যবস্থা এই যে "অরুণোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্র-যুতা হইলেও হরিভক্তিবিলাসমতানুযারি বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের উপোষ্যা নহে। যদি ঐ দিনে জয়ন্তী যোগ না হয়, যে হেতু জয়ন্তী যোগ সর্বাপবাদক" ৫ই শ্রাবণ তারিখে আমি তাঁহাকে যে এক পত্র লিখি ঐ পত্রের একপার্শ্বে ঐ রূপ জয়ন্তী যোগ অরুণোদয়-বেধ প্রভৃতি দোষের অপবাদক বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন এইরূপ লেখাতে কোন বিশেষ কারণবশতঃ সে ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই ইতি। ২রা ভাদ্র ১৭৯৬ শক।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী

কলিকাতা
বেগে টোলা ৫৬ নম্বর
সোনার গৌরাঙ্গের বাটী।

ব্যবস্থাসংখ্যা ৪।

শ্রীরামঃ

শরণং

ভট্টপল্লীনিবাসীনাং পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাপত্রমেতৎ।

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সপ্তম্যপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

যথোক্তলক্ষণং মহাদ্বাদশীব্রতন্তু বৈষ্ণবানামেকাদশীত্যাগেন বৈষ্ণবস্মৃতৌ বিহিতং কিন্তু মহাদ্বাদশীত্যাগেন কাপ্যেকাদশী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

(তণ্ডুলনৈবেদ্যেন সর্ব্ববর্ণৈরপি বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যমিতি চ সতাং মতং॥

অত্র প্রমাণং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কম্॥ ইত্যাহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃতজ্ঞানমালাবচনং। স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কাঞ্চ উদারধীঃ॥ ইতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়ৈকসপ্ততিতমাধ্যায়ীয়বচনঞ্চ। তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে॥ ইত্যপি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়দ্বিসপ্ততিতমাধ্যায়বচনং। অস্মৎপূর্ব্বপুরুষপারম্পর্য্যক্রমাগতাচার এবায়ম্।)

শ্রীরামঃ শরণং। ন্যায়রত্নোপাধিকশ্রীরাখালচন্দ্রদেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। স্মৃতিরত্নোপাধিকশ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীকৈলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীঅভয়াচরণ দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। তর্করত্নোপাধিকশ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। সার্ব্বভৌমোপাধিকশ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং
শ্রীরামঃ শরণং। ন্যায়ভূষণোপাধিকশ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মণাং
শ্রীরামঃ শরণং। তর্কসিদ্ধান্তোপাধিকশ্রীদিগম্বর দেবশর্ম্মণাং
শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যাভূষণোপাধিকশ্রীরঘুমণি দেবশর্ম্মণাং
শ্রীরামঃ শরণং। চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাং
শ্রীরামঃ শরণং। তর্কপঞ্চাননোপাধিকশ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মণাং

১৭৯৬ শকে ২৭শে শ্রাবণে প্রাপ্ত।

অনুবাদ।

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতদিগের এই ব্যবস্থাপত্র।

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ী বৈষ্ণবদিগের অরুণোদয় কালে সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমীতে নক্ষত্রযোগ থাকিলেও উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। এবং যথোক্ত লক্ষণ মহাদ্বাদশীব্রত একাদশী পরিত্যাগ করিয়াও করা কর্ত্তব্য কিন্তু মহাদ্বাদশী পরিত্যাগ করিয়া কোন একাদশীতে (অর্থাৎ বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রভৃতি স্থলে) উপবাস করা বৈষ্ণবস্মৃতিতে বিহিত নাই। ইহা বিদ্বানদিগের পরামর্শ॥

(আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজন কর্ত্তব্য নহে এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে একত্রে লিখিয়া স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন এই জন্য ঐ সমুদয়ই একত্রে প্রকাশ করা হইল।)

ব্যবস্থাসংখ্যা ৫।

গোস্বামীমালপাড়ানিবাসী সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর ৺জগদানন্দ গোস্বামিভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা। তাহার পৌত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকাঙ্গালি ভাগবতভূষণ গোস্বামিভট্টাচার্য্য দ্বারা যাহা ২৮ শ্রাবণে প্রাপ্ত।

শ্রীহরিঃ

শরণং

স্বমতে। যথা নন্দা তথাষ্টমীতি। যথাশব্দবলাৎ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতা-ন্যেকাদশীবৎ কর্ত্তব্যানীতি॥ কৈশ্চিদেবং মন্যতে "সম্পূর্ণা হরিবাসর-বর্জ্জিতা ইত্যাদের্জন্মাষ্টম্যাং সূর্য্যোদয়বেধঃ কর্ত্তব্যঃ ন ত্বেকাদশীব্রতবৎ একাদশীতরত্র অরুণোদয়বেধাসিদ্ধেরিতি তন্ন সুসঙ্গতং"॥ হরিবাসর-বর্জ্জিতা ইত্যত্র একাদশীধর্ম্মাতিদিষ্টজন্মাষ্টম্যাদীতরত্র তিথ্যাদৌ অন্য-কর্ম্মণি বা সূর্য্যোদয়বেধসিদ্ধিরিতি অতএব ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপীতি পূর্ব্বত্র স্বয়মেবোক্তনিরুক্তার্থত্বাৎ॥

৫ ম সংখ্যা ব্যবস্থার অনুবাদ

নিজমতে, যেই রূপ একাদশী সেই রূপ জন্মাষ্টমী, এই বচনে যথা শব্দ প্রয়োগ থাকাতে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত একাদশীব্রতের ন্যায় কর্ত্তব্য, ইহাই সুসিদ্ধান্ত॥ ইহাতে কেহ কেহ "একাদশী ব্যতি-রিক্তস্থলে অরুণোদয়বেধের অসিদ্ধিহেতুক উহা একাদশীব্রতের মত নহে। জন্মাষ্টমীতে সূর্য্যোদয়বেধই ধর্ত্তব্য। এই বিষয়ে সম্পূর্ণা হরিবাসরবর্জ্জিতা এই বচনমাত্র প্রমাণস্বরূপে বিন্যাস করিয়া উক্ত স্বমতসিদ্ধান্তকে সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না"। এই রূপ বিবেচনা কোনও মতে ন্যায়ানুগত ও বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। হরিবাসরবর্জ্জিতা বচনে একাদশীধর্ম্মাতিদিষ্ট জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত তিথি প্রভৃতিতে কি তদ্ভিন্ন কর্ম্মেতে সূর্য্যোদয়বেধ সিদ্ধ রহিতেছে। অতএব হরিভক্তিবিলাসকার নিজে অরুণোদয়বিদ্ধার উপবাসে দোষনিরূপণস্থলে "এই রূপ বিদ্ধদিনে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য নহে" ইহা নিজে নিরুক্ত করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন॥ ইতি॥

মহামহোপাধ্যায় উক্ত গোস্বামি মহাশয় ১৭৩২ শকে লোকান্তর গমন করেন। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা সকলকে দিতেন। প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়া তাঁহার পৌত্র উক্ত ভাগবতভূষণ গোস্বামীর নিকট ঐ বিষয় অনুসন্ধান করাতে তিনি তাঁহার পিতামহ গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত ঐ ব্যবস্থাপত্র তাঁহার গ্রন্থে আছে বলাতে আমি বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থনা করায় উহা ডাকযোগে ২৭ শ্রাবণ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ইতি।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী।

২রা ভাদ্র।
১৭৮১ শক।

ব্যবস্থাসংখ্যা ৬।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরো জয়তি।

অরুণোদয়ের নিয়ামকবচনে ঘটিকা ও নাড়ীপদে ষষ্টিপলপরিমিত দণ্ডকেই প্রতীতি করাইবেক যামার্দ্ধ নহে এতদ্বিষয়ক বিচার।

মুহূর্ত্তঃ অস্ত্রীলিঙ্গঃ দ্বাদশক্ষণপরিমিতকাল ইত্যমরঃ। ঘটিকাদ্বয়ং ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥ দিনপঞ্চদশভাগৈকভাগঃ। যথা, প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্॥ সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ। রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বধৃতবচনম্॥

কর্ম্মবিশেষে তস্য পরিমাণং যথা, নন্ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকাপি যা ভবেদিত্যত্র ঘটিকাপদং দণ্ডপরং মুহূর্ত্তপরং বা স্মৃত্যাচারধৃতচতুর্দ্দণ্ডাত্মকারুণোদয়জ্ঞাপকে চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে

ইত্যাদ্যৌ প্রভাতে ঘটিকাযুগ্মং প্রদোষে ঘটিকাদ্বয়ম্। দিনবৎ সর্ব্ব-কার্য্যাণি কারয়েন্ন বিচারয়েদিতি ভিহ্বলায়ুধধৃত লিখিষ্যমাণত্রিযামামিতি-বচনয়োরেকমূলয়োশ্চ উভয়ত্র প্রয়োগদর্শনাদিতি সংশয়ঃ। অত্রোচ্যতে। শ্রাদ্ধাদাবস্তগামিনীতি ঘটিকানিয়ামকবচনচতুর্থচরণে পার্ব্বণযোগ্যতয়া ঘটিকায়া মুহূর্ত্তাত্মকত্বস্যাবশ্যমঙ্গীকারাৎ তাৎপর্য্যলাঘবেন ত্রতাদাবপি তথাত্বম্। ঘটিকৈকাপ্যমাবাস্যাপ্রতিপৎসু ন চেদ্যদা। সর্ব্বং তদা-স্তুরং দানং দৈবে কর্ম্মণি চোদিতম্॥ ইতি ঘটিকান্যূনে নিন্দামভিধায় ঘটিকালাভে কর্ম্মার্হেতি বক্তব্যে মুহূর্ত্তমপ্যমাবাস্যাপ্রতিপৎসু ভবে-দ্যদা। তদ্দানমুত্তমং জ্ঞেয়ং শেষং পূর্ব্বং হি পূর্ব্ববদিত্যনেন মুহূর্ত্ত-লাভে কর্ম্মার্হত্বজ্ঞাপনাচ্চ। তত্রাপি মুহূর্ত্তঃ কিং তত্তদ্দিবারাত্রি-পঞ্চদশাংশ উত দণ্ডদ্বয়ম্। নাদ্যঃ প্রতিদিনদিবারাত্র্যোর্হ্রাস-বৃদ্ধিভ্যাং তদ্ভাগানামপি ন্যূনাধিক্যাদ্বিধিভেদাপত্তেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ দণ্ডদ্বয়স্য ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মকদিবারাত্রিপঞ্চদশাংশস্য মুহূর্ত্তত্বঞ্চ দণ্ড-দ্বয়াধিকন্যূনকালানামপি ত্রিংশদ্দণ্ডাধিকন্যূনদিবারাত্রিপঞ্চদশাংশানাং মুহূর্ত্তত্বপ্রতিপাদনেন বিনিগমনাবিরহাৎ কিন্তুত্তরঙ্গতয়া কর্ম্মাঙ্গদিবা-রাত্র্যন্ততরপঞ্চদশাংশস্য গ্রহণপ্রসক্তৌ অয়নাংশক্রমেণোত্তরায়ণ-পূর্ব্বাহ্নদিনমান-সপাদষড়্বিংশতিদণ্ডানাং পঞ্চদশাংশস্য পাদোন-দণ্ডদ্বয়স্য মুহূর্ত্তত্বাত্তদ্দিনবিহিতক্রিয়ায়াং তাবন্ন্যূনকালস্যাপি গ্রহণাৎ সর্ব্বত্র ন্যূনকালব্যবচ্ছেদে আবশ্যকতয়া তস্যৈব পাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকস্য মুহূর্ত্তস্য গ্রহণং লাঘবাৎ যদা চতুর্দ্দশীযামং তুরীয়মনুপূরয়েৎ। অমাবস্যা ক্ষীয়মানা তদৈব শ্রাদ্ধমিষ্যত ইতি কাত্যায়নোক্তস্য চতুর্দ্দশীসম্বন্ধিদিন-চতুর্থযামমাত্রব্যাপ্যমাবাস্যায়াং শ্রাদ্ধবিধানস্য মৎস্যপুরাণোক্তমুখ্যা-পরাহ্লীয়মুহূর্ত্তাবাধেন বিষয়লাভায় পাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকমুহূর্ত্তগ্রহণস্যা-বশ্যকত্বাচ্চ। তাদৃশামাবাস্যায়াং তদধিকমুখ্যাপরাহ্লাসম্ভবাৎ তত্র চ মুখ্যাপরাহ্লীয়পাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকদর্শলাভস্তু চত্বারিংশৎপলাধিকত্রয়-স্ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মকদিবস এব। অতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যৈরপি যদা চতুর্দ্দশী-

যামমিত্যস্য ব্যাখ্যানে তিথ্যাদিতত্ত্বে তথা লিখিতং। ন চ নিরূঢ়-লক্ষণাতো রূঢ়শক্তের্বলবত্ত্বাৎ। তাস্ত ত্রিংশৎক্ষণস্তে তু মুহূর্তো দ্বাদশস্ত্রিয়াং। তে তু ত্রিংশদহোরাত্র ইত্যমরোক্তো দ্বাদশক্ষণাত্মকঃ অহোরাত্র-ত্রিংশাংশো দণ্ডদ্বয়রূপমুহূর্তো লাঘবতঃ সর্ব্বত্রানুগতত্বয়া ন্যূনকালব্যবচ্ছেদকো বক্তব্য ইতি বাচ্যং নিরূঢ়লক্ষণাপি শক্তিতুল্যেতি শাব্দিকস্মরণাৎ স্মার্ত্তত্বেনান্তরঙ্গেতি সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গেতি ন্যায়াচ্চ নিরূঢ়-লক্ষণায়া এব বলবত্ত্বাৎ। দক্ষিণঃ সপবিত্রক ইত্যত্র পবিত্র-পদস্য কুশগতকোষোক্তরূঢ়িশক্ত্যপেক্ষয়া বিশিষ্টকুশপত্রদ্বয়গতকাত্যা-য়নোক্তনিরূঢ়লক্ষণায়া ইব। নিরূঢ়লক্ষণায়াঃ শক্তিতুল্যত্বন্তু রূঢ়-শক্তেরিব শক্যার্থবাধজ্ঞানং শক্যসম্বন্ধজ্ঞানঞ্চ বিনা পদতাৎপর্য্য-জ্ঞানানুপদমেব পদার্থোপস্থাপকত্বাৎ। সা চ নিরূঢ়লক্ষণা ক্বচিত্তাৎ-পর্য্যবোধকশাস্ত্রাৎ ক্বচিচ্চার্য্যপ্রয়োগতোঽনুমানাদপি নির্ণীয়তে। বস্তু-তস্ত দ্যুনিশোঃ পঞ্চদশাংশাশ্রিতস্মৃত্যুক্তনিরূঢ়মুহূর্ত্তপদলক্ষণাবিনি-গমনাবিরহগৌরবাভ্যামেব কুণ্ঠিতা অতোঽত্যন্তন্যূনপাদোনদণ্ডদ্বয়া-ত্মকমুহূর্ত্তগ্রহণমশক্যমেব। অথাত্যন্তন্যূনতয়া সর্ব্বানুগমায় তদ্‌গ্রহণ-মিতি চেৎ অত্যন্তাধিকতয়া সপাদদণ্ডদ্বয়াত্মকমুহূর্ত্তস্যৈব কুতো ন গ্রহণং স্যাৎ। তস্মাৎ প্রভাতে ঘটিকাযুগ্মং প্রদোষে ঘটিকাদ্বয়ং। দিনবৎ সর্ব্বকার্য্যাণি কারয়েন্ন বিচারয়েদিতি লঘুহারীতবচন, ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং। নাড়ীনান্তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত-সংজ্ঞিত ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনয়োরেকবাক্যতয়া দণ্ডদ্বয়াত্মককালে ঘটিকাপদনিরূঢ়লক্ষণাসিদ্ধৌ তয়া পর্য্যায়দ্বারা কোষোক্তরূঢ়্যা চ সমঞ্জসতঃ পার্ব্বণযোগ্যদণ্ডদ্বয়াত্মককাল এব ঘটিকাপদাদুপস্থাপ্যতে। অতঃ সর্ব্বসাধারণ্যেন ন্যূনকালব্যবচ্ছেদায় সৈব গ্রাহ্যা লাঘবাৎ। অতএব যদা চতুর্দ্দশীযামং তুরীয়মনুপূরয়েদিত্যত্র যদা যত্র দিনে অমাবস্যামুখ্যাপরাহ্ণীয়দণ্ডদ্বয়ান্যূনকালব্যাপনং যথা স্যাত্তথৈব চতুর্দ্দশী-যামং তদনুক্তর্তৃতীয়যামমনুলক্ষীকৃত্য তত্র প্রবৃত্ত্য চতুর্থযামং পূরয়েৎ

ষাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ। অন্যথা চতুর্দ্দশমুহূর্ত্তাধিকপূরণাভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ। এতেনৈব দর্শশ্রাদ্ধেঽপি মুখ্যাপরাহ্লাদরঃ কার্য্যঃ। প্রাতঃ-কালাদিপঞ্চধাবিভাগে কুতপাদিসংজ্ঞায়াঞ্চ দিনমানপঞ্চদশাংশ-মুহূর্ত্তস্যৈব গ্রহণং। তদ্বোধকশাস্ত্রসংবাদাৎ। অত একোদ্দিষ্টে দিনমানপঞ্চদশাংশমুহূর্ত্তো যোগ্যতয়া চ ন্যূনকালব্যবচ্ছেদকো গ্রাহ্যঃ। কুতপরোহিণ্যন্ততরমাত্রগ্রাহকযুক্তেঃ। এবংবিশেষাভিধানাৎ সুখ-রাত্রৌ দণ্ডমাত্রং জন্মাষ্টম্যেকাদশীদ্বাদশীষু চ কলাকাষ্ঠারূপোঽপি প্রতিষ্ঠাদৌ তূক্তযুক্ত্যা স্বযোগ্যকাল এব ন্যূনকালব্যবচ্ছেদকো গ্রাহ্যঃ। ততশ্চ বিশেষকালপ্রাপ্তকর্ম্মেতরকর্ম্মণঃ প্রশস্তাদিকালে স্বযোগ্য-দণ্ডদ্বয়ান্ন্যূনাধিকতিথিরেব গ্রাহ্যেত্যনুগতবিধিঃ সামঞ্জস্যাদিতি তত্ত্বং॥ চন্দ্রশেখরবাচস্পতিকৃতদ্বৈতনির্ণয়ে চ এতদেব নির্ণীতং।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামিনাম্

অতএব। সূর্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড (অর্থাৎ ২৪০ পলপরিমিত) কাল অরুণোদয় কাল বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। দিনমান ও রাত্রিমান অনুসারে মুহূর্ত্তের ন্যূনাধিক্য অনুসারে উহার ন্যূনাধিক্য ঘটিবেক না। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতির মীমাংসিত সিদ্ধান্ত॥

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী

এই বিষয়ে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যও ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা

ব্যবস্থাসংখ্যা ৭।

শ্রীহরিঃ

শরণং

চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতরিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়বচনে ঘটিকাপদং দণ্ডপরং ন তু যামার্দ্ধপরমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥ শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্

ব্যবস্থাসংখ্যা ৮।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো

জয়তি।

৺কাশীস্থবিদুষাং ব্যবস্থাপত্রং

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সপ্তম্যাপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদাম্বতম্॥ অত্র প্রমাণানি।

ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সপ্তম্যাঞ্চ বিবর্জ্জয়েদিত্যাদি হরিভক্তিবিলাসধৃত-পূরাণবচনে জন্মাষ্টম্যা একাদশীতুল্যত্বকথনম্॥ তথা হরিভক্তি-বিলাসে। অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষা ইতি প্রতিজ্ঞায় তৎ-প্রকরণে। ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াদিতি বচনম্॥ তথা তত্রৈব। জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সপ্তম্যাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রত-মাচরেদিতি স্কন্দপুরাণবচনঞ্চ॥ তথা। অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েদিতি কৌৎসবচনঞ্চেতি দিক্॥

সম্মতিরত্র ভট্ট সখারাম শর্ম্মণঃ। মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য

সম্মতিরেতদর্থে কার্লেকরোপাখ্য } কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের
রাজারাম শাস্ত্রিণঃ } সুপ্রসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক।

রানড়োপাখ্য বালশাস্ত্রিণশ্চ ঐ ঐ ঐ

বাপূদেব শাস্ত্রিণোঽপি ঐ ঐ ঐ

সম্মতিরত্রার্থেঽনন্তরাম ভট্টস্য মহারাষ্ট্রীয় প্রধান অধ্যাপক।

বামনাচার্য্যাণামপি। কাশীস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

সম্মতিরত্রার্থে দক্ষকর গঙ্গাধর শাস্ত্রিণঃ মহারাষ্ট্রীয় প্রধান অধ্যাপক।

কৃতসম্মতিকোঽত্র দ্বিবেদ পণ্ডিত বস্তীরাম শর্ম্মা	কাশীস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক
কৃতা সম্মতিরত্র পণ্ডিত বেচনরাম শর্ম্মণা	ঐ ঐ ঐ
দেবকৃষ্ণ শর্ম্মণা চ	ঐ ঐ ঐ
সম্মতিরত্র ত্রিপাঠি শীতলাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।	ঐ ঐ ঐ
এষোঽর্থঃ সম্মতো বিদ্বচ্চন্দ্রশেখর শর্ম্মণঃ। সর্ব্বত্যাগিনি শাস্ত্রোক্তে বৈষ্ণবেন গৃহস্থিতে॥	পঞ্চগৌড়দেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য
বিদুষামনুরোধেন সম্মতিরত্র পণ্ডিত বিভবরাম শর্ম্মণঃ	ঐ
তথৈব ব্যাস হরিকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ	ঐ
সম্মতিরত্র যাগেশ্বর শর্ম্মণঃ	ঐ
কৃতসম্মতিকো রামমিশ্র শাস্ত্রী	ঐ
সম্মতিরত্রার্থেঽম্বিকাদত্ত শর্ম্মণঃ	ঐ
কৃতসম্মতিকোঽত্র শ্যামাচরণ শর্ম্মা	ঐ
সম্মতিরত্রার্থে প্রয়াগদত্ত পণ্ডিতস্য	ঐ
সম্মতিরত্র শেষোপাহ্ব ভিকুপন্ত শর্ম্মণঃ।	মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রধান অধ্যাপক।
হরিপ্রসাদ দ্বিবেদ শর্ম্মণো পৌরাণিকস্য চ।	পঞ্চ গৌড়দেশীয় অধ্যাপক।
মহারাজমানসিংহবাহাদুরমান্যেন দ্বারকানাথ শর্ম্ম পণ্ডিতেনাত্রার্থে সম্মতিঃ কৃতা	মহারাজা মানসিংহের সভাপণ্ডিত।
সম্মতিরত্র শ্রীতারাচরণ শর্ম্মণঃ	বঙ্গদেশীয় ভট্টপল্লীর প্রধান পণ্ডিত।
চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মণাম্	বঙ্গদেশীয় ঐ
অত্র সম্মতিঃ শিরোমণ্যুপনামক শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণঃ	ঐ ঐ
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র জ্যোতিষ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যাণাং	ঐ ঐ
ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণঃ	ঐ ঐ
বাচস্পত্যুপাধিক শ্রীদেবনারায়ণ শর্ম্মণাম্	ঐ ঐ

কাশীস্থ সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত ৮ সংখ্যক ব্যবস্থার অনুবাদ।

অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্র যোগ থাকিলেও হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ি বৈষ্ণবদিগের উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা তদ্বিষয়ের তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা॥ ইহাতে প্রমাণ সকল যথা॥

এইরূপে যোগবিশেষে যে বহু প্রকার অষ্টমী লিখিত হইল সে সমুদয়ই শুদ্ধা অর্থাৎ বেধহীন হইলে গ্রাহ্য। যেরূপ বিদ্ধা একাদশী ত্যাজ্য সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ত্যাজ্য। যেই-রূপ দশমীবিদ্ধ একাদশী শ্রবণান্বিতা হইলেও ত্যাজ্য। সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধ অষ্টমী রোহিণী সহিত হইলেও ত্যাজ্য॥ ইত্যাদি হরিভক্তিবিলাস ও তাহাতে উদ্ধৃত পুরাণবচনে জন্মাষ্টমীর একা-দশীতুল্যত্ব কথন। এবং হরিভক্তিবিলাসে "অনন্তর অরুণো-দয় বিদ্ধার উপবাসে দোষের নিরূপণ করা যাইতেছে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ প্রকরণে। এইরূপ বিদ্ধদিনে বৈষ্ণবদিগের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতকরা কর্ত্তব্য নহে। করিলে তাদৃশ দোষ-গণেরই আশ্রয় হয়॥ এই বচন এবং ঐ গ্রন্থেই। সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী নক্ষত্রসহিতা এবং সম্পূর্ণা হইলেও পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্রবিহীন কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত আচরণ করিবেক। এই স্কন্দপুরাণবচন এবং অরুণোদয় বেলায় বিদ্ধ কোন তিথি উপবাস করায় তাহার শত পুত্র নষ্ট হইয়াছে। অতএব অরুণোদয় বিদ্ধা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক। এই কৌৎসবচন দিগ্দর্শন করা হইল।

❀ শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিত। † শ্রীবস্তীরামদ্বিবেদ পণ্ডিত। *

❀ পঞ্চগৌড়দেশীয় পণ্ডিতের অগ্রগণ্য।

† ইনি এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্যাগি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে বলেন। গৃহ-স্থের পক্ষে নহে॥ এই বিষয়ের মীমাংসা করা যথাসাধ্য হইয়াছে।

* রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

শ্রীবেচনরাম পণ্ডিত। *
শ্রীদেবকৃষ্ণ পণ্ডিত। *
শ্রীশীতলাপ্রসাদ ত্রিপাঠী। *
শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী। †
শ্রীযাগেশ্বর পণ্ডিত। †
⁑ শ্রীবিভবরাম পণ্ডিত। †
⁑ শ্রীহরিকৃষ্ণব্যাস। †
শ্রীঅম্বিকাদত্ত পণ্ডিত। †
শ্রীশ্যামাচরণ পণ্ডিত। †
শ্রীহরিপ্রসাদদ্বিবেদশর্ম্ম। †
শ্রীপ্রয়াগদত্ত পণ্ডিত। †
শ্রীদেবনারায়ণ বাচস্পতি। ‡
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র জ্যোতিষ-
শিরোমণি ভট্টাচার্য্য। ‡

শ্রীসখারাম ভট্ট। [ ]
শ্রীরাজারাম শাস্ত্রী। *
শ্রীবালশাস্ত্রী। *
শ্রীঅনন্তরাম ভট্ট [ ]
শ্রীবাপূদেব শাস্ত্রী। *
শ্রীবামনাচার্য্য। *
শ্রীগঙ্গাধর শাস্ত্রী। [ ]
শ্রীভিকুপন্ত শেষ। [ ]
শ্রীদ্বারকানাথ পণ্ডিত। ¶
শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন। §
শ্রীরামকুমার চূড়ামণি। ‡
শ্রীমদনমোহন শিরোমণি। ‡
শ্রীক্ষেত্রনাথ ন্যায়রত্ন। ‡

---

* রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক।

† পঞ্চগৌড়দেশীয় প্রধান পণ্ডিত।

⁑ ইহারা দুই জনে কাশীর প্রধান পণ্ডিতদিগের অনুরোধে সম্মতি দিয়াছেন॥ কিন্তু পণ্ডিতের পক্ষে উহা অবৈধ দোষাবহ বলিতে হইবেক।

‡ বঙ্গদেশীয় প্রধান পণ্ডিত।

[ ] মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের অগ্রগণ্য।

¶ মহারাজ মানসিংহের সভাপণ্ডিত।

§ ভট্টপল্লীর প্রধান পণ্ডিত অধুনা কাশীস্থ।

শ্রীহরিঃ

বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয়

বৈষ্ণবদিগের ব্রতদিনের নির্ণয় করিতে হইলে বৈষ্ণব কাহাকে বলে ইহাই অগ্রে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। হরিভক্তি-বিলাসকার অরুণোদয় বিদ্ধায় উপবাস ও ব্রতের নিষেধ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের যে লক্ষণ করিয়া প্রমাণবচন দ্বারা সমর্থিত করিয়াছেন। উহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুসেবাপরো নরঃ। বৈষ্ণবশ্চাত্র সংগ্রাহ্যঃ স্কান্দাদ্যুক্তানুসারতঃ॥ হরিভক্তিবিলাস। ১২ বিলাস। ১৩২ শ্লোক।

এই সকল স্থলে (অর্থাৎ পূর্ব্ববিদ্ধাতিথিতে ব্রত উপবাসাদি পরি-ত্যাগ করিবার বিধান স্থলে) যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রের দীক্ষা লইয়াছে এবং বিষ্ণুসেবাপর মনুষ্যমাত্রই বৈষ্ণব বলিয়া গ্রাহ্য। স্কন্দপুরা-ণাদিতে উক্ত, লক্ষণের অনুযায়ী বৈষ্ণবকেও বুঝাইবেক॥ ১৩২॥

স্কন্দপুরাণীয়লক্ষণং যথা। তত্রৈব। পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমু-পস্থিতে। নৈকাদশীং ত্যজেদ্যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী॥ সমাত্মা সর্ব্ব-জীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ। বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১৩৩॥

পরম আপদে হউক সম্পদে হউক যে একাদশীর উপবাস পরি-ত্যাগ করে না। যাহার বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা। যাহার সর্ব্বজীবে সমান ভাব। শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে যে অপরিভ্রষ্ট। এবং যে বিষ্ণুতে সমস্ত স্বধর্ম্মাদি অর্পণ করে উহাকে বৈষ্ণব কহা যায়॥

পদ্মপুরাণীয়বচনং যথা তত্রৈব।

সদীক্ষাবিধিসন্ন্যাসং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্। অষ্টাক্ষরমথান্যম্বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে। জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ণ্বর্চ্চনরতাস্তথা॥ ১৩৪॥

যে থাক্ত দীক্ষাবিধি অনুসারে ন্যাস এবং যন্ত্রের সহিত, দ্বাদশাক্ষর

অষ্টাক্ষর কি গোপালের অন্য মন্ত্র যে ব্যক্তি সম্যক্ উপাসনা করে তাঁহাকে, এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজারত উহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া জানিবেক ॥ ১৩৪ ॥

ঐ গ্রন্থের দশম বিলাসে বৈষ্ণবের লক্ষণ বিশেষ রূপে নির্ণয় করা আছে। তাহার মধ্যে দিগদর্শনজন্য কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা হরিভ, ১০ বিলাস। লৈঙ্গে।

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ ব্রতকর্ম্মগুণজ্ঞান-ভোগজন্মাদিমৎস্বপি। শৈবেষপি চ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি তথা তথা ॥৫॥ তত্র ব্রতিষু মধ্যে ভগবদ্ব্রতপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণম্ ॥

টীকা ॥ বিষ্ণুভক্তমেব লক্ষয়তি। বিষ্ণুরেবেতি দেবতা ইষ্টদেবত্বেন পূজ্য ইত্যর্থঃ। এষ বৈষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ এবং বিষ্ণুদেবতাকত্ব-মাত্রে সামান্যতো ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ব্রতাদি-বিশেষেণ বিশেষতো লক্ষণানি লিখতি ব্রতেতি। ব্রতমুপবাসাদি। কর্ম্ম সদাচারঃ। গুণঃ করুণাদিঃ। জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকাদি। ভোগঃ বিষয়-সেবা। জন্ম সৎকুলোৎপত্ত্যাদি আদিশব্দাৎ বিদ্যাবিত্তাদি। তত্তদ্-যুক্তেষু যদ্যপি ব্রতাদীনামহেতুত্বাৎ তেষু বিষ্ণুভক্তা ন সম্ভবন্তি। তথাপি তেষু জনেষু মধ্যে তথা শৈবেষপি মধ্যে। চকার উক্ত সমুচ্চয়ে ॥ তথা তথা তেনব্রতাদিবিশেষৈণৈব প্রকারেণ কৃষ্ণভক্তাঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। ব্রতাদিনিষ্ঠতত্তদসম্প্রদায়িকমধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুর্ভগবদ্ব্রতাদিপরতয়া তত্তদ্বিশেষতো ভক্তাঃ জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তদেব ক্রমেণ বিবিচ্য লিখতি। তত্রেত্যাদিনা হরেঃ প্রিয় ইত্যন্তেন। ভগবদ্ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি তৎপরতা ভগভক্তানাং লক্ষণম্। তত্র হেতুঃ ভগবদ্ভক্তের্হেতুরিতি। একাদশীব্রতাদিভিরেব শ্রবণাদিমুখ্যভক্তি-প্রবৃত্তেঃ। যদ্বা ভক্তির্হেতুর্যস্যাং সা। ভগবদ্ভক্তিং বিনা ভগবদ্ব্রতে-ষপ্রবৃত্তেরিতি দিক্ ॥ এবমগ্রেপ্যূহ্যম্ ॥

বিষ্ণুই যাহার ইষ্টদেবতা বলিয়া পূজ্য। শাস্ত্রে ঐ বিষ্ণুভক্তকে বৈষ্ণব কহিয়াছেন॥ ৪॥ এই সামান্য লক্ষণ লিখিয়া ব্রতাদিবিশেষে বিশেষ লক্ষণ লিখিতেছেন। উপবাস প্রভৃতি ব্রত, সদাচার, কারুণ্যাদিগুণ, আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি জ্ঞান, বিষয়সেবা, সৎকুলোৎপত্তি প্রভৃতি, এবং বিদ্যা বিত্ত প্রভৃতি যুক্ত ব্যক্তিতে, ঐ সকল ক্রিয়াও গুণ ভক্তির কারণ নহে বলিয়া, উহাদিগের মধ্যে যদিও বিষ্ণুভক্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তন্মধ্যে এবং শৈব প্রভৃতির মধ্যেও বিশেষ বিশেষ ব্রতপর হওয়াতে বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব বলিয়া জানিবেক॥ ৫॥ একাদশী প্রভৃতি ভগবদ্‌ব্রতপরতা বৈষ্ণবের লক্ষণ। যেহেতু একাদশীব্রত প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নববিধ মুখ্য ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়। অথবা ভগবদ্ভক্তি ব্যতিরেকে ভগবদ্‌ব্রতে সকলের প্রবৃত্তিই হয় না সুতরাং সর্ব্বত্রে বিষ্ণুভক্তিবিশিষ্টকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবেক॥

ইহা দ্বারা বৈষ্ণবশব্দে জাতিবৈষ্ণব ও কৌপীনকন্থা ধারি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব, সদারিক অদারিক এবং পরদারিক ভেদে লোকপ্রসিদ্ধ নানাবিধ বৈষ্ণব ও বিষ্ণুভক্তিযুক্ত, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, বিষ্ণুপূজায় রত এবং বিষ্ণুব্রতপর মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইতেছে॥ অরুণোদয় বিদ্ধদিনে উহাদিগের কোন ব্রতই করা বিহিত নহে। যথা হরিভক্তিবিলাসে ১২ বিলাসে।

বিদ্ধোপবাসদোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা। জ্ঞেয়াস্তেঽত্রাপি বিদ্ধায়া লক্ষণস্যানুসারতঃ॥ ১৪১॥ এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধাব্রতপরাণি তু। অবৈষ্ণবাশ্রয়াণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা॥ ১৪২॥ ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াৎ॥ ১৪৩॥

টীকা। সামান্যাদরুণোদয়বেধাদিবিশেষরাহিত্যেন সামান্যতঃ পূর্ব্বং লিখিতাঃ। অরুণোদয়বিদ্ধোপবাসেঽপি। কুতঃ। বিদ্ধায়া লক্ষণস্য পূর্ব্বলিখিতস্যানুসারাৎ॥ উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপিনী

সতী সম্পূর্ণা অন্যথা বিদ্ধেতি বিদ্ধালক্ষণেঽরুণোদয়বেধস্যৈব সুসিদ্ধেঃ ॥ ১৪১ ॥ এবং সর্ব্বথা বিদ্ধোপবাসো নিষিদ্ধঃ। তত্র চ যদুক্তমৃষ্যশৃঙ্গেন। উপোষ্যা দশমীবিদ্ধা ঋষিরুদ্দালকোঽব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি। ঈদৃশান্যন্যানি চ যানি বচনানি বর্ত্তন্তে। তেষাং বিষয়ং ব্যবস্থাপ্য লিখতি। এবমিতি। লিখিতপ্রকারেণ অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈবসৌরাদয়ঃ কামিনো গৃহস্থাশ্চ বিষয়কানি। তেষামপি বিদ্ধোপবাসে বহুলদোষশ্রবণাদপরিতোষেণ পক্ষান্তরং লিখতি শুক্রেতি ॥ ১৪২ ॥ প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষপি সবেধদিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্ত্বিত্যাদিলিখিতপ্রকারেণ। আদিশব্দেন রামনবমী-নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি। তাদৃশানাং বিদ্ধৈকাদশীব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥

অরুণোদয় বেধ প্রভৃতি বিশেষ বেধের উল্লেখ না করিয়া সামান্যতঃ বিদ্ধাতে উপবাসে যে সকল দোষ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অরুণোদয় বেধ লক্ষণের বিশেষ বচনে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডকাল ব্যাপি হইলে পূর্ণা অন্যথা বিদ্ধা এই বিদ্ধার সামান্য লক্ষণেও অরুণোদয় বেধের সুসিদ্ধি হওয়াতে, অরুণোদয় কালে পূর্ব্ববিদ্ধ হইলে উহাতে ব্রত উপবাস করিলে, পূর্ব্বে সামান্যতঃ উক্ত ঐ সকল দোষ ঘটে ইহা জানিবেক॥ ১৪১ ॥ এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে বিদ্ধ উপবাস নিষিদ্ধ হইল; তাহাতে ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, যে দশমীবিদ্ধা একাদশী উপোষ্যা ইহা উদ্দালক ঋষি বলিয়াছেন ইত্যাদি এবং এই প্রকার বিদ্ধাব্রতপর অন্যান্য যে সকল বচন আছে ঐ সকল অবৈষ্ণবপর অর্থাৎ শৈবসৌরাদির পক্ষীয়। অবৈষ্ণবদিগেরও বিদ্ধ দিন পরিত্যাগে প্রমাণ থাকাতে উহা অবৈষ্ণবপর বলিয়া মীমাংসা করা অসঙ্গত বিবেচনায় বিদ্ধাব্রতপর বচন সকল শুক্রমায়াকৃত বলিয়া অবশেষে মীমাংসা করিয়াছেন। ১৪২ ॥ এই প্রসঙ্গে সকল বৈষ্ণবব্রতেই এইরূপ বেধযুক্ত দিন পরিত্যাগ করিবেক এই আদেশ করিয়া লিখিতেছেন এইরূপ অর্থাৎ

অরুণোদয়ে দশমীশেষসংযুক্ত হইলে বৈষ্ণবেরা ঐ একাদশীতে ব্রত উপবাস করিবেক না। এই পূর্ব্বলিখিতপ্রকার বিদ্ধদিনে জন্মাষ্টমী রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি কোনও ব্রতই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ বিদ্ধদিনে উপবাস করিলে, বিদ্ধৈকাদশীব্রতে উক্ত, দোষ সকলের সদৃশ দোষের আশ্রিত হইতে হয়॥ ১৪৩॥

এই সকল বচন দ্বারা অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা তিথিতে বৈষ্ণবদিগের কোন ব্রত করা উচিত নহে ইহাই বিশেষ রূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনীটীকাসহিত বৃহৎ হরিভক্তিবিলাস এবং শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিকৃত লঘুহরিভক্তিবিলাস এই দুই গ্রন্থেই বৈষ্ণবদিগের সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত রঘুনন্দনের স্মৃতি অপেক্ষাও প্রাচীন কালে উহা সংগৃহীত। স্ব স্ব গ্রন্থে শকাব্দের উল্লেখ করাতে ঐ বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ আছে। স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য হরিভক্তিবিলাসের মতও স্থল বিশেষে উত্থাপিত করিয়াছেন। শকাব্দগণনায় ১৩ বৎসরের অধিক কাল অন্তরে উভয়ের সংগ্রহ হইয়াছে। রঘুনন্দনের গ্রন্থপ্রণয়ন কাল জ্যোতিষতত্ত্বে রবিসংক্রান্তিগণন প্রকরণে নিরূপিত আছে যথা;

নবাষ্টশক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা ইতি।

১৪৮৯ শকাঙ্কেতে পূরণ করিবেক।

ইহাতে ঐ শকে যে তাহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থ সংগ্রহ হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলার সময়েই তিনি শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন, তাহার সংগ্রহে বৈষ্ণবদিগেরও অনেক মত স্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। ১৭৩৭ শকাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে মুদ্রিত লঘুহরি-

ভক্তিবিলাস যাহার মূল গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত। কেহ কেহ উহার টীকা জীবগোস্বামীর কৃত (১) বলিয়াছেন। কেহ কেহ (২) উহাকেই সনাতন গোস্বামীর কৃত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার মীমাংসা করিতে হইলে অগ্রে মুদ্রিত পুস্তকের প্রণেতার নির্ণয় করা আবশ্যক। প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকের আরম্ভে প্রথম তিন শ্লোকে উহার স্পষ্ট নির্ণয় আছে। যথা

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদে হঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ॥ ১॥

---

(১) শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীযাদবচন্দ্র গোস্বামিকে ১৭৯৫ শকে যে ব্যবস্থা দিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার এক পার্শ্বে স্বহস্তে লিখিয়াছেন "দিগদর্শিনী জীবগোস্বামিকৃত ইহা সনাতন গোস্বামী নিজগ্রন্থে লেখেন" এবং ঐ শকের ৩২ শে শ্রাবণ আমাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে "আর হরিভক্তিবিলাস যে দুই খানি আছে তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে প্রমাণীকৃত হয় নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু লিখিতে পারি নাই" ইত্যাদি।

(২) ১৭৮৩ শকে ধর্ম্মসন্ধুযন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত রামরত্ন ন্যায়রত্নের লিখিত অরুণোদয় বেধে জন্মাষ্টমী গ্রাহ্য করিবার বিধি যাহা শ্রীকেদারনাথ মাহাত্তার সাহায্যে প্রকাশিত, উহার ২য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "নবগোস্বামী হরিভক্তিবিলাস ১ খান ছাপা পুস্তক নিকটে থাকামাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থের মীমাংসার কথা দূরে থাকুক ঐ গ্রন্থটী যে কি এবং কাহার কৃত, টীকা বা কাহার কৃত তাহা জ্ঞাত নহে এবং উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকায় গোপালভট্ট লিখিতে এই দেখিয়াই গোপালভট্ট গোস্বামীর কৃত বলিয়া লিখিয়াছে", তিনি আরও বলেন যে, "সনাতন গোস্বামীর মুখে শ্রবণ করিয়া গোপালভট্ট গোস্বামী লিখিয়াছেন তাঁহার স্বয়ং কৃত নহে" ইত্যাদি॥

শ্রীযুত রামানন্দ চূড়ামণিও ঐ হরিভক্তিবিলাসের মূল ও টীকা শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত বলিয়া লিখিয়াছেন। এই তিন মহাশয়ই নৈয়ায়িক পণ্ডিত। হরিভক্তিবিলাস না দেখিয়া, কেবল অনুমান বলে, অনয়াসে ঐ সকল বলা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। যেহেতু অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করা তাহাদিগের উচিত ছিল॥

ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥ ২॥ মথুরা-
নাথপাদাব্জপ্রেমভক্তিবিলাসতঃ। জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তদ্ভক্তাঃ
শালয়ন্ত্বিমম্॥ ৩॥ হরিভক্তিবিলাস ১ম বিলাস॥

আমি সাধুদিগের সহিত বিচার করিয়া সমস্তশাস্ত্র হইতে সমা-
হরণ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রমোদের জন্য আবশ্যক কর্ম্ম সকল
ঝটিতি লিখিবার কালে ভগবান্ চৈতন্যদেবের আশ্রয় লইলাম॥১॥
ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য গোপালভট্ট, এই
ভক্তিবিলাস গ্রন্থ, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপ গোস্বামী
ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রীতকরতঃ সংগ্রহ করিতেছেন॥ ২॥
মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রেমভক্তির বিলাস হইতে এই
ভক্তিবিলাস জন্মিয়াছে অতএব তাঁহার ভক্তেরাই ইহা অনু-
শীলন করুন॥ ৩॥

ইহাতে মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাসের মূল যে গোপাল-
ভট্ট গোস্বামীর কৃত তাহার আর কোন সংশয় নাই। উহা
সনাতন গোস্বামীর নিকট শ্রবণ করিয়া লেখা হইলে, উহার
উল্লেখ অবশ্যই করিতেন। গোপালভট্টগোস্বামী নিজে সমস্ত
শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এইরূপ
স্পষ্ট বর্ণিত আছে তখন অন্য আশঙ্কাও কোনও রূপে
হইতে পারে না। সুতরাং গোপালভট্টগোস্বামীই উহার
প্রণেতা ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে॥

এক্ষণে ঐ মুদ্রিত পুস্তকের টীকা যে কাহার কৃত তদ্বিষয়ে
কিছু লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে প্রাচীন কোন
কোন বৈষ্ণবের মুখে শুনা যায় যে উহা জয়দেবের
টীকাকার পূজারি গোস্বামিপ্রণীত; শ্রীসনাতন গোস্বামীর
কি শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কৃত নহে। এবং উক্ত টীকার

আদ্যোপান্ত দেখিয়া কোন স্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার নাম নির্দ্দেশও পাওয়া যায় নাই। টীকাকারের লেখনভঙ্গীতে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীজীব-গোস্বামী ইহাদিগের কৃত নহে, ইহা প্রকাশ পাইতেছে।

লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসস্য যথামতি। টীকা দিগ্‌দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী ॥

ভগবদ্ভক্তিবিলাস গ্রন্থের একাংশার্থ বোধিনী দিগ্‌দর্শিনী নামক টীকা যথামতি লিখিতেছি ॥

সুদুষ্করে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো গ্রন্থকারস্তৎসংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরু-রূপং শ্রীমদিষ্টদেবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি। চৈতন্যেতি। চৈতন্যং বিশুদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপো যো দেবো জগৎপূজ্যস্তং। দেবেষু মধ্যে যো জ্ঞানঘনস্ত-মিত্যর্থঃ। যদ্বা চৈতন্যস্য চিত্তস্য যোঽধিষ্ঠাতা যঃ শ্রীবাসুদেবস্তং। অথবা চৈতন্যং চেতনা জীবহেতুস্তস্য দেবো নাথস্তং প্রাণেশ্বরমিত্যর্থঃ। আশ্রয়ে শরণং যামি ইত্যাদি। ননু নীচস্য তব কথমেতৎ সিধ্যতু, তত্রাহ ভগবন্তমিতি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণবন্তং, কারুণ্যাদ্যখিলভজনীয়গুণবন্তং বা, শ্রীকৃষ্ণমিতি বা, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ। এবং পক্ষত্রয়েণ সম্বন্ধনীয়মিত্যাদি। স্বমতে চ শ্রীচৈন্যদেবেতি প্রসিদ্ধসংজ্ঞং ভগবন্তং মহাপ্রভুং ইত্যাদি। ১ শ্লোকের টীকা।

গ্রন্থকার অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক-সিদ্ধির জন্য প্রথম পরমগুরুরূপ শ্রীমান্ ইষ্টদেবতার শরণাগত হইয়া আশ্রয় লইতেছেন। চৈতন্য অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান, তদ্রূপ যে দেবতা জগৎপূজ্য তাহাকে। দেবতার মধ্যে যিনি জ্ঞানঘন তাঁহাকে, ইহাই চৈতন্যদেবং পদের অর্থ ॥ অথবা চৈতন্যের চিত্তের, দেব অধিষ্ঠাতা, যে শ্রীবাসুদেব তাঁহাকে। অথবা চৈতন্যশব্দে জীবের হেতুভূত চেতনাকে বুঝায়, তাহার যিনি দেব, নাথ সেই প্রাণে-শ্বরকে, ইহাই অর্থ ॥ আশ্রয় লই, শরণ লই ইত্যাদি ॥ তুমি নীচ, তোমার উহা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে এই আশঙ্কায় ভগবন্তং

এই বিশেষণ দিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য গুণবান্, অথবা কারুণ্য প্রভৃতি সমস্ত ভজনীয় গুণবিশিষ্ট, অথবা শ্রীকৃষ্ণ, যেহেতু শ্রীভাগবতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যদেবং এই পদের ত্রিবিধ অর্থ পক্ষেই যোজনা করিয়া লইবেক। স্বমতে, শ্রীচৈতন্যদেব নামে প্রসিদ্ধ মহাপ্রভুকে। ইহাই অর্থ।

টীকাকারের নিজ শ্লোকের রচনায় এবং মূলবন্দনা-শ্লোকের ব্যাখ্যার, রীতি ও প্রণালীতে, ছয় গোস্বামীর মধ্যে, কোনও মহাশয়ের প্রণীত বলিয়া বোধ হয়, কি আধুনিক কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ি পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত বলিয়া বোধ হয় এই বিষয় যাহারা উক্ত গোস্বামিদিগের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উহাতে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা সকলেই বিবেচনা করিবেন। গোস্বামিপাদের মধ্যে যিনি যে গ্রন্থ করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন তাহা প্রায়ই গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। যথা

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ। যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥ ১॥ কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ। বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌গ্রন্থং লিখিতাদ্‌বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥২॥ তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্। পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥ ৩॥ তত্ত্বসন্দর্ভ।

মথুরাভূমিবাসি শ্রীল রূপ ও সনাতনের জয়। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞাপক এই ষট্‌সন্দর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন॥ ১॥ তাঁহাদিগের বান্ধব দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণবংশজাত কোন ভট্ট, (রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী) বৃদ্ধ বৈষ্ণবের লিখিত ঐ গ্রন্থ হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন॥ ২॥ ঐ ক্রান্ত ব্যুৎক্রান্ত খণ্ডিত, আদ্য গ্রন্থ আদর্শ করিয়া জীবগোস্বামী পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পর্য্যায় ক্রম করিয়া লিখিতেছেন॥ ৩॥

তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাং। তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদত্রাধিবক্ষয়া॥ অথো তদংঘ্রিজীবেন জীবেনেদং বিবিচ্যতে॥ শাকে ষট্ সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টীপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাব্দে শক্রৈকগণিতে তথা॥ লঘুবৈষ্ণবতোষণী।

এই তোষণী শ্রীসনাতন নামি পূজ্যপাদেরই লেখা। অন্য কিছু বিবক্ষার বিষয় তাহার নিকট নিবেদন করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পাদজীবী এই জীব কর্ত্তৃক বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিত হইল॥ ১৪৭৬ শকাব্দে শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃত বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী নামক ভাগবতের দশমস্কন্দের টীপ্পনী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৫২০ শকে শ্রীজীবগোস্বামী উহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, অর্থাৎ লঘুতোষণী করিয়াছেন॥

শ্রীজীবগোস্বামী, ছয় গোস্বামীর মধ্যে যিনি যে কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বা প্রণয়ন করিয়াছেন সে সমুদয়ই উক্ত লঘুতোষণী গ্রন্থের শেষভাগে উহাদিগের বংশাবলীর সহিত বিশেষরূপ ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং স্ফুরৎসুরতরঙ্গিনী-তটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ। ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমাদুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥ ৭॥ মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সর্ব্বোত্রোৎসবৈঃ কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ। তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্মুকুন্দঃ কৃতী॥ ৮॥ জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ কশ্চিদ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ। তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে যেষাং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামচ্চিতম্॥ ৯॥ লঘুতোষণী।

এইরূপে ভরদ্বাজগোত্রসমুদ্ভব কর্ণাটদেশীয় রাজার প্রপৌত্র পদ্মনাভ শিখরভূমিবাসস্পৃহা পরিহার করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে ক্রমে নবহট্টকগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

এবং তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। ক্রমে তাহার ১৮ টি কন্যা এবং পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, ও মুকুন্দ নামে পাঁচ সন্তান হয়॥ ঐ মুকুন্দের কুমার-নামে এক সন্তান হয়, তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানেই তৎপর ছিলেন। কোন দ্রোহ হওয়াতে বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সৎ-কুলজাত এবং সদাচারি হইয়াও উহাদিগের সহিত আহার ব্যবহারে মিল হইয়া যায়। শেষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহা-দিগের মধ্যে তিন জনই কেবল মহানুভব বৈষ্ণবদিগের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। যাহাদিগের দ্বারা ঐ বংশ ইহকালে ও পরকালে পুজিত হইয়াছিল।

আদিঃ শ্রীল সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ শ্রীমদ্বল্লভনামধেয় বলিতো নির্ব্বেদ্য যে রাজ্যতঃ॥ আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ি॥১০॥ যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্ গঙ্গায়াং ক্রত-মগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ॥ যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তী-কৃতো ভক্তিরপ্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধিতা॥ ১১॥ যস্মিন্নং রঘুনাথ দাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকাকৃষ্ণপ্রেমমহার্ণ-বোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি। দৃষ্টান্ত প্রকরপ্রভাভরমতীত্যেবান-প্রোর্ব্রাজভোর্যস্তুল্যাত্বপদং যতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ॥ ১২॥ লঘুতোষণী।

প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় শ্রীরূপ, তৃতীয় শ্রীবল্লভ, ইহারা নির্ব্বেদে রাজ্যত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাবিশেষভাজন হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিসম্পত্তির সম্রাট্ হইয়াছিলেন॥ ১০॥ যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ তিনিই আমার পিতা। অল্পবয়সেই তিনি গঙ্গা-তীরে শ্রীরাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ দুই জনে, বৃন্দাবনে গিয়া এক যোগে গুপ্ততীর্থ প্রকাশ এবং শ্রীব্রজরাজনন্দনে পরম-ভক্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ ১১॥ বঙ্গীয় কায়স্থ কুল-

শ্রীপাদ শ্রীরঘুনাথ দাস, যাহার সহিত মিত্রত্ব লাভ করিয়া, রাধা-কৃষ্ণপ্রেমসাগরের তরঙ্গনিবহে ভ্রমণবিলাসী বলিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতি, এবং অসমতেজঃশালী ঐ গোস্বামীদিগের তুল্য পদ, লাভ করিয়া, পূজ্যপাদদিগের সহিত মাননীয় হইয়া ছিলেন ॥১২॥

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দো-ঽষ্টাদশকং তথা ॥ স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী। প্রেমেন্দুসাগরাখ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ। বিদগ্ধললিতাপ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ং ॥ ভাণিকাদানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্তশ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥ অথাগ্রজকৃতেষগ্র্যং শ্রীলভাগবতামৃতং। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী ॥ লীলাস্তবষ্টীপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী। য়া সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥ ১৯ ॥ লঘুতোষণী

ঐ উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপগোস্বামী হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, অষ্টাদশক ছন্দঃ, স্তবমালা, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর প্রভৃতি, সুপ্রতিষ্ঠিত বহু গ্রন্থ, এবং বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দানকেলি ভাণিকা, ভক্তিরসামৃত, ভক্তরসামৃত, মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, ও লঘু-ভাগবতামৃত প্রভৃতি, গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রথমে বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ করেন, পরে হরিভক্তিবিলাস ও তাহার দিক্‌প্রদর্শনী নামক টীকা, লীলাস্তব এবং দশমস্কন্দের এই বৈষ্ণবতোষণী নামক টীপ্পনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যাহা আমি তাঁহার আজ্ঞায়, সংক্ষেপ করিয়া লঘুবৈষ্ণবতোষণী নামক টীপ্পনী করিলাম।

ইহাতে দিক্‌প্রদর্শনী টীকাসহিত হরিভক্তিবিলাস, সনা-তন গোস্বামীর কৃত, ইহাই প্রতীত হইতেছে। এবং মুদ্রিত পুস্তকের মূলশ্লোকে, ভক্তিবিলাস গোপালভট্ট গোস্বামীর সংগৃহীত, এবং উহার দিগ্‌দর্শনী নামক টীকার প্রণেতার নাম

নাই, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। জীবগোস্বামীর লঘুতোষণীতে গোপালভট্ট গোস্বামীর কৃত বা লিখিত বলিয়া হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের কোন উল্লেখ নাই। শ্রীসনাতনমুখে শুনিয়া, গোপালভট্ট গোস্বামী লিখিয়াছেন, ইহারও কোনও স্থলে উল্লেখ নাই, অথচ ১৪৭৬ শকে সম্পূর্ণ, বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থে. প্রথম অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীসনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,

অন্যদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং কথামাহাত্ম্যে বিস্তারিতমেবাস্তি ॥ ৪ ॥ নিবৃত্তর্ষৈরিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং বৃহত্তোষণী।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বিশেষ ব্যাখ্যান ভগবদ্ভক্তিবিলাসে কথা-মাহাত্ম্যের টীকায় বিস্তারিতরূপে করা হইয়াছে ॥

ঐ স্থলে, ঐ শ্লোকের লিখিত ব্যাখ্যানের অতিরিক্ত অর্থ বিস্তারিতরূপে লেখার কর্ত্তা অন্য কেহ হইলে, ঔচিত্য ও অবশ্যম্বিধায় তাহার নাম উল্লেখ করা হইত। নিজের করা বিধায় কোন নাম উল্লেখ না করিয়া ঐরূপ আভাস দিয়াছেন, যাহাতে বৃহত্তোষণীর পূর্ব্বে শ্রীসাতনগোস্বামী সটীক হরিভক্তিবিলাস লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শেষখণ্ডে, শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতি, যাহা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর, হরিভক্তিবিলাসে গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে, কোন নাম উল্লেখ নাই। যথা

তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব বহু প্রয়োজন ॥

ভক্তভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবাপ্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥ ইত্যাদি
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্তভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হইতে॥
সিদ্ধান্তের সার কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারসপ্রেম যাহা হইতে জানি॥
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাইয়ে পার॥ ইত্যাদি

ইহাতে, শ্রীজীবগোস্বামীর লঘুতোষণী, এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গ্রন্থ প্রকাশ হইবার পর ঐ একমাত্র হরিভক্তিবিলাস (গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কৃত বা লিখিত) প্রকাশ হইয়াছিল। এইরূপ মীমাংসাও কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। ১৫২০ শকাব্দের পর প্রকাশিত ঐ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের অভিপ্রায় কি নাম, ১৪৭৬ শকের পূর্ব্বে প্রকাশিত, বৃহত্তোষণী গ্রন্থের প্রথমে, এবং ১৪৮৯ শকে প্রকাশিত, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থে, কিরূপে উল্লিখিত হওয়া সম্ভবে। সুতরাং দুইখানি হরিভক্তিবিলাস আছে, ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেক। তবে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত হরিভক্তিবিলাস ও কোনও মহাত্মা ভক্তজনকৃত তাহার টীকা, মুদ্রাঙ্কন দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। আর শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত, দিক্‌প্রদর্শনী টীকার সহিত হরিভক্তিবিলাস বিরলপ্রচার হইয়াছে। এই কারণে যে একেবারে শ্রী৺ বৃন্দাবনধামের ও

নানাস্থানের পুস্তকালয়ের শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত উক্ত গ্রন্থখানির লোপ করিয়া দেওয়া কি সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।

সে যাহা হউক এক্ষণে যাহারা (১) ঐ মুদ্রিত পুস্তকের ১৫ বিলাসের কেবল ১৭৪ শ্লোকের টীকা দেখিয়া, জন্মাষ্টমী প্রভৃতিস্থলে অরুণোদয় বেধ গ্রাহ্য করেন না। তাহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে উক্ত টীকার কেবল ঐ অংশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা তাহাদিগের পক্ষে সঙ্গত ও বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। টীকার ঐ অংশে এই লেখা আছে যে সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইলেই তিথি সকল সম্পূর্ণা হওয়া প্রযুক্ত অরুণোদয়বেধের অসিদ্ধি হইতেছে।

টীকা॥ অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা, তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা; অতএবোক্তং স্কান্দে, জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ইত্যাদি। অনেনাতিপ্রায়েণৈব পাদ্মস্কান্দাদৌ নবমীমুক্তাপীতি। অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি তচ্চ ন সুসঙ্গতং। একাদশীতরাশেষতিথীনাং সূর্য্যোদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব॥ ১৭৪॥

এস্থলে যথা এই শব্দ বিন্যাস করাতে, কেহ এইরূপ মনে করেন "যে অরুণোদয়ে যেইরূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করার

---

(১) মাড়নিবাসী ৺রঘুনন্দন গোস্বামী ১। শান্তিপুরনিবাসী ৺ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ২। সিমুলিয়ানিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৩। শ্রীনাথ বিদ্যালঙ্কার ৪। শ্রীরামরত্ন ন্যায়রত্ন ৫। শ্রীরামানন্দ চূড়ামণি ৬। পাতলায়ের গ্রামনিবাসী শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মা ৭। ৺ বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত ৮। ৺হরিমোহন প্রামাণিক ৯। শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১০।

বিধান আছে, সেইরূপ অরুণোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীও ত্যাগ করিবেক। অতএব রোহিণী ব্যতিরেকেও কেবল নবমীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রমাণস্বরূপ এই স্কান্দ বচন উল্লেখ করেন, যে পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমী নক্ষত্রযুক্তা এবং সম্পূর্ণা হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্রযোগাদিবিহীন নবমীতে, উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবেক ইত্যাদি। এবং এই অভি-প্রায়েই, পদ্মপুরাণে নবমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাসের প্রাশস্ত্য উক্ত হইয়াছে” ইহা উত্তমরূপ সঙ্গত হয় না, যেহেতু একাদশী ভিন্ন সকল তিথিই, সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইলেই, সম্পূর্ণা হওয়া প্রযুক্ত, অরুণোদয় বেধের, সুতরাং অসিদ্ধি হইতেছে। উহা পূর্ব্বেই সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিত হইয়াছে।

টীকাকারের এই লেখার প্রতি নির্ভর করিয়া, সম্পূর্ণা হইলে যদি, অরুণোদয় বেধের অসিদ্ধিই স্থির করা হয়। তাহা হইলে, সূর্য্যোদয় কাল হইতে আরব্ধ, সুতরাং অরুণোদয়-বিদ্ধা, একাদশীকে সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা, কিরূপে সঙ্গত হইবেক। কিন্তু হরিভক্তিবিলাসকার ঐ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীকে গরুড়পুরাণীয় বচন দ্বারা সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা

হরিভক্তিবিলাসে ১২ বিলাসে ১২৫ অঙ্কের শ্লোকে।

আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকাঃ।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥ ইতি

সূর্য্যোদয় বেলা আরম্ভ করিয়া, ষষ্টি দণ্ডকাল ব্যাপিনী একাদশী সম্পূর্ণা। কিন্তু উহা, ধর্ম্মফললাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥

এস্থলে অরুণোদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত একাদশী, যদি সূর্য্যোদয় কাল হইতে ষষ্টি দণ্ড (অর্থাৎ চতুঃ-

বষ্টি দণ্ড) কালব্যাপী হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণা হইবেক। এই মীমাংসা করা কোনও রূপেই সঙ্গত বা বিচারসিদ্ধ হয় না। যেহেতু গরুড়পুরাণের উক্ত বচনের পূর্ব্বের দুই বচন দেখিলেই ঐরূপ সংশয়ের আর কারণ থাকিবেক না। ঐ বচন যথা গরুড়পুরাণে

উদয়াৎ প্রাক্ ত্রিঘটিকাব্যাপিন্যেকাদশী যদা। সন্দিগ্ধৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া॥ উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তেন ব্যাপিন্যেকাদশী যদা। সংযুক্তৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে॥ ১২৫॥ হরিভক্তি ১২ বিলাস।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব তিন দণ্ডকালব্যাপিনী একাদশীকে সন্দিগ্ধা কহা যায়, ঐ সন্দিগ্ধা একাদশীকে ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষায় পরিত্যাগ করিবেক॥ আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই দণ্ডকালব্যাপিনী একাদশীকে সংযুক্তা কহা যায়। ঐ সংযুক্তা একাদশীকে ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য পরিত্যাগ করিবেক॥ ১২৫॥

অরুণোদয়, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডকাল। উহার প্রথম দণ্ডকালে দশমীযোগে, (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব তিন দণ্ডকাল আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্তা) একাদশীকে সন্দিগ্ধা, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দণ্ডকালে দশমীযোগে (অর্থাৎ সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্ব দুই দণ্ডকাল আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্তা) একাদশীকে সংযুক্তা, এবং অরুণোদয়ের সমুদয় চারি দণ্ডকাল, দশমী-যোগে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্তা) একাদশীকে, সম্পূর্ণা বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত গরুড়পুরাণীয় তিন বচনে স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা শাস্ত্রকারদিগের পরিভাষা। উহার অন্যবিধ অর্থও কোনও রূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। সুতরাং "সম্পূর্ণা হইলে যে অরুণোদয় বেধের অসিদ্ধি হয়"

এইরূপ মীমাংসা কোনও রূপে ন্যায়ানুগত ও বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা সকলে বিবেচনা করিবেন।

একাদশীর বিষয়ে, যেইরূপ, এক দিনে এক তিথি সম্পূর্ণা ও অরুণোদয়বিদ্ধা, এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে এই-রূপ স্থল, প্রমাণবচন দ্বারা সমর্থিত করিয়া প্রদর্শিত হইল। সেইরূপ প্রতিপৎ প্রভৃতি অনেক তিথিবিষয়েও ঐরূপ স্থল প্রমাণবচন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সকলে কাহারও কোনও বিসম্বাদ উপস্থিত নাই। জন্মাষ্টমী বিষয়েই অনেকের আপত্তি ও প্রতিবাদ আছে। তন্নিমিত্ত ঐ ঐ স্থলঘটিত ঐ ঐ বিষয়েরই আলোচনা করা যাইতেছে। যথা

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি (১)। বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ হরিভ ১৫ বিলাস ১৭৬ শ্লোক ॥

---

(১) শ্রীনাথ বিদ্যালঙ্কার ৺হরিমোহন প্রামাণিক প্রভৃতি কয়েক জনে আমার প্রতি কটাক্ষভাবে লিখিয়াছেন যে "এ স্থলে সকলাপদে সম্পূর্ণা অর্থ কল্পনা করিয়াছেন তাহা হরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসে ঐ অর্থের নিরাকরণ, কারিকা দ্বারা করিয়াছেন। ইত্যত্র সকলেত্যুক্তির্নিশীথান্তঃ প্রসিধ্যতি। তৎকাল-ব্যাপিনী যা যা তিথিঃ সা সা হি কথ্যতে॥ অর্থাৎ জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং ইত্যাদি বচনে যে সকলাপদ উক্ত হইয়াছে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। যেহেতু তত্তৎকর্ম্মযোগ্যকালব্যাপিনী যে যে তিথি সেই সেই তিথি সকলাপদ দ্বারা কথিত আছে অর্থাৎ দেবল প্রভৃতি কহিয়াছেন"॥

ইহাতে আক্ষেপের বিষয় এই যে অনেক দিন অনেক বার দেখিয়াও হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসে ঐ কারিকা প্রাপ্ত হওয়া গেল না এবং উহা দেবলের গ্রন্থেও লেখা নাই। কেবল রঘুনন্দন গোস্বামীর কৃত বৈষ্ণব-ব্রতনির্ণয় গ্রন্থে ঐ শ্লোক আছে। বোধ হয় তাঁহারা ঐ গ্রন্থের লেখার রীতিতে হরিভক্তিবিলাসের কারিকা বলিয়া মনে অনুমান করিয়া স্থির করিয়া থাকিবেন। উহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হরিভক্তিবিলাসের প্রায় ব্যবসায় নাই, তাহাতে আবার ঐ গ্রন্থের মতে অনেকে অনুরক্তও নহেন। বলিতে কি শান্তি-পুরের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, মাড়ের রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতিরাও হরিভক্তি-বিলাসের মতে সমাদর বা আচরণ করিতেন না ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যবংশীয় হইয়া অন্যমত স্থাপন এবং অন্য-

মতের আচার ব্যবহার প্রদর্শন করা কেবল স্বমত গোপন করার অভিপ্রায়, ব্যতিরেকে অন্য কারণ অনুমান দ্বারা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবসভাসভাজিত, নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, অতি প্রাচীন মহানুভব শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় কহেন "যে উক্ত গোস্বামীরা কহিতেন যে দেবতা ও ঋষিগণেই যখন স্বপদচ্যুতিশঙ্কায় অরুণোদয়বেধ গোপন করিয়াছেন তখন আমরা যে করিব তাহার বৈচিত্র কি, ইহাতে যে অপরাধ তাহা প্রভুই মার্জ্জন করিবেন" ॥ কেবল মালপাড়ানিবাসী, সুপ্রসিদ্ধ মহামান্য সুপণ্ডিতবর ৺জগদানন্দ গোস্বামী মহাশয় যিনি ১৭৩২ শকাব্দে লোকান্তর গমন করেন। তিনিই জীব সকলের প্রতি সদয় হইয়া, শ্রীভগবৎসম্পর্কীয় যাবতীয় উৎসব ব্রত এবং উপবাসের তিথি, অরুণোদয় কালে পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিয়া, পর দিন ঐ ঐ কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়া, বৈষ্ণবসদাচারসিদ্ধ মত, প্রকাশ করত বৈষ্ণবসমাজকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন" ইত্যাদি।

সে যাহা হউক ঐ গোস্বামিদিগের মত, যদি, বৈষ্ণবশাস্ত্র সঙ্গত, বা ন্যায়ানুগত হয়, তাহাতেই বা গ্রাহ্য না হইবার কারণ কি, অতএব উহারই সমালোচনা করা আবশ্যক।

এই বিধায় সকলাপদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সমালোচন করা যাইতেছে। যদি, জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং এই শ্লোকে সকলাপদে নিশীথপর্য্যন্তস্থায়ি এই রূপ অর্থই স্থির হইল, তবে পূর্ব্ববিদ্ধাপদে অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধা অর্থই হইতেছে। নতুবা যে তিথির নিশীথে (অর্দ্ধরাত্রে) অন্ত (শেষ) হয় ঐ তিথির পূর্ব্ব দিনে অর্দ্ধরাত্র আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্তি ঘটিতেছে, এবং সেই অর্থে, উক্ত সকলা তিথি পূর্ব্ববিদ্ধা কিরূপে হইতে পারে? একণে অরুণোদয়বেধ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে সকলাপদে নিশীথান্তব্যাপি অর্থ করিতে গিয়া অর্দ্ধরাত্র বিদ্ধা পরিত্যাগ বিধানরূপ মহাসঙ্কটে আপতিত হইতে হইল। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনাশূন্য হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রায়ই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটে। সকলা পদের সম্পূর্ণা অর্থ করিলে, পূর্ব্ববিদ্ধাপদে অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা এই অর্থ স্বীকার করিতে হয়। তাদৃশস্বীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আর কোনও মতেই অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা, কোনও তিথির ত্যাজ্যত্ব নিবারণ করিতে পারিবেন না, এই ভয়ে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পরিশূন্য হইয়া ঐ সকল মহাশয়েরা, সকলাপদে নিশীথান্তকালব্যাপি অর্থ কল্পনা করিয়া, সম্পূর্ণা অর্থের অপলাপ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহার আর কোন পথ রাখেন নাই। পূর্ব্ববিদ্ধাপদের অন্য অর্থ কল্পনা করিবারও আর অবসর পাইতেছেন না। সুতরাং ঐ কল্পনা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না ॥

হইলেই উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, নক্ষত্রবিহীন কেবল নবমীতে, উপবাস করিয়া, ব্রত আচরণ করিবেক ॥

এস্থলে, সম্পূর্ণা অষ্টমীকে পূর্ব্ববিদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, এবং

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি। ইত্যাদি স্কান্দবচনে। হরিভক্তি। ১৫ বিলাস, ১৭০ শ্লোক।

অরুণোদয়কালে কিঞ্চিৎ অষ্টমী, পরে যদি সম্পূর্ণা নবমী হয়।

এ স্থলে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীকে, সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, সম্পূর্ণা তিথির, যে অরুণোদয় বেধ সিদ্ধ হয় না, এই রূপ মীমাংসা করার পক্ষপাতিরাই, নিরপেক্ষ ও বুভুৎসু ভাবে, বিদ্বেষবিহীন হইয়া, শাস্ত্রালোচনা পূর্ব্বক, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যে উহা ন্যায়ানুগত ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারসঙ্গত হয় কি না ॥

"উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিদিত্যাদি বচনে, উদয়শব্দের, অরুণোদয় অর্থ ব্যতিরেকে, অন্য কোনও অর্থ, কোনও মতে বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। আবার তাহাদিগের মান্য টীকাকার, নিজেই উদয় শব্দে অরুণোদয় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা

হরিভক্তিবিলাসে ১২ বিলাসে ১২৭ শ্লোক।

পূর্ণৈবৈত্যবগন্তব্যা প্রভূতা নোদয়ং বিনা। ১২৭।

অস্য টীকা। তিথিঃ একাদশী। উদয়ং অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা। ১২৭।

একাদশী, উদয় অর্থাৎ অরুণোদয় ব্যতিরেকে, প্রভূতা অর্থাৎ সম্পূর্ণা হয় না। অর্থাৎ এক অরুণোদয় আরম্ভ করিয়া অপর অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলেই সম্পূর্ণা হয় ॥ ১২৭ ॥

এক্ষণে ঐ মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাসে, ১৫ দশ বিলাসের ১৭৪ শ্লোকের উপর উক্ত, টীকার বিষয় মীমাংসা করিতে

হইলে প্রথমতঃ ইহাই বলিতে হয়, যে স্বেচ্ছাময় টীকাকার মহাশয়, যখন যে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বলিখন দ্বারা একাদশীতর তিথির, সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্তি হইলে, সম্পূর্ণাত্ব প্রযুক্ত, অরুণোদয় বেধের অসিদ্ধি হেতুক; "অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমী, অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধ একাদশীর মত, ত্যাগ করিয়া, কেবল নবমীতে উপবাস করার ব্যবস্থা", উত্তমরূপে সঙ্গত হয় না। ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার ঐ ১৫ দশ বিলাসের ১৮১ শ্লোকের টীকার শেষভাগে লিখিয়াছেন যে

যদ্বা ভবতে বুধবারেণেত্যাদ্যুক্তের্বুধসোমবারয়োরেকতরেণ যোগে সতি সম্পূর্ণামপি শুদ্ধামপি অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তামপ্যষ্টমীং পূর্ব্বাং পরিত্যজ্য, তত্তদ্বচনবলাদুত্তরৈবোপোষ্যা। অন্যদা তু পূর্ব্বৈব॥ তদানীমেব তিথিভান্তে চ পারণমিতি॥ কেচিচ্চ বৈষ্ণবা মুহূর্ত্তেনাপীতি পাঠ্যদ্বয়াদরেণ তত্তদ্বাররোহিণ্যভাবেঽপি দ্বাদশীনির্গমনং পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমিচ্ছন্তি। তিথিভান্তে চ পারণমিত্যাদিকঞ্চাবৈষ্ণববিষয়মিতি মন্যন্তে। তত্র সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্। ১৮। (ক)

বুধবার ও সোমবার প্রভৃতির যোগের প্রাশস্ত্য, শাস্ত্রে উক্ত হওয়া প্রযুক্ত, বুধ কি সোমবারের একের যোগ থাকিলেও, সম্পূর্ণা হইলেও, শুদ্ধা হইলেও, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তা হইলেও, পূর্ব্বা অষ্টমী (অর্থাৎ যে দিন সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া ষষ্টি দণ্ড আছে) পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সেই সেই বচনবলে, উত্তরা (অর্থাৎ তৎপর দিন যে তিথিমল কিছু অষ্টমী থাকে সেই) অষ্টমীতেই, উপবাস করিবেক। (অন্যদা তু) অন্য সময়ে, অর্থাৎ অরুণোদয় কালের প্রারম্ভ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, অষ্টমী যদি বৃদ্ধিক্রমে তৎপর-

---

(ক) সকল মুদ্রিত পুস্তকেই এই পাঠ আছে। যদি মুদ্রাঙ্কনে ভুল আছে বলিয়া কেহ সংশয় করেন, এই বলিয়া, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের প্রায় দশখানি প্রাচীন গ্রন্থে এই পাঠ দেখিয়া উদ্ধৃত করা হইল।

দিনও কিঞ্চিৎ কাল থাকে, তাহা হইলে, পূর্ব্ব দিনই উপবাস করিবেক। এবং সেই স্থলেই, তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ বিধানের বচনের সার্থকতা হইবেক। কোন বৈষ্ণবেরা মুহূর্ত্ত-মাত্র কি পলমাত্র অষ্টমী থাকিলে, উহাই সম্পূর্ণা হয়; তাহাতে পুনর্ব্বার নবমী যোগ হইলে, কোটিকুলের মোক্ষদায়ক হয় ইত্যাদি পদ্মপুরাণের বচনদ্বয়ের প্রাশস্ত্যে, সেই সেই বার ও রোহিণীর অভাবেও, দ্বাদশীর নির্ণয়ে ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী স্থলের ন্যায়, পর দিনেই ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন। তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণ-বিধায়ক বচনকে অবৈষ্ণব বিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করেন। ইহাতে সম্প্রদায়ের আচারই গতি। এই রূপ প্রণালী প্রদর্শিত হইল ॥ ১৮১ ॥ টীকা ॥ (খ) ॥

ইহাতে তিনটি কল্প। প্রথম কল্পে, অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী, সম্পূর্ণা, শুদ্ধা ও জয়ন্তী প্রভৃতি যোগে প্রশস্তা, হইলেও পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিৎ অষ্টমীযুক্ত পর দিনে, উপবাসের বিধান। দ্বিতীয় কল্পে, অরুণোদয়-কাল হইতে, সপ্তমী-বেধে অদূষিত হইয়া প্রবৃত্তা অষ্টমী,

---

(খ) সকলের অনায়াসে বোধগম্য হইবার জন্য দুই কল্পেরই পঞ্জিকা প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম, কল্পের পঞ্জিকা। মঙ্গলবারে সপ্তমী ৫৬ দণ্ড ৩৩ পল, এবং কৃত্তিকানক্ষত্র ৫৫। ৫৩ পল। তৎপর দিন বুধবারে অষ্টমী ৬০ দণ্ড এবং রোহিণী নক্ষত্র ৬০ দণ্ড পলশূন্য। তৎপর দিন বৃহস্পতি বারে অষ্টমী ১। ২৭ পল। রোহিণী নক্ষত্র ২ দণ্ড। পরে মৃগশিরানক্ষত্র ৫৩ দণ্ড। এই কল্পে বুধবারে অষ্টমী সম্পূর্ণা, শুদ্ধা, অর্দ্ধ রাত্রে রোহিণীযুক্তা, হইলেও উহা পরিত্যাগ করার বিধান করাতে, অরুণোদয় বেধরূপ দোষ ব্যতিরেকে অন্য কারণের আবিষ্কারে কেহই সমর্থ হইবেন না। ২য় কল্পের পঞ্জিকা। রবিবার সপ্তমী ৫৫। ৫৩ পল। কৃত্তিকানক্ষত্র ৫৮।০ দণ্ড। পর দিন সোমবার অষ্টমী ৬০ দণ্ড। এবং রোহিণী নক্ষত্র ৬০ দণ্ড। তৎ-পর দিন মঙ্গলবার অষ্টমী ৪১ পল, এবং রোহিণী নক্ষত্র ২ দণ্ড। ৫৭ পল। মৃগশিরা নক্ষত্র ৫২ দণ্ড। এই কল্পে সোমবার উপবাস হইবেক। এবং এই স্থলেই, মঙ্গলবার (পারণের দিন) তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণবিধায়ক বচনের উদাহরণ স্থল। ৩য় কল্প এই যে কোন বৈষ্ণবেরা, ব্যঞ্জুলী দ্বাদশীর ন্যায় ঐ ২য় কল্পেও সোমবার উপবাস না করিয়া মঙ্গলবার উপবাস করেন॥

যুক্তিক্রমে পর দিন নিষ্ক্রান্তা হইলে, পূর্ব্ব দিন উপবাসের বিধান। তৃতীয় কল্পে, অরুণোদয়বিদ্ধাদোষেতে দূষিত হইয়া যদি অষ্টমী, ষষ্টি দণ্ডে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে, দ্বাদশীর ষষ্টি দণ্ডে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি স্থলে, যেইরূপ, শুদ্ধা অর্থাৎ অরুণোদয়-বেধদোষ রহিতা, একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্যঞ্জুলী লক্ষণাক্রান্ত মহাদ্বাদশীতে, উপবাস করার বিধান আছে, সেই রূপ, অরুণোদয় বেধরহিত শুদ্ধা অষ্টমীকেও পরিত্যাগ করিয়া, পর দিন ঐ তিথির মলস্বরূপ কিঞ্চিৎ অষ্টমীতে উপবাস করার বিধান। এই তিন কল্পে, দুই প্রকার বিধান ও ব্যবস্থা। এবং ইতঃপূর্ব্বে ১৭৪ শ্লোকের টীকায় প্রতিপাদিত, অরুণোদয় বেধ দোষের খণ্ডনের ব্যবস্থা। এই উভয়বিধ ব্যবস্থা পরস্পর বিষম বিপরীত। যদি পূর্ব্ব ব্যবস্থা অন্যমতের, কি অবৈষ্ণ-বের, পক্ষ বলিয়া মীমাংসা করা যায়, তাহা হইলে শেষ ব্যবস্থাকে স্বীয় মতের, বা নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত, বলিয়া স্বীকার না করিলে, ঐ বিষম বিরোধের মীমাংসা করিবার আর পথ নাই। অন্যথা পরস্পর বিরুদ্ধ লিখন, এক লেখনীর মুখনির্গত দেখিয়া, নিরপেক্ষ মহানুভব মহাশয়েরাই বা কি মনে করিবেন। এক্ষণে যাহারা, ঐ টীকার লেখাকে, একবারে বেদতুল্য জ্ঞান করিয়া, মান্যপূর্ব্বক আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, শিরোধার্য্য করেন; তাহারা এক্ষণে টীকাকারের, কোন্ লেখা অবলম্বন করিয়া চলিবেন, সে বিষয়ে, যে সন্দেহ, তাহা কে ভঞ্জন করিয়া দিবে, উহা তাহারাই অন্বেষণ করিয়া লইবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে, এই উত্তর দিব, যে, উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক।

মনু কহিয়াছেন,

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ। ২। ১৪॥

যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে, তথায় উভয়ই ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত॥

উভয়ই বেদবাক্য। সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদ-বাক্যের পরস্পর বিরোধ স্থলে, বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বেদের মান রক্ষা হয় না। সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, উভয় ব্যবস্থা, শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, টীকাকারের সম্মান রক্ষা করা হয় না। সুতরাং অরুণোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমীর সময়ে, তাহাদিগের দুই দিনই উপবাস করা শ্রেয়ঃকল্প। অন্যথা করিলে ইহকালও নাই, ও পরকালও নাই।

সে যাহা হউক, এক্ষণে টীকাকারের পরিশেষের নিকৃষ্ট অভিপ্রায় ও বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসিত সুসিদ্ধান্ত অনু-সারে, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর, একাদশী ও মহাদ্বাদশীর সহিত সকল অংশে সাদৃশ্য, যথাশাস্ত্র প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে, অরুণোদয় বেধ পরিত্যাগ অংশে সমতাবিষয়ে, প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

শ্রীহরিঃ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিথির, পর পর তিথিতে স্পর্শ, অরুণোদয় কালে হইলে, বেধ অতিবেধ ও মহাবেধ, এবং সূর্য্যোদয়কালে ঘটিলে যোগ, ইহা শাস্ত্রে পরিভাষিত আছে। এতদ্বিষয়ক বচন, প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথিপর, কেবল একাদশী তিথিপর নহে।

কেহ কেহ (১) এরূপ মীমাংসা করেন যে, একাদশীই অরুণোদয় কালে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ড কালে দশমীস্পৃষ্ট হইলে, বেধযুক্ত বলিয়া, উপবাসাদিতে অবিহিত-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেক। আর প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথিতে সূর্য্যোদয়ানন্তর কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিথির স্পর্শ থাকিলেই, বিদ্ধা বলিয়া, তত্তৎ কর্ম্মের অযোগ্য বোধে, পরিত্যাগ করিবেক। একাদশী ভিন্ন সকল তিথিতে, অরুণোদয় কালে বেধ হইলে বিদ্ধা হয় না। ইহার প্রমাণস্বরূপে স্কান্দ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা

প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ হরিভক্তি। ১২ বিলাসে ১২০ শ্লোকে।

হরিবাসর ব্যতিরিক্ত প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথিই এক সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া, অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলেই, সম্পূর্ণা বলিয়া বিখ্যাত।

---

(১) মাড়নিবাসী ৺ রঘুনন্দন গোস্বামী। শান্তিপুরনিবাসী ৺ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী। সিমুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৺ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। বহরমপুরের শ্রীরামরত্ন ন্যায়রত্ন। সুড়ার শ্রীরামানন্দ চূড়ামণি। শ্রীনাথ বিদ্যালঙ্কার। পাতসায়রনিবাসী শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মা। ৺ বৈষ্ণবচরণ দাস। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ৺ হরিমোহন প্রামাণিক।

ভবিষ্যে চ। আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা। একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥ ১২২॥

একাদশী, সূর্য্যোদয় কালের পূর্ব্ব চারি দণ্ড কালব্যাপি হইলেই, সম্পূর্ণা, অন্যথা বিদ্ধা কহা যায়।

এ স্থলে "প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমে "অথ সম্পূর্ণালক্ষণেন বিদ্ধালক্ষণং" অনন্তর সম্পূর্ণালক্ষণ দ্বারা বিদ্ধা লক্ষণের নিরূপণ। গ্রন্থকারের এই প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিরও ঐরূপ বিদ্ধালক্ষণ বলিয়া মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মূলশ্লোকের অর্থ এবং টীকাকারের ব্যাখ্যা দেখিলেই উহা কোনরূপে ন্যায়ানুগত বলিয়া বোধ হইবেক না।

টীকা। এবং সর্ব্বথা বিদ্ধা ত্যাজ্যা ইতি নিশ্চিতং। তত্রাপেক্ষিতং বিদ্ধালক্ষণং সম্পূর্ণালক্ষণভিন্নত্বেন লিখতি। প্রতিপদিতি ত্রিভিঃ, রবেঃ উদয়াৎ একমুদয়মারভ্য আ উদয়াৎ অন্যোদয়াবধি যদি স্যুস্তদা সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ। হরিবাসরং একাদশী তদ্বর্জ্জিতাঃ। স চ নৈতাদৃশঃ কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং যস্যাসৌ ভবতি তদৈব সম্পূর্ণঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ১২০। অন্যা উক্তলক্ষণসম্পূর্ণেতরা বিদ্ধোক্তা॥ ১২২॥

এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে, দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবেক। ইহাই নিশ্চয় হইল। তাহাতে বিদ্ধার লক্ষণ জানা আবশ্যক হওয়াতে, সম্পূর্ণালক্ষণভিন্নাকে বিদ্ধা বলিয়া, প্রতিপৎ প্রভৃতি তিন শ্লোকের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন। প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথি, সূর্য্যের এক উদয় আরম্ভ করিয়া, অন্য উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে সম্পূর্ণা, এই অর্থ। কিন্তু উহাতে হরিবাসর অর্থাৎ একাদশী বর্জিত হইয়াছে॥ সেই হরিবাসর, এইরূপে সম্পূর্ণা নহে। উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত থাকিলেই, সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেক। ১২০। ঐরূপ সম্পূর্ণালক্ষণাক্রান্ত না হইলে, একাদশীকে বিদ্ধা কহা যাইবেক॥ ১২২॥

স্কন্দপুরাণীয় "প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ" এই শ্লোকে, হরিবাসর ভিন্ন প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি, রবির এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত থাকিলে, সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, অন্যথায় যে বিদ্ধা হইবেক এ কথার উল্লেখই নাই। কেবল ১২২ অঙ্কিত ভবিষ্যপুরাণীয় শ্লোকেই একাদশী, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ৪ দণ্ডকাল থাকিলে সম্পূর্ণা, অন্যথা হইলে বিদ্ধা। ইহা কেবল একাদশী বিষয়েই স্পষ্ট প্রতিপাদিত আছে। তন্নিমিত্তই মূলকার একাদশীর, সম্পূর্ণালক্ষণ দ্বারা বিদ্ধালক্ষণ বলিতেছেন বলিয়া আভাস দিয়াছেন। উহা সকল তিথিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা, কোনও মতে বিচারসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

কেহ কেহ (১) একাদশীতত্ত্বধৃত কালমাধবীয়ে নারদীয় পুরাণীয়

আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকাঃ।
তিথিস্তু সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সর্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ॥ ইতি

সূর্য্যোদয় বেলা আরম্ভ করিয়া ৬০ দণ্ড যে তিথি, উহাই শুদ্ধা বলিয়া গণ্য হইবেক। সকল তিথিরই এই বিধি॥

এই বচনকে বিদ্ধার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত বচনে বিদ্ধার কি বেধের কোন প্রসঙ্গই নাই। তথাপি উহার অর্থ এই রূপ কল্পনা করিয়াছেন যে "সূর্য্যের উদয়বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট দণ্ড অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থিতা তিথি শুদ্ধা অর্থাৎ সম্পূর্ণা,

---

(১) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও ৺ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ লিখিত জন্মাষ্টমী ভ্রমখণ্ডন ৫ পত্র।

তদ্ভিন্না বিদ্ধা"। এই অর্থে, তদ্ভিন্না হইলে যে বিদ্ধা, ইহা, লক্ষণা, কি ব্যঞ্জনা দ্বারা লভ্য, লক্ষ্য, কি ব্যঙ্গ অর্থ বলিতে হইবেক। উহা কোনও মতেই বাচ্যার্থ হইতে পারে না॥ তবে, দোষ রহিতকে শুদ্ধা বলা যায়, এবং বেধও, দোষের মধ্যে গণ্য, সুতরাং শুদ্ধার লক্ষণে, একপ্রকার, বেধের প্রসঙ্গ করা হইল। এইরূপ তাৎপর্য্য উদ্ভাবন করিয়া, ঐ অর্থকে তাৎপর্য্যার্থ, কি ভাবার্থ, বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া, ইহাকে, বিশেষ বচন বলিয়া প্রতিপন্ন করাও কোনও মতে বিচার-সঙ্গত হইতে পারে না। উক্ত নারদীয় বচনে, (১) হরিবাসর বর্জ্জন না থাকা প্রযুক্ত, সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত হরিবাসর, ষষ্টি দণ্ড কালস্থায়ি হইলে, বৈষ্ণবমতেও, উহা বেধ-রহিত শুদ্ধা বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া যায় হরিভক্তিবিলাসে, কেবল উন্মীলনী প্রভৃতি স্থলে, মহাদ্বাদশী অপেক্ষাতেই, শুদ্ধা বিশেষ ত্যাগের, বিধান আছে। কিন্তু মহাদ্বাদশী ব্যতিরিক্ত স্থলেও, অরুণোদয় কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী, শুদ্ধালক্ষণাক্রান্ত হওয়াতে, বৈষ্ণবমতেও, উহার গ্রাহ্যতা নিরাকৃত হইতেছে না। আর ইহাকে সামান্য বচন বলিয়া "প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ" শ্লোককে, সম্পূর্ণা, এবং বিদ্ধার বিশেষ বচন বলিয়া মীমাংসা করাও অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ

আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকাঃ। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥ হরিভক্তি বিঃ ১২ বিঃ ১২৫ শ্লোক, এবং একাদশীতত্ত্বধৃত কালমাধবীয় গারুড়ীয়।

সূর্য্যোদয় বেলা আরম্ভ করিয়া, ষষ্টি দণ্ড ব্যাপিনী, একাদশীকে সম্পূর্ণা কহা যায়। ধর্ম্মফলাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই উহা ত্যাগ করিবেক।

---

(১) ঐ বচনকে উঁহারা সৌরধর্ম্মীয় বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন।

এই বচনে অরুণোদয়ের কোনও প্রসঙ্গই নাই। সূর্য্যোদয় বেলা হইতে ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে, সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, হরিবাসর ভিন্ন প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিকে, সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে, সম্পূর্ণা বলা কিরূপে, সঙ্গত হইতে পারে। সুতরাং স্কান্দীয় বচনকে সকল তিথিরই সম্পূর্ণাত্বনির্ণায়ক সামান্যলক্ষণ এবং ভবিষ্যপুরাণীয় এবং গরুড়পুরাণীয় বচনকে কেবল একাদশীর, সম্পূর্ণাত্বের, ও অন্যথা হইলে বিদ্ধাত্বের নির্ণায়ক সামান্য লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কোনও অসঙ্গতির কারণ থাকে না।

এবং হরিভক্তিবিলাসে ঐ প্রকরণধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় সূতশৌনকসম্বাদের

অরুণোদয়বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথির্ভবেৎ।
পূর্ণৈবেত্যবগন্তব্যা প্রভুতা নোদয়ং বিনা॥ ১২৭॥

অরুণোদয় বেলায়, যে তিথি অল্পাও থাকে, উহাকে পূর্ণা কহা যায়। কিন্তু উদয়, অর্থাৎ অপর অরুণোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি না হইলে, সম্পূর্ণা বলা যায় না॥

এই বচনকে, এবং হরিভক্তিবিলাসের ১২ বিলাসীয়,

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ। ১৪৮। গারুড়ে। সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। বৈষ্ণবী চ ত্রয়োদশ্যাং ঘটিকৈকাপি দৃশ্যতে। গৃহস্থোঽপি পরাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাং নোপবসেত্তদা॥ ১৪৯॥

সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে প্রবৃত্তা একাদশী, বেধবিহীন হইলেও, অগ্রে বৃদ্ধিগামি হওয়াপ্রযুক্ত বৈষ্ণবেরা অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেক। ১৪৮। সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয় আরম্ভ করিয়া পর দিন অরুণোদয় কালপর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইয়া, একাদশী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্তি ক্রমে পর দিনের প্রভাতে স্থায়ি হয়, এবং অনন্তর কাল হইতে, প্রবৃত্তা হইয়া দ্বাদশী তিথি তৎপর দিন অর্থাৎ

ত্রয়োদশী দিনেও, যদি এক দণ্ড কালও দেখা যায়। তাহা হইলে গৃহস্থও, পূর্ব্বা একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া পর দিনে একাদশীতে উপবাস করিবেক ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যাদি বচনকে যদি একাদশীর সম্পূর্ণাত্বনির্ণায়ক বিশেষ বচন বলা হয়, তাহা হইলে সকল সঙ্গতির নিরাকরণ ও বিরোধের মীমাংসা হয়। এক্ষণে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য একাদশীতত্ত্বে যে সকল বচনে অরুণোদয় পদ আছে, তাহার সূর্য্যোদয় অর্থ করিয়া, সঙ্গতি করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইত্যাদি বচনেষু অরুণশব্দো আদিত্যবাচকো বোদ্ধব্যঃ। অরুণো-ভাস্করেঽপি স্যাদিত্যভিধানাদিতি।

পূর্ব্বোক্ত বচন সমুদয়ে, অরুণশব্দে সূর্য্যকে বুঝাইবেক। ইহাতে, "অরুণশব্দে ভাস্করকেও বুঝায়" এই অভিধান প্রমাণ আছে ॥

তাহাতে ভবিষ্যপুরাণীয় "আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা" এই বচনের সহিত উপস্থিত বিষম বিরোধের মীমাংসা কোনও রূপেই হইতে পারে না। সুতরাং সকল মতেই, উক্ত স্কান্দবচনকে একাদশী প্রভৃতি তিথির সম্পূর্ণাত্ব-নির্ণায়ক এবং ভবিষ্যপুরাণীয় বচনকে একাদশীর প্রকারান্তরে বিদ্ধাত্বনির্ণায়ক সামান্য বচনই বলিতে হইবেক। আর অরুণোদয় কালে, অর্থাৎ দিবসের আদিভাগে, যে তিথি অল্পও থাকে। উহা সম্পূর্ণা এবং ব্রতোপবাসাদিতে গ্রাহ্যা। যেহেতু প্রাতঃকালই সঙ্কল্পের কাল। এবং ঐ কালব্যাপিনী তিথিরই সম্পূর্ণাত্ব সম্ভাবনা হইতেছে। বৌধায়ন প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা উহার বিশেষ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

বৌধায়নঃ। যো যস্য বিহিতঃ কালঃ কর্ম্মণস্তদুপক্রমে।

তিথির্যাভিমতা সা তু কার্য্যা নোপক্রমোজ্ঝিতা ॥

যে কালে যে কর্ম্ম বিহিত আছে। সেই কর্ম্মের আরম্ভ কালে (অর্থাৎ প্রাতঃকালে) বর্ত্তমান সেই তিথিই শাস্ত্রে অভিমত। উপক্রমে পরিত্যক্তা তিথি কার্য্যা নহে।

প্রাতঃ কালই সঙ্কল্পের কাল ইহা বরাহপুরাণে উক্ত আছে। যথা

প্রাতঃ সংকল্পয়েদ্বিদ্বানিতি তিথিতত্ত্বধৃতবরাহপুরাণবচনং।

বিদ্বানেরা প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করিবেক।

সম্বৎসরপ্রদীপেও উহা উক্ত আছে। যথা,

প্রাতঃ সন্ধ্যাং ততঃ কৃত্বা সঙ্কল্পং বুধ আচরেৎ। ইতি তিথিতত্ত্ব-ধৃতসম্বৎসরপ্রদীপবচনং।

অনন্তর, বুধেরা প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া, সঙ্কল্প আচরণ করিবেক।

এবং উপবাস বিষয়ে উদয় কালীন যে তিথি, উহাই গ্রাহ্য, এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে কতিপয় মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

উদয়ে ত্বপবাসস্য নক্তস্যাস্তময়ে তিথিঃ। মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা একভক্তে সদা তিথিঃ। ইতি বৌধায়নবচনং ॥

উপবাস বিষয়ে উদয়কালব্যাপিনী তিথি, নক্তব্রতে অস্তময়-কালব্যাপিনী তিথি, এবং একভক্তে মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথিই গ্রাহ্য, এই নিয়ম সর্ব্বদাই জানিবেক।

উদয়কালীন অতি অল্পমাত্রা তিথিকেও সম্পূর্ণা বলিয়া পদ্মপুরাণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা

পূর্ব্ববিদ্ধাষ্টমী যা তু উদয়ে নবমীদিনে। মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ ॥ কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ। নবম্যাং সৈব গ্রাহ্যা স্যাৎ সপ্তমীসংযুতা ন হি ॥ ইতি তিথিতত্ত্বধৃত-পদ্মপুরাণবচনং।

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী, নবমীদিনে উদয় কালে একমুহূর্ত্তকাল থাকিলেও উহা সম্পূর্ণা হয়। নবমীদিনে, অষ্টমী যদি একমুহূর্ত্তকাল, কিম্বা এক-কলা-মাত্রকাল* কিম্বা অষ্টাদশনিমেষাত্মককালও থাকে। তাহা হইলেও ঐ অতি অল্পকালস্থায়িনী অষ্টমীকে সম্পূর্ণা বলিয়া, গ্রাহ্য করিবেক। সপ্তমী সংযুতা কোনও মতেই গ্রাহ্য নহে।

সুতরাং দিবসের প্রারম্ভ অরুণোদয় কালে, অতি অল্প পরিমাণ তিথিও সম্পূর্ণা বলিয়া, ব্রত উপবাসাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য করিতে হইবেক। ইহাতে কেহ উদয় শব্দে, সূর্য্যোদয় অর্থ মনে করেন। যদিও উহার প্রকৃত বিষয়ে বিশেষ হানি নাই, তথাপি উহার খণ্ডন করিয়া মীমাংসা করা হইলে কোন অংশে আর বৈষম্য থাকিবেক না। সেই কারণে ঐ বিষয়ের সবিশেষ নির্ণয় করা যাইতেছে।

অরুণোদয় কালের আরম্ভ হইতে দিবা প্রবৃত্তি এবং ঐ কালে যে সূর্য্যের কিরণের উদয় হয়, ইহা নিবন্ধকারেরা প্রমাণবচন দ্বারা সমর্থিত করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ স বৈ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। চতস্রো ঘটিকা প্রাতররুণোদয় উচ্যতে। যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ॥

হরি ভক্তি বিলাসে। ১২ বি। ১৩৫ অঙ্কিত। স্কান্দবচনং॥

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডকে অরুণোদয় বলে। ঐ সময়ে, স্নান করা প্রশস্ত, যেহেতু, উহাই পুণ্যতম কাল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঐ চারি দণ্ড কালকে প্রাতঃকাল এবং অরুণোদয় কাল বলা যায়। উহাই যতিদিগের স্নান কাল। ঐ কালকে গঙ্গাজল সদৃশ পরমপাবন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

* ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা। অষ্টাদশ নিমেষের পরিমিতকালকে কাষ্ঠা কহে।

সংস্কারতন্ত্রে, ঐ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও আবার ঐ অরুণোদয় কালকেই প্রাতঃকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং উহা দিনমানাদির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে মুহূর্ত্তদ্বয় পরিমিত নহে। ষষ্টিপলাত্মক দণ্ডের চতুষ্টয়াত্মক বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গোভিলঃ। যদহরুপৈষ্যন্ মাণবকো ভবতি প্রাগেবৈনং তদহর্ভো-জয়ন্তীত্যাদি। যদহর্যস্মিন্নহনি উপৈষ্যন্ উপনয়নং কারয়িষ্যন্ মাণবক উদ্যতো ভবতি। মাণবকোঽনধীতবেদঃ। অনূচো মাণবকো জ্ঞেয় এনঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ। রুরুর্গৌরমৃগঃ প্রোক্তঃ শৃমরঃ শল উচ্যতে। প্রাক্ প্রাতঃ। তচ্চ, চতস্রো ঘটিকা প্রাতররুণোদয় উচ্যতে। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্তং। অত্র ঘটিকা দণ্ডঃ। ইত্যাদি। সংস্কারতন্ত্রে,

যে দিনে মাণবককে উপনয়ন দেওয়ার উদ্যম। সেই দিনের প্রাতেই, উহাকে ভোজন করাইবেক ইত্যাদি মাণবকশব্দে অনধীতবেদকে বুঝায়। প্রাক্‌শব্দার্থ প্রাতঃকাল, উহা অরুণোদয় সম্পর্কীয় সমুদয় চারি ঘটিকা কাল। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে, উহাই বুঝাইবেক। এ স্থলে ঘটিকা পদে দণ্ড এই অর্থ বুঝাইবেক॥

এবং হরিভক্তিবিলাসের ১২ বিলাসে। ১৩৬ অঙ্কিত শ্লোকে যাহা নির্ণীত আছে,

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥

রাত্রির প্রথম ও শেষ চারি দণ্ড ত্যাগ করাতে (অর্থাৎ ৮ দণ্ডে ১ প্রহর দিবাকাল মধ্যে গণ্য হওয়াতে,) রাত্রিকে ত্রিযামা বলা যায়। এবং ঐ রূপে পরিত্যক্ত প্রথম চারি দণ্ডকে দিবসের অন্ত, (প্রদোষ); ও শেষ চারি দণ্ডকে, দিবসের আদি, (প্রত্যুষ) বলিয়া সংজ্ঞিত হয়।

তিথিতত্ত্বে জন্মাষ্টমীপ্রকরণে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও ঐরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যথা

এতদ্বচনবলাৎ মহানিশাপরকালস্য নাড়ীচতুষ্টয়স্য পরদিনাদিত্বেন তদানীং পূর্ব্বদিবসীয়ভোজনানুপপত্তেঃ তদ্দিনকৃত্যলোপাপত্তেশ্চ ॥

ঐ বচন বলে, মহানিশার পর চারি দণ্ডকাল, পর দিনের আদি। সুতরাং ঐ সময়ে ভোজন করিলে, উহা পূর্ব্ব দিনের পারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে দিনের আদিতে (অরুণোদয় কালে) ভোজন করা হইবেক সেই দিনের সমুদয় কার্য্যও লোপ হইবেক।

এবং হরিভক্তিবিলাসে ১২ বিলাসে ১২৪ অঙ্কের স্কান্দ বচনে, ও নির্ণয়সিন্ধুকারের নিম্নলিখিত নির্ণয়ে ইহা স্পষ্ট মীমাংসিত আছে যে,

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গতা। রবিচক্রার্দ্ধমাত্রাপি দ্বাদশীমুপবাসয়েৎ ॥

টীকা। রবিচক্রার্দ্ধমাত্রাপীতি সারথেররুণস্য চ উদয়াৎ প্রাগেব রথ-চক্রোদয়ঃ। তত্রার্দ্ধচক্রোদয়মাত্রপ্রাপ্তত্বেন অত্যল্পাপীত্যর্থঃ। যথোক্তং ভবিষ্যে। অরুণোদয়ে তু দশমী গন্ধমাত্রং ভবেদ্যদীতি ॥

অন্যত্র চ। অরুণোদয়ঃ সোঽপি সূর্য্যোদয় এব। যতঃ সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকক্রম ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণাৎ। প্রত্যূষোঽহর্মুখং কল্য ইতি কোষাৎ। অরুণোদয়মারভ্য সূর্য্যাংশুপ্রবৃত্তেরিত্যাদি ॥ নির্ণয়সিন্ধু ১ পরিচ্ছেদে ২১ পত্র।

অরুণের উদয়ের পূর্ব্বেই রথচক্রের উদয়। সেই সময়ে, অর্দ্ধচক্রমাত্র উদয় হইলেও যদি দশমীর সহিত যোগ হয় তবে দ্বাদশীতে উপ-বাস করিবেক ঐ কথা ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা, অরুণোদয়ে দশমীর গন্ধ থাকিলেও একাদশী ত্যাগ করিবেক। নির্ণয়সিন্ধুকারের নির্ণয় এই, যে অরুণোদয় আরম্ভ করিয়া সূর্য্য-কিরণ প্রবৃত্ত হয়। নতুবা ঐ সময়ে স্নানাদি কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে। যেহেতু, শাস্ত্রে, সূর্য্যোদয় না হইলে, স্নানদানাদি কর্ম্মের উপক্রম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অভিধানে অরুণোদয় কালের তিনটী সংজ্ঞা করা হইয়াছে, প্রত্যূষ, অহর্মুখ, ও কল্য। অতএব অরুণোদয়ই সূর্য্যোদয় ॥

এই সমস্ত শাস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অরুণোদয়কাল হইতেই দিবাপ্রবৃত্তি। ঐ সময়েই সূর্য্যের উদয় হয়। এবং অরুণোদয়কাল আরম্ভ করিয়া, সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রকাশকাল পর্য্যন্ত স্থায়ি তিথিই সম্পূর্ণা, ও তত্তৎকর্ম্মে গ্রাহ্যা, এই সকল বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

অরুণোদয়বেলায়াং যা স্তোকাঽপি তিথির্ভবেৎ।
পূর্ণৈবেত্যবগন্তব্যা প্রভুতা নোদয়ং বিনা॥
হরিভ। ১২ বিঃ। ১২৭। শ্লোক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনকসম্বাদে।

অরুণোদয়কালে, যে তিথি অল্পাও থাকে, উহাকে পূর্ণা বলিয়া জানিবেক। কিন্তু অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি না হইলে সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেক না।

এই বচন, একাদশীপ্রকরণে উদ্ধৃত বলিয়া, টীকাকার, তিথিশব্দে একাদশী অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু মূল বচনে সামান্যাকারে তিথিশব্দমাত্র আছে। আর, বেধ প্রভৃতির লক্ষণ, যাহা সংগ্রহকারেরা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও তিথিসামান্যবোধক। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সকল তিথিই, সূর্য্যের এক উদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, পর দিন, সূর্য্যের উদয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে, সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবেক। কেবল, যে তিথি সকল, হরিদিন বলিয়া পরিগণিত, উহা সূর্য্যের কিরণ অরুণের, উদয়কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, পরদিন অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলেই সম্পূর্ণা, নতুবা বিদ্ধা, অর্থাৎ উপরি নির্দ্দিষ্ট যথাযথ আরম্ভ কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, যদি যথাযথ নির্দ্দিষ্ট স্থিতিকাল পর্য্যন্ত না থাকে, তবে পরবিদ্ধা। এবং উক্ত আরম্ভ কালের ব্যতিক্রম হইয়া উক্ত স্থিতিকাল পর্য্যন্ত

থাকিলে পূর্ব্ববিদ্ধা। এবং উভয়ের অন্যথায়, অর্থাৎ ত্র্যহস্পর্শ হইলে, পূর্ব্ববিদ্ধা ও পরবিদ্ধা উভয়বিদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ইহাতে, সম্পূর্ণার বিশেষ লক্ষণ নির্ণয় হইল। কিন্তু, উহার অন্যথা হইলে বিদ্ধা হইবেক বলায়, বেধের সামান্য লক্ষণই নিরূপিত হইল। এক্ষণে বেধের বিশেষ লক্ষণ, যাহা, শাস্ত্রকারেরা নির্ণয় করিয়াছেন, উহার উল্লেখ করিবার অগ্রে, বেধের সামান্য লক্ষণ, শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, উহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

যথা কালমাধবীয়ে পৈঠীনসীবচনং। পক্ষদ্বয়েঽপি তিথয়স্তিথিং পূর্ব্বাং তথোত্তরাং। ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্বিধ্যন্তি সামান্যোঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥
নির্ণয়সিন্ধু ১ম পরিচ্ছেদে।

কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষের, সকল তিথিই, পূর্ব্বাপর তিথিকে, তিন তিন মুহূর্ত্তে বিদ্ধ করে। এই বিধি, সামান্য জানিবেক।

ইহা বেধের সামান্য লক্ষণ॥ বেধের বিশেষ লক্ষণ, যথা

কালমাধবীয়ে। মাধবাচার্য্যোঽপি পঠতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। কীদৃশস্তু ভবেদ্বেধো যোগো বিপ্রেন্দ্র কীদৃশঃ। যোগবেধৌ সমাচক্ষ্ব যাভ্যাং দুষ্টমুপোষণং॥ চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয়নিশ্চয়ঃ। চতুষ্টয়বিভাগোঽত্র বেধাদীনাং কিলোদিতঃ॥ অরুণোদয়বেধঃ স্যাৎ সার্দ্ধন্তু ঘটিকাত্রয়ং। অতিবেধো দ্বিঘটিকঃ প্রভাসন্দর্শনাদ্রবেঃ॥ মহাবেধোঽপি তত্রৈব দৃশ্যতেঽর্কো ন দৃশ্যতে। তুরীয়স্তত্র বিহিতো যোগঃ সূর্য্যোদয়ে বুধৈঃ॥ যাতুধানব্রতং যোগে মহাবেধে তু রাক্ষসং। জম্ভাসুরস্যাতিবেধে মোহিতস্য প্রবেশিনী॥ ইতি।

হে বিপ্রেন্দ্র, বেধ কিরূপ, ও যোগই বা কিরূপ। তাহার বিশেষ লক্ষণ আমাকে বলুন। যে দুয়েতে উপবাস দূষিত করে। প্রশ্ন॥ উত্তর। প্রাতঃকালের, চারি দণ্ড অরুণোদয় কাল। ইহা নিশ্চিত আছে। ঐ কালের চারি ভাগে, বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও

যোগের, পৃথক্ পৃথক্ কাল নিরূপণ করা হইয়াছে॥ যথা, ঐ অরুণোদয় সময়ে, সাড়ে তিন দণ্ড কাল ব্যাপি হইলে বেধ, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারি দণ্ডের মধ্যে, অর্দ্ধদণ্ড কালে যদি পূর্ব্বতিথির সঞ্চার থাকে, তাহা হইলে, ঐ স্পর্শকে, ১ম, বেধ বলা যায়। আর ঐ অরুণোদয়ের মধ্যে দুই দণ্ড কালে পূর্ব্ব তিথির যে স্পর্শ, তাহাকে ২য়, অতিবেধ। এবং ঐ অরুণোদয় সময়ের মধ্যে, যে ক্ষণে সূর্য্যদর্শন হইবার সংশয় বোধ হয়, ঐ ক্ষণে যে পূর্ব্বতিথির স্পর্শ, তাহাকে ৩য়, মহাবেধ। এবং সূর্য্যোদয় হইবার সময়, যে, পূর্ব্বতিথির স্পর্শ, তাহাকে পণ্ডিতেরা চতুর্থ, যোগ বলিয়া থাকেন। উক্ত যোগে উপবাসের ফল, যাতুধানে পায়। উক্ত মহাবেধে উপবাসের ফল, রাক্ষসেরা পায়। উক্ত অতিবেধে উপবাসের ফল, জম্ভাসুরে পায়। উক্ত বেধে উপবাসের ফল, মোহিতে অর্থাৎ অসুরে পায়॥

কীদৃশস্তু ভবেদ্বেধো যোগো বিপ্রেন্দ্র কীদৃশঃ। যোগবেধৌ সমাচক্ষ্ব যাভ্যাং দুষ্টমুপোষণং॥ ব্যাস উবাচ। যা তিথিঃ স্পৃশতে রাজন্ প্রাতর্বক্ত্রাবলোকনী। স বেধ ইতি বিজ্ঞেয়ো যোগঃ সূর্য্যোদয়ী মতঃ। ইতি তিথিতত্ত্বে সৌরধর্ম্মোত্তরীয়বচনং॥

সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অন্যোন্যমুখাবলোকনযোগ্যং প্রাতঃকালং। ইতি একাদশীতত্ত্বে॥

সূত, ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই বেধ কিরূপ, ও যোগই বা কিরূপ। যে যোগ ও বেধে উপবাস দূষিত করে। ব্যাস কহিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব, যে সময়ে, লোকে পরস্পর মুখ অবলোকন করিতে পারে, এমন প্রাতে, তিথির তিথ্যন্তরের সহিত যে স্পর্শ তাহাকে বেধ বলে। এবং ঐরূপ স্পর্শ, সূর্য্যোদয় কালীন হইলে, যোগ বলা যায়॥

কোনও বচনেই একাদশীর নাম ও গন্ধ নাই। তথাপি অনেকে এই সমস্ত বচন একাদশীপ্রকরণীয় বলিয়া, কেবল একাদশীবিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু

উহা কোনও রূপেই ন্যায়ানুগত ও শাস্ত্রবিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য

প্রথম ইত্যাদি বচনজাতাৎ সূর্য্যোদয়ানন্তরবিদ্ধা সর্ব্বৈরেব নোপোষ্যা। অরুণোদয়বিদ্ধা তু বৈষ্ণবৈর্নোপোষ্যা ইত্যাহ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচন দ্বারা, ইহাই বলা হইল যে, সূর্য্যোদয়ানন্তর বিদ্ধাতে সকলেই উপবাস করিবেক না। অরুণোদয়বিদ্ধাতে কেবল বৈষ্ণবেরা উপবাস করিবেক না।

ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিবার কারণ, সকল তিথিতেই বেধ, অতিবেধ ও মহাবেধ প্রভৃতি যে সকল দোষ, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার খণ্ডনবিষয়ে কালনির্ণয়ামৃতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা

একাদশীতত্ত্বে। কালনির্ণয়ামৃতে স্মরতি।

অতিবেধমহাবেধা বেধা যে তিথিষু স্মৃতাঃ।
সর্ব্বেঽপ্যবেধা বিজ্ঞেয়া বেধঃ সূর্য্যোদয়ে সতি॥

তিথি সকলে, অতিবেধ মহাবেধ বেধ প্রভৃতি অরুণোদয়-বেধ, যাহা, শাস্ত্রে বিহিত আছে, সে সমুদয়ই অবেধ করিয়া জানিবেক। সূর্য্যোদয় হইলে যে বেধ, তাহাই বেধ।

এই বচনে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে, অরুণোদয়বেধ-বিষয়ক উক্ত বচন, প্রতিপদাদি সকল তিথিপর, কেবল একাদশী বিষয়ক নহে। হরিভক্তিবিলাসকার, শিবরাত্রিস্থলে নিজে তাহার স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রয়োদশী-যুক্ত চতুর্দ্দশীতে বৈষ্ণবদিগের শিবরাত্রিব্রত করা অবিহিত, ইহা স্কান্দ ও পরাশরবচনে নির্দ্ধারিত করিয়া, ঐ বচনে যোগ শব্দ থাকাতে, পূর্ব্বলিখিত বচন অনুসারে সর্ব্বত্র প্রতীয়-মান, যে সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্বতিথির স্পর্শ. সেই অর্থ খণ্ডন করিয়া অরুণোদয়বেধরূপ অর্থের প্রতীতি করার প্রয়োজন

হওয়ায়, লৌগাক্ষিবচন উদ্ধৃত করিয়া, পূর্ব্বনির্দ্ধারিত অর্থ খণ্ডন পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

যোগশ্চোক্তো লৌগাক্ষিণা। দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্যোগো বেধো মৌহুর্ত্তিকঃ স্মৃত ইতি। হরিভ ১৪ বিলাস। ৭০ শ্লোক্‌।

যোগের বিশেষ লক্ষণ লৌগাক্ষি মহাশয়, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চারি দণ্ডকালে যোগ ও দুই দণ্ডে বেধ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে ॥৭০॥

পূর্ব্বোক্ত বেধ অতিবেধ মহাবেধ ও যোগের লক্ষণ, যে, সকলতিথিপর, উহা গ্রন্থকারের অভিমত না হইলে, এ স্থলে, যোগের, অন্যবিধ লক্ষণ দ্বারা অন্যবিধ অর্থের নির্দ্দেশ করিবার, অন্য কোনও কারণ নাই এবং উহার অন্যবিধ প্রয়োজন ও অর্থও কোনও মতেই সম্ভব বোধ হয় না। অতএব হরিভক্তিবিলাসের মতেও বেধ অতিবেধ ও মহাবেধ যে সকলতিথিপর তাহাতেও আর কোনও সন্দেহ রহিল না। হরিভক্তিবিলাসকার ইহার স্পষ্টরূপ নির্দ্দেশ করিবার কারণ, হরিভক্তিবিলাসে, অরুণোদয়কালের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া; অনন্তর, অরুণোদয়বিদ্ধা তিথিতে উপবাসের দোষ লেখা যাইতেছে, এই আভাস দিয়া, কৌৎসবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিভক্তি। ১২ বিলাসে। অরুণোদয়লক্ষণানন্তরং। অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষাঃ। তত্র কৌৎসঃ। অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ টীকা। কাচিৎ একা। যয়া উপোষিতা তস্যাঃ ॥ ১৩৭ ॥

অরুণোদয়সময়ে বিদ্ধা কোন একটাতে, উপবাস করাতে, তাহার শত পুত্র নষ্ট হইয়াছে। অতএব, ঐরূপ বিদ্ধা তিথি পরিত্যাগ করা বিধেয় ॥

তত্রৈব ॥ পাদ্মে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসম্বাদে। অরুণোদয়কালে তু বেধং

দৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধং। মদ্দিনং যে প্রকুর্ব্বন্তি যাবদাহূত নারকাঃ ॥ ১৩৮ ॥ কৃতে তু মদ্দিনে তত্র সন্তানস্যাপি সংক্ষয়ঃ। সপ্তজন্মনি নশ্যন্তি ধর্ম্মাণি চ ধনানি চ ॥ ১৩৯ ॥

টীকা। দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বাপি চাতুর্ব্বিধ্যঞ্চ বেধাতিবেধাদিবেধেন প্রাক্ লিখিতমেব ॥ ১৩৮ ॥ ১৩৯ ॥

ব্রহ্মাকে ভগবান্ কহিতেছেন। পূর্ব্বলিখিতপ্রকার অরুণোদয়-কালে বেধ অতিবেধ মহাবেধ প্রভৃতি চারিপ্রকার বেধ, দেখিয়া, কি, জানিয়া শুনিয়া, যাহারা, আমার দিনের প্রক্রিয়া করে। তাহাদিগের যাবৎকাল নরকে বাস হয়॥ অরুণোদয়বেধে আমার দিবস আরাধনা মান্য করিলে, সন্তানের ক্ষয় হয়, এবং সাত জন্ম পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম ও ধন নষ্ট হয়।

যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে, ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কোনও দিন, অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে, উপবাসাদি বিষয়ে গ্রাহ্য নহে। অরুণোয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধ ভগবদ্দিন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তৎপরদিনে ভগবৎ-সম্পর্কীয় সেই সেই ব্রত [illegible]বাস করা কর্ত্তব্য। ইহা সকল স্মৃতিসংগ্রহকারদিগেরই মীমাংসা। অতএব এক্ষণে ভগবদ্দিন, কিম্বা হরিবাসরশব্দে ভগবানের দিন, ও তিথির বোধ হয়, কি, কেবল একাদশীরই বোধ হয়, এ বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। তাহার সমালোচন করা যাইতেছে।

হরির সম্পর্কে, ব্রত উপবাস ও উৎসব উপলক্ষীয় যে তিথি, ও বাসর তাহাই হরিবাসর। কেবল একাদশী নহে।

কোনও শাস্ত্রে, একাদশী তিথির, হরিবাসর পরিভাষা নাই। বরঞ্চ হরিভক্তিবিলাসের মূলকার ও টীকাকার প্রভৃতির লেখায়, হরিবাসরশব্দে আতিদেশিক প্রণালীতে, যে একা- দশী অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

স্কন্দপুরাণে। ঊর্দ্ধং হরিদিনং ন স্যাৎ দ্বাদশীং গ্রাহয়েত্ততঃ। দ্বাদশ্যামুপবাসো হি ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং॥ একাদশী ঋষীণান্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ॥ ১৪॥ অতঃ মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে। একাদশী ঋষী- ণান্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ॥ তৎ কথং দ্বাদশী ভূপ নোপোষ্যা ক্রিয়তে জনৈঃ॥ ১১৫॥ হরিভক্তি ১২ বিলাসে, একাদশীপ্রকরণে।

দ্বাদশীর পর হরিদিন হয় না। অতএব দ্বাদশীই গ্রাহ্য। সুতরাং দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতেই পারণ করা কর্ত্তব্য॥ একাদশী ঋষিদিগেরই আর দ্বাদশী চক্র[illegible]র॥ ১১৪॥ অতএব মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্বাদে উক্ত হইয়াছে, যে একাদশী, ঋষিদিগেরই, ও দ্বাদশী চক্রপাণির। হে রাজন্, তবে লোকে কেন না দ্বাদশীতে উপবাস করিবেক॥ ১৫॥

অত্র টীকা যথা। যদ্যপ্যেকাদশী ভগবত এব তিথিঃ। তথাপি ঋষীণাং সম্বন্ধেনৈব। দ্বাদশী চ সাক্ষাচ্চক্রপাণেরেবেতি দ্বাদশ্যা মহাত্ম্যবিশেষার্থমুক্তং॥ ১১৪॥ ১১৫॥

যদিও একাদশী ভগবানেরই তিথি বটে, কিন্তু উহা, ঋষিদিগের সহিত সম্বন্ধপরম্পরায় ঘটিতেছে। আর দ্বাদশী, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানেরই তিথি॥ ইহাতে দ্বাদশীর মাহাত্ম্যবিশেষ প্রকাশ হইল॥ ১১৫॥

এবং একাদশীতত্ত্বধৃত পদ্মপুরাণীয় বচনেও ঐ রূপ বৃত্তি ও রীতি দ্বারা, হরিবাসরশব্দে, একাদশী অর্থের, উপস্থিতির বিষয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

প্রতিপদ্ধনদস্যোক্তা পবিত্রারোহণে তিথিঃ। শ্রিয়া দেব্যা দ্বিতীয়া তু তিথীনামুত্তমা স্মৃতা॥ তৃতীয়া তু ভবান্যাশ্চ চতুর্থী তৎসুতস্য চ। পঞ্চমী সোমরাজস্য ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য চ। সপ্তমী ভাস্করস্যোক্তা দুর্গায়াশ্চাষ্টমী স্মৃতা॥ মাতৃণাং নবমী প্রোক্তা দশমী বাসুকেস্তথা। একাদশী ঋষীণাস্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ॥ ত্রয়োদশী ত্বনঙ্গস্য শিবস্যোক্তা চতুর্দ্দশী। মম চৈব মুনিশ্রেষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিঃ স্মৃতা॥ একাদশীতত্ত্ব॥

কুবেরের তিথি, প্রতিপদ। উহা, পবিত্রারোহণবিষয়ে উক্ত। শ্রী-দেবীর দ্বিতীয়া, ভবানীর তৃতীয়া, গণেশের চতুর্থী, সোমরাজের পঞ্চমী, কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী, সূর্য্যের সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃ-গণের নবমী, বাসুকির দশমী, ঋষিদিগের একাদশী, চক্রপাণির দ্বাদশী, কামদেবের ত্রয়োদশী, শিবের চতুর্দ্দশী, হে মুনিশ্রেষ্ঠ এবং আমার পূর্ণিমা, তিথির বিবরণ এই উক্ত হইল॥

এই সমস্ত শাস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে একাদশী, হরিবাসরশব্দের লাক্ষণিক, গৌণ, কিম্বা, ঔপ-চারিক অর্থে, উপস্থাপিত। হরিবাসরশব্দে, লক্ষণা কি গৌণী বৃত্তি দ্বারা ঐরূপে একাদশী অর্থের প্রতীতি, হরিভক্তি-বিলাস ও টীকাকারের অভিপ্রেত না হইলে, উল্লিখিত স্থলে, নিম্নলিখিত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া একপ্রকার মীমাংসা করিতেন। উহা বিতণ্ডা-বাদ হইবেক বলিয়া, গ্রন্থকর্ত্তারা যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, হরিবাসরশব্দের, আতিদেশিক অর্থ একাদশী, ইহাই সিদ্ধান্তনির্ণয় করিয়াছেন। অন্যবিধ উপায় অবলম্বনেও, অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং হরিবাসরশব্দের

অভিধাশক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতীতি হইতেছে। ঐ অভিহিত অর্থ এই, যাহা হরির দিন, উহাই হরিবাসর। ইহাতে আর অন্যবিধ কোনও সংশয়ের কারণ রহিল না। এক্ষণে শাস্ত্রে হরিবাসরশব্দের যে যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহাও প্রদর্শিত হইতেছে। যথা

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ। তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ক্বচিচ্চ। দ্বাদশ্যেকাদশীযোগে বিখ্যাতো হরিবাসরঃ। একাদশ্যন্ত্যপাদশ্চ দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্বএব হি। হরিবাসর ইত্যাহুর্ভোজনং ন সমাচরেৎ॥ ইতি। হরিভক্তিবিলাসে ১৩ বিলাসে। তিথিতত্ত্বে চ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়বচনং॥

দ্বাদশীর প্রথমভাগের নাম হরিবাসর, অতএব ঐ সময় অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবের পারণ করা কর্ত্তব্য॥ এবং দ্বাদশীর সহিত একাদশীর যোগ হইলে হরিবাসর বলিয়া বিখ্যাত॥ একাদশীর শেষভাগ ও দ্বাদশীর পূর্ব্বভাগ, হরিবাসর বলিয়া উক্ত আছে, উহাতে ভোজন করিবেক না।

ইহাতে, হরিবাসর শব্দের, কেবল একাদশী অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে না। কিন্তু ভবিষ্যোত্তর বচনে, হরি, যে তিথির দেবতা, উহাই হরিবাসর। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, একাদশী ও দ্বাদশী উভয়কে, হরিবাসর কি হরিতিথি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা

ভবিষ্যোত্তরবচনং। হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বিলাসে। তিথিতত্ত্বে চ। একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দ্দেবতা হরিঃ॥ ইতি।

একাদশীর উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিবেক। ইহাতে বিধিলোপের সম্ভাবনা নাই যেহেতু হরি উভয়েরই দেবতা।

ইহাতে ভগবৎসম্পর্কীয় উৎসব, দিন, অথবা তিথি উপলক্ষে যাহাকে ভগবদ্দিন ও ভগবত্তিথি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। উহাই হরিবাসর, কেবল একাদশী নহে॥ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইল॥

এক্ষণে শাস্ত্রে, জন্মাষ্টমীকেও, বিষ্ণুতিথি, কৃষ্ণদিন, ভগবদ্দিন ও হরিবাসর প্রভৃতি বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। যথা

হরিভক্তি, ১৫ বিলাসে ব্রহ্মপুরাণীয় পূর্ব্বখণ্ডে, জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যে।

যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥ শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসংযুতাষ্টমী। জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥ তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ। যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ॥ ইতি।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, বৈষ্ণবীতিথি বলিয়া শাস্ত্রে যাহা বিশ্রুতা আছে। তাহার প্রভাবে, কলিতে সকল লোকই পবিত্র হইবেক। শ্রাবণমাসে রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী জয়ন্তী বলিয়া খ্যাতা। উহা, সমুদায় পাপসমূহের নাশ করে। ঐ বিষ্ণুতিথিতে, উপবাস ও জাগরণ করিয়া, যাহারা, দেবদেব ভগবানের অর্চ্চনা করে, তাহারাই কলিযুগে ধন্য॥

হরিভক্তিবিলাস। ১৫ বিলাসে, জন্মাষ্টমীপ্রকরণে, বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসম্বাদে। অতীতানাগতং তেন কুলমেকোত্তরং শতং। পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা কৃষ্ণবাসরে॥ ১৪৬। টীকা কৃষ্ণবাসরে শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনে॥ ১৪১॥

কৃষ্ণবাসর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনে, যে ব্যক্তি, ভোজন করে। তাহার অতীত একশত এক কুল, এবং অনাগত একশত এক কুল, নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়॥ ১৪৬॥

হরিভক্তি। ১৫। বিলাসে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীসূতোক্তৌ চ। জন্মাষ্টমীব্রতমহিমানুবর্ণনান্তে। ইত্যেতৎ কথিতমশেষশাস্ত্রগুহ্যং শ্রীকৃষ্ণব্রতমহিমানুবর্ণনং যৎ। শ্রুত্বৈতৎ সকৃদপি পাতকৈর্বিমুক্তো দেহান্তে ব্রজতি নরো মুরারিলোকং॥

অশেষ শাস্ত্রের গুহ্য, এই শ্রীকৃষ্ণব্রত। ইহার মহিমা, যাহা বর্ণন করিলাম; উহা, একবার শুনিলেই, লোকে, পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, দেহান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়॥

ভবিষ্যপুরাণে বিশিষ্ঠদিলীপসম্বাদে জন্মাষ্টমীব্রতকথাপ্রসঙ্গে।

এতত্তে কথিতং রাজন্ কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।

য ইদং কুরুতে রাজন্ যা চ নারী হরের্ব্রতং॥ ইত্যাদি

হে রাজন্, এই কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত তোমাকে কহিলাম। যে পুরুষ, কি নারী, এই হরিব্রত করে॥

বিষ্ণুরহস্যে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চ। জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যে।

মাসি ভাদ্রপদে কৃষ্ণা রোহিণীসংযুতাষ্টমী। জাতো হরির্জগন্নাথঃ পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥ তস্মিন্নেবোপবাসেন কৃতেন হরিবাসরে। সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি॥

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতিথিতে, জগন্নাথ হরি জন্মিয়াছেন। ঐ দিবসে, তাঁহার পূজা করিবেক। এবং ঐ হরিবাসরে উপবাস করিলে, সপ্ত জন্মের কৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ইহাতে আর, কোনও সন্দেহ নাই।

স্কান্দে। প্রহ্লাদাদ্যৈশ্চ ভূপালৈঃ কৃতা জন্মাষ্টমী শুভা। শ্রদ্ধয়া পরয়া বিষ্ণোঃ প্রীতয়ে কৃষ্ণবল্লভা॥ ১৪১॥

প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভূপালগণ, পরম শ্রদ্ধা সহকারে, বিষ্ণুপ্রীতি-কামনায়, কৃষ্ণবল্লভা নামক এই, শুভজনক কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। একাদশীশতাদ্রাজন্নধিকং রোহিণীব্রতং। ততো হি দুর্ল্লভং মত্বা তস্যাং যত্নং সমাচরেৎ॥ তিথিতত্ত্ব।

এই রোহিণীব্রত (অর্থাৎ জয়ন্তী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী) এক শত একাদশী-

ব্রত হইতেও অধিক। অতএব একশত একাদশী হইতেও, দুর্লভ বোধে, জন্মাষ্টমীব্রতে যত্ন করিবেক॥

হরিভক্তিবিলাসে। বিষ্ণুরহস্যে। যো ভুঙ্ক্তে চ বিমূঢ়াত্মা জয়ন্তীবাসরে নৃপ। ন তস্য নরকোত্তারো দ্বাদশীঞ্চ প্রকুর্ব্বতঃ॥ ১৪৫॥

টীকা। অপ্যর্থে চকারঃ। দ্বাদশীমপি কুর্ব্বতঃ দ্বাদশীব্রতেনাপি জন্মাষ্টমীব্রতোল্লঙ্ঘনে মহাপরাধানপগমাৎ॥ ১৪৫॥

হে রাজন্, অতিমূঢ় যে ব্যক্তি, মহাদ্বাদশীব্রতকারী হইয়াও, জয়ন্তী দিনে (জন্মাষ্টমী দিনে) ভোজন করে, সে আর নরক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ মহাদ্বাদশীব্রত দ্বারাও, উহার জন্মাষ্টমীব্রত লঙ্ঘন জন্য অপরাধ দূর হয় না॥

এই সকল প্রমাণবচনে জন্মাষ্টমীর, বৈষ্ণবীতিথি, বিষ্ণুতিথি, কৃষ্ণবাসর, শ্রীকৃষ্ণব্রত, হরিব্রত, হরিবাসর, কৃষ্ণবল্লভা, এই সকল সংজ্ঞায় (নামে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং মহাদ্বাদশী, ও শত একাদশী হইতেও, আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতিও, হরিদিন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা

হরিভক্তি ১৪ বিলাসে। বৃহন্নারসিংহপুরাণে, শ্রীভগবন্নৃসিংহপ্রহ্লাদসম্বাদে, ব্রতবিধিকথনে চ। বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী। জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতং॥ ১৩৬। বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টিকারণং। মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ॥ ১৩৭॥ বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ স তু পাপভাক্। এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনে ব্রতমুত্তমং॥ অন্যথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৩৮॥

বৈশাখমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে, নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব ঐ তিথিতে ব্রত করিয়া, পূজা উৎসব করিবেক। ইহা, অতিশ্রেষ্ঠ ও মহাগুহ্য ব্রত। সংসারভীক মনুষ্যমাত্রেরই, আমার

সন্তোষকামনায়; প্রতিবর্ষে উহা কর্ত্তব্য। এই আমার দিন যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও উল্লঙ্ঘন করে, সে পাপভাগী হয়। ইহা জানিয়া, ঐ আমার দিনে, ঐ উত্তম ব্রত করা কর্ত্তব্য। অন্যথাচরণ করিলে যাবচ্চন্দ্রসূর্য্য নরকে যাইতে হয়।

প্রদর্শিত এই সমস্ত শাস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হই-তেছে, জন্মাষ্টমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, দ্বাদশী, একাদশী প্রভৃতি যে সকল তিথিতে, কি দিবসে, ভগবৎসম্পর্কীয় ব্রত উপবাস উৎসব করিতে হয়, সেই সকল, তিথি ও দিবসকে হরিবাসর কহা যায়। কেবল একাদশীকেই হরিবাসর বলা কোনও মতেই ন্যায়ানুগত ও শাস্ত্রানুমত হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল ভগবদ্দিনের আদ্যভাগে (অরুণোদয়কালে) চারি প্রকার বেধ, জানিয়া শুনিয়া, ব্রত উপবাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে, নরকগামী হইতে হয় ও তাহার সন্তানক্ষয় হয়। এবং সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত, তাহার ধন ও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। ইহা, পদ্মপুরাণীয় শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদের উক্ত দুই বচনে, মীমাংসা পূর্ব্বক উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। (১)

---

(১) এই পুস্তকের ৬০ পৃষ্ঠার শেষভাগে দৃষ্টিনিবেশ করিবেন।

শ্রীহরিঃ।

জন্মাষ্টমীবিষয়ক ব্রতদিনের নির্ণয়।

অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধ অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রত উপবাস কোনপ্রকারেই, বৈষ্ণবদিগের করা বিহিত নহে॥

শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিকৃত হরিভক্তিবিলাসে, এবং উহার টীকাতেও এই সিদ্ধান্ত, মীমাংসা করিয়া স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রয়োগও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। যথা

হরিভ ১৫ বি। অথ সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমীব্রতনিষেধঃ। পাদ্মে। পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতং। রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি॥ ১৭৩॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৭৪॥ বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী। বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী॥ অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকীনন্দনঃ। বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী॥ পূর্ব্বমিশ্রা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা॥১৭৫॥ জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥ সকলাপি সঋক্ষাপি নবমীসংযুতাপি চ। জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন। পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ। সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা॥ বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী॥ ১৭৬॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যমেবাশুভং বুধৈঃ। বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ১৭৭॥

হরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসে। অনন্তর সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমীতে ব্রত নিষেধ। যথা পদ্মপুরাণে। শুদ্ধ পঞ্চগব্য যেইরূপ মদ্যসংযোগে অগ্রাহ্য হয়। সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী রোহিণী-

যুক্ত হইলেও ত্যাজ্যা হয় ॥ ১৭৩ শ্রবণানক্ষত্রযুক্তাও একাদশী যেইরূপ দশমীবেধে বর্জ্জিত হইয়াছে, সেইরূপ সপ্তমীবেধে রোহিণীযুক্তও জন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিবেক ॥ ১৭৪ ॥ সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীকে অতিশয় যত্ন সহকারে বর্জ্জন করা বিধেয়, এবং নক্ষত্রযোগ ব্যতিরেকেও নবমীযুক্তা অষ্টমীতেই ব্রত করা কর্ত্তব্য ॥ যেহেতু, অবিদ্ধা রোহিণীযুক্তা তিথিতেই দেবকীনন্দনের জন্ম হইয়াছে। সপ্তমীতে দিবসভাগে কিম্বা অর্দ্ধরাত্রে যখন অষ্টমী হয়। তখন উহাকে রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা হইলেও পূর্ব্বমিশ্রা বলিয়া পরিত্যাগ করা বিধেয় ॥১৭৫॥ জন্মাষ্টমী নক্ষত্রযুক্তা এবং সম্পূর্ণা (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি) হইলেও পূর্ব্ববিদ্ধা হয়। অতএব উহাকে পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্রযোগাদিবিহীন কেবল নবমীতে উপবাস পূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিবেক ॥ পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমী সম্পূর্ণা হইলেও, নক্ষত্র যুক্তা হইলেও, নবমীসংযুক্তা হইলেও কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ হে বিপ্রেন্দ্র ! যেইরূপ বিন্দুমাত্র মদ্যস্পর্শে গঙ্গাজলকলস পরিত্যাগ করিতে হয়। সেইরূপ, সপ্তমীর সহিত পলমাত্রে বেধ হইলেই অষ্টমীকে ত্যাগ করিবেক। নক্ষত্র ব্যতিরেকেও নবমীযুক্তা অষ্টমীতে ব্রতানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নক্ষত্রযুক্তা হইলেও সপ্তমীসংযুক্ত অষ্টমীতে উহা কর্ত্তব্য নহে ॥১৭৬॥ অতএব, পণ্ডিতদিগের এই অশুভ পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকারের নাশ হয় বেধে ব্রত করিলে, সেইরূপ, পুণ্যের ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ১৭৭ ॥

ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করেন যে, সম্পূর্ণা হইয়া পূর্ব্ববিদ্ধা কিরূপে হইতে পারে। সুতরাং সকলাপদে তৎকালব্যাপিনী অর্থ করিলে সকল মীমাংসা হয়। (১)

---

(১) এতদ্বিষয়ক সবিশেষ মীমাংসা পূর্ব্বেই ৩৯ পত্রের টীকা সমুদয় অংশ নির্ণয় করা হইয়াছে।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডকাল ব্যাপি হইলে সম্পূর্ণা নতুবা বিদ্ধা ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়া পুনর্ব্বার তদ্বিপরীতে গরুড়পুরাণীয় বচনে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ৬০ দণ্ডকাল ব্যাপিনী একাদশীকে সম্পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। সম্পূর্ণাশব্দের অর্থ উভয় স্থলেই পরিভাষিত হইয়াছে, এবং ঐ সম্পূর্ণাশব্দের অন্যার্থও কল্পনা হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে এইরূপ মীমাংসায় বোধ হয় আর কোন রূপে অসঙ্গতি ও আপত্তি থাকিতেছে না। সে মীমাংসা এই যে প্রতিপৎ প্রভৃতি উভয় পক্ষীয় পঞ্চদশ তিথি সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে সম্পূর্ণা কহা যাইবেক। কিন্তু ঐ সকল তিথির মধ্যে যে তিথি হরিদিন কিম্বা হরিতিথি বলিয়া গণ্য উহা ঐ নিয়মের অন্তর্গত হইবেক না, অর্থাৎ উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড কাল ব্যাপি হইয়া অপর অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে সম্পূর্ণা বলা যাইবেক। অন্যথা বিদ্ধা বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই রূপে বিদ্ধা হইলেও পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণার সামান্য লক্ষণীয় সম্পূর্ণা সংজ্ঞার কোন বাধ হইতেছে না। সুতরাং একাদশী সম্পূর্ণা হইলেও বিদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কোন বিরোধও ঘটিতেছে না। জন্মাষ্টমীও সেই রূপ সম্পূর্ণা হইলেও পূর্ব্ববিদ্ধা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার পক্ষে কোনও অসঙ্গতি হয় না।

এ স্থলে কেহ স্কান্দবচনে উদয় শব্দে সূর্য্যোদয় অর্থ কল্পনা করিয়া নবমী সকলা যদি এই সকলা পদের সম্পূর্ণা অর্থে মহাবিরোধ আশঙ্কায় নানাবিধ অর্থ কল্পনা করিতে

প্রয়াস পান। সকলাপদে সম্পূর্ণা ভিন্ন অন্য অর্থ কোনও রূপেই সঙ্গত হয় না। সুতরাং উদয় পদে অরুণোদয় ব্যতিরেকে কোনও অর্থও সঙ্গত হয় না।

বচনং যথা স্কান্দে। উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি। ভবতে বুধবারেণ প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা। অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা নবা বিভো॥ হরিভক্তি বিলাসে ১৫ বি ১৭০ শ্লোক।

হে বিভো! অরুণোদয়কালে (১) কিঞ্চিৎ অষ্টমী পরে রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা সম্পূর্ণা নবমী, যদি বুধবারে হয়; এই যোগ একশত বৎসরেও পাওয়া যায় কি না। অর্থাৎ এই দুর্লভ যোগের বিশেষ মাহাত্ম্য।

আধুনিক মহাশয়েরা যে নানা কৌশলে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া যে নানা অসদর্থ কল্পনা করেন। এবং ঐ অসদর্থ কল্পনায় যে অরুণোদয় কালে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী গোপন করিবার প্রয়াস পান উহাও শাস্ত্রে এক প্রকার উল্লিখিত আছে। যথা

হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বি। ১৭৯ স্কন্দপুরাণে। পুরা দেবৈর্ঋষি-গণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া। সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতং॥

পূর্ব্ব কালে, দেবতা ও ঋষিগণেরা স্বপদ নষ্ট হইবার আশ-ঙ্কায়, সপ্তমীবেধ জালে, অষ্টমীব্রত গোপন করিয়া রাখিয়াছেন॥

বলিতে কি উল্লিখিত স্কন্দপুরাণীয় "উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চি-দিত্যাদি" বচনে নির্ণয়সিন্ধুকারও আট প্রকার মত উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন।

যথা, স্কান্দীয় উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদীত্যাদি বচনম্, জন্মাদিবিষয়ে উপবাসাশ্রবণাদিত্যনন্তভট্টঃ॥ ১॥ জয়ন্তীপর-

(১) উদয়শব্দে অরুণোদয় অর্থের প্রমাণ পূর্ব্বে ৪১ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মিতি হেমাদ্রিঃ ॥ ২ ॥ উদয়ে চন্দ্রোদয়ে ইতি কেচিৎ ॥ ৩ ॥ কেচিত্তু তন্ন, চন্দ্রোদয়শব্দে অসন্দেহাম্নবমী সকলেত্যযোগান্মানাভাবাচ্চ তেন পূর্ব্বেহ্যুঃ সপ্তমীবিদ্ধে, পরদিনে সূর্য্যোদয়ে ঘটিকাপি গ্রাহ্যা, পূর্ব্ববিদ্ধাষ্টমীতি পাদ্মোক্তেরিত্যুক্তং, অতো ন ব্রতভেদঃ নাপ্যন্তর্ভাব ইত্যুচুঃ ॥৪॥ গৌড়াস্তু নবমীক্ষয়পরমিদং বচনং, নবমী সকলা যদীতি বিশেষোক্তেঃ। এতৎপূর্ব্বদিনে জয়ন্ত্যভাবপরমিত্যাহুঃ ॥ ৫ ॥ জয়ন্ত্যাদি সর্ব্বাপবাদকোঽয়মিত্যাচার্য্যচূড়ামণ্যাদয়ঃ ॥ ৬ ॥ বয়ন্তু সত্যং ব্রতভেদঃ ॥ ৭ ॥ লোকাস্তু জন্মাষ্টমীমেবানুতিষ্ঠন্তি ॥৮॥ ইতি, নির্ণয়সিন্ধু ২য় পরিচ্ছেদ।

"উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ" এই স্কন্দপুরাণীয় বচনে উপবাস শব্দের প্রয়োগ না থাকাতে অনন্তভট্ট, উহাকে দানাদিবিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করেন ॥ ১ ॥ হেমাদ্রি উহা জয়ন্তীপর বলেন ॥ ২ ॥ কেহ কেহ উদয় শব্দে চন্দ্রোদয় অর্থ করেন ॥ ৩ ॥ কেহ কেহ কহেন যে, চন্দ্রোদয় বিষয়ে সন্দেহই নাই এবং চন্দ্রোদয় অর্থ করিলে নবমীকে সকলা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না, এবং ঐ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং পূর্ব্বদিন সপ্তমীবিদ্ধ হইলে, পরদিনে সূর্য্যোদয়ে এক দণ্ড মাত্রও, গ্রাহ্য। ইহা পদ্মপুরাণীয় "পূর্ব্ববিদ্ধাষ্টমী যা তু উদয়ে চাষ্টমীদিনে" এই বচনেও উক্ত আছে। ইহাতে ব্রতভেদের সম্ভাবনা নাই, এবং জয়ন্তীতেও অন্তর্ভাব ঘটে না ॥ ৪ ॥ নবমীকে সম্পূর্ণা বলিয়া, বচনে নির্দ্দেশ থাকাতে, কেহ উহাকে নবমীক্ষয়বিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু জয়ন্তীযোগ ব্যতিরিক্ত স্থলেই ঐ ব্যবস্থা হইবেক, গৌড়ীয়েরা (রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিরা) এইরূপ মীমাংসা করেন ॥ ৫ ॥ আচার্য্য চূড়ামণি প্রভৃতিরা, জয়ন্তী প্রভৃতি সকল যোগেরই অপবাদক বলিয়া উহাকে নির্দ্দেশ করেন ॥ ৬ ॥ (নির্ণয়সিন্ধুকারের নিজের মতে) যথার্থই ব্রতভেদ বলিয়া মীমাংসা করেন ॥৭॥ লোকেরা, জন্মাষ্টমীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

নির্ণয়সিন্ধুকার কমলাকর ভট্টের সমকালে যখন বিদ্ধাষ্টমীগ্রহণব্যগ্র মহাশয়েরা স্ব স্ব মত রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া উদয়পদে

চন্দ্রোদয় প্রভৃতি নানা অর্থ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; তখন এক্ষণকার মহাশয়েরা যে স্ব স্ব মত রক্ষার্থ সকলাপদের যাদৃচ্ছিক অসঙ্গত অর্থ করিয়া উদয়পদে সূর্য্যোদয় অর্থ করিবেন তাহা অসম্ভাবিত নহে। সে যাহা হউক ঐ সকল অর্থ, ও বিতণ্ডা কোনও রূপেই শাস্ত্রানুমত, ন্যায়ানুগত ও বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। ইহা সবিশেষ মীমাংসা করা হইয়াছে। (১) এক্ষণে হরিভক্তিবিলাসের মূলকার, যেই রূপ নানা মত উত্থাপন করিয়া, নিজের কারিকানিচয়ে বৈষ্ণবমতের নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াগিয়াছেন; সেইরূপ টীকাকারও নানা মত উত্থাপন করিয়া, "অথ সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমী ব্রত নিষেধ" প্রকরণের টীকার অবশেষে (১৮১ অঙ্কের শ্লোক ব্যাখ্যার শেষে) বৈষ্ণবমতের সারসিদ্ধান্তের চূর্ণক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ হরিভক্তিবিলাসের মূলে, প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত পূর্ব্বলিখিত "পূর্ব্ব বিদ্ধা যথা নন্দা ইত্যাদি"।১৭৪। পাদ্মবচনের উপর, টীকার গূঢ়ার্থ লিখন দৃষ্টে অন্যথাভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন। ঐ টীকা যথা

অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অতএবোক্তং স্কান্দে। জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেদিত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মস্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি তচ্চ ন সুসঙ্গতং। একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব।

---

(১) এই পুস্তকের। ৩৯। ৪০। ৪১ পৃষ্ঠায়।

"যেমন একাদশী দশমীবিদ্ধা হইলে" এই ১৭৪ অঙ্কিত পাদ্মবচনের উপর টীকা॥ এ স্থলে যথাশব্দবলাৎ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, যেইরূপ অরুণোদয়ে দশমীবেধে একাদশী ত্যাগ করা যায়, সেইরূপ অরুণোদয়ে সপ্তমীবেধ হইলে জন্মাষ্টমীও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই রোহিণী নক্ষত্রেরও অভাবেও কেবল নবমীতে উপবাস করা বিধেয়। স্কন্দপুরাণবচনে ইহাই উক্ত হইয়াছে। সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমী নক্ষত্রযুক্তা এবং সম্পূর্ণা হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবেক। ইত্যাদি। এই অভিপ্রায়ে পাদ্ম স্কান্দ প্রভৃতির বচনসমুদয়ে নবমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাসের প্রাশস্ত্য বলা হইয়াছে। ইহা উত্তমরূপ সঙ্গত হয় না, যেহেতু একাদশীভিন্ন সকল তিথিই সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইলেই সম্পূর্ণা হয়, এইরূপ নির্দ্দেশে অরুণোদয়বেধের সিদ্ধি হয় না। ইহা পূর্ব্বে সম্পূর্ণা লক্ষণে লিখিতই আছে।

ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, এ স্থলে অরুণোদয়কালে সপ্তমীবেধে জন্মাষ্টমীত্যাগবিষয়ে গ্রন্থসঙ্গতি করিতে অক্ষম বাদির মত টীকাকার উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, কিম্বা ঐ স্থলে টীকাকারের নিজ মতের লেখা মীমাংসা, কোনও রূপে পতিত হইয়াছে, ইহা নির্ভয়ে অসংশয়ে ও অসঙ্কোচে সুতরাংই স্বীকার করিতে হইবেক, নতুবা টীকাকার উহার পরের ১৭৭ শ্লোকের টীকায়, যাহা লিখিয়াছেন।

এবং জন্মাষ্টমী সর্ব্বথা শুদ্ধৈব কর্ত্তব্যা, ন তু কথঞ্চিদ্বিদ্ধেতি নিশ্চিতং॥ ১৭৭॥

এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধা জন্মাষ্টমীই কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন প্রকারে বিদ্ধাই কর্ত্তব্য নহে॥

এই স্থলে, সর্ব্বপ্রকার (অর্থাৎ অরুণোদয়বেধ প্রভৃতি)

বেধ পরিত্যাগ করার তাৎপর্য্য প্রকাশ করাতে, এবং মূল-কারের নিজকারিকা।

হরিভঃ ১৫ বিং। ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাত্তুহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ ১৭২॥

এই প্রকার, রোহিণী প্রভৃতির যোগভেদে, যে নানাবিধ অষ্টমী লিখিত হইল, সে সমুদয়ই দশমীবিদ্ধা একাদশীর ন্যায়, সপ্তমী-বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকের টীকাতে যাহা লিখিয়াছেন,

এতদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিদ্ধাব্রতং ত্যাজয়তি। ইত্থমিতি। যোগাদিতি রোহিণ্যাদিযোগভেদেন বহুবিধাপি জন্মাষ্টমীয়ং শুদ্ধৈব সপ্তমীবেধ-বর্জ্জিতৈব লিখিতা। ন তু রোহিণ্যাদিযোগাপেক্ষয়া বিদ্ধেত্যর্থঃ। অতো বিশুদ্ধায়ামেব সত্যাং তত্তদ্যোগ আদরণীয়ঃ, ন তু বিদ্ধায়ামিতি ভাবঃ। যতো বিদ্ধা সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি॥ সা জন্মাষ্টমী চ সপ্তম্যা বিদ্ধা সতী ত্যাজ্যৈব তত্র বৈষ্ণবানাং সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি বিদ্ধেতি। এতচ্চৈকাদশীপ্রকরণে স্পষ্টং লিখিত-মেব॥ ১৭২॥

বিদ্ধায় ব্রতত্যাগের বিষয় সবিশেষ স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন। এইরূপ যোগে অর্থাৎ রোহিণী প্রভৃতির যোগভেদে, যে বহুবিধ অষ্টমীর বিষয় লেখা হইয়াছে, উহা সপ্তমীবেধ রহিত হইলেই গ্রাহ্য। রোহিণী প্রভৃতির যোগ অপেক্ষায়, বিদ্ধা তিথি কোনও রূপেই গ্রাহ্য নহে। সুতরাং, অষ্টমী বিশেষমতে শুদ্ধা হইলেই, উহাতে রোহিণী প্রভৃতির সেই সেই যোগ আদরণীয় হইবেক, বিদ্ধাতে নহে ইহাই তাৎপর্য্য॥ যেহেতু সর্ব্বপ্রকারেই বিদ্ধাকে ত্যাগ করিবেক। সেই জন্মাষ্টমীও; সপ্তমীবিদ্ধা হইলেই ত্যাগ করিবেক। এই বিষয়ে, সকল স্থলে বৈষ্ণবদিগের সকলপ্রকার বিদ্ধার ত্যাগ, দৃষ্টান্ত দিয়া স্মরণ করাইতেছেন। উহা একাদশী-প্রকরণে স্পষ্টই লেখা হইয়াছে॥ ১৭২॥

ইহাতে একাদশীস্থলের ন্যায়, সকল স্থলেই সকলপ্রকারে বিদ্ধা তিথির ত্যাগের বিধান, সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করাতে। এবং হরিভক্তিবিলাসে। ১২ বিলাসের মূলকারের নিজ-কারিকাত্রয়ের উপর টীকায় যাহা লিখিয়াছেন

বিদ্ধোপবাসদোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা। জ্ঞেয়াস্তেঽত্রাপি বিদ্ধায়া লক্ষণস্যানুসারতঃ॥ ১৪১॥ এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধা-ব্রতপরাণি তু। অবৈষ্ণবাশ্রয়াণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা॥ ১৪২॥ ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষ-গণাশ্রয়াৎ॥ ১৪৩॥

টীকা। সামান্যাৎ অরুণোদয়বেধাদিবিশেষরাহিত্যেন সামন্যতঃ পূর্ব্বং লিখিতাঃ। অরুণোদয়বিদ্ধোপবাসেঽপি। কুতঃ। বিদ্ধায়া লক্ষণস্য পূর্ব্বলিখিতস্যানুসারাৎ। উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপিনী সতী সম্পূর্ণা, অন্যথা বিদ্ধেতি বিদ্ধালক্ষণেঽরুণোদয়বেধস্যৈব সুসিদ্ধেঃ, ইত্থং সর্ব্বথা বিদ্ধোপবাসো নিষিদ্ধঃ॥ ১৪১॥ তত্র চ বহ্বৃক্পরিশিষ্টে এক্যাদশী ন লভ্যেত সকলা দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দশমীবিদ্ধা ঋষিরুদ্দালকোঽব্রবীৎ॥ ইত্যাদি কতিপয়শ্লোকানি॥ ঈদৃশান্যন্যানি চ যানি বচনানি বর্ত্তন্তে তেষাং বিষয়ং ব্যবস্থাপ্য লিখতি এবমিতি লিখিতপ্রকারেণ। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈবসৌরাদয়ঃ কামিনো গৃহস্থাশ্চ বিষয়কানি। তেষামপি বিদ্ধোপবাসে বহুলদোষশ্রবণাদপরি-তোষেণ পক্ষান্তরং লিখতি শুক্রমায়েতি॥ ১৪২॥ প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধদিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি। ইত্থঞ্চেতি নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্ত্বিত্যাদিলিখিতপ্রকারেণ আদিশব্দেন রাম-নবমীনৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি। তাদৃশাং বিদ্ধৈকাদশীব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাণাং গণস্য আশ্রয়াৎ॥ ১৪৩॥ এবমরুণোদয়বেধে সতি ন কেনা-প্যুপবাসঃ কার্য্য ইতি নিশ্চিতং॥ ১৪৪॥

অরুণোদয়বেধ প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়া বিদ্ধাতে উপবাস-

[illegible] সকল দোষ লিখিত হইয়াছে। সে সমুদয়ই অরুণোদয়বিদ্ধাবিষয়েও জানিবেক। যেহেতু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ড ব্যাপিনী হইলে সম্পূর্ণা, অন্যথা বিদ্ধা, পূর্ব্বোক্ত এই বেধ লক্ষণে অরুণোদয়বেধই সুসিদ্ধ রহিয়াছে ॥১৪১॥ এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে বিদ্ধাতে উপবাস নিষিদ্ধ। তবে যে ঋষ্যশৃঙ্গপ্রোক্ত বিদ্ধৈকাদশীর গ্রহণবিষয়ক বচন আছে, এবং ঐরূপ অন্যান্য যে সকল বচন আছে তাহার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মূলকার লিখিতেছেন যে এই প্রকারে অর্থাৎ লিখিত প্রকারে। উহা অবৈষ্ণব অর্থাৎ সৌর শৈব প্রভৃতি কামি ও গৃহস্থের পক্ষে বলিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবেক না। কিন্তু উহাদিগেরও ঐরূপ বিদ্ধাতে উপবাস করিলে শাস্ত্রে বহুল দোষ কথিত আছে, সুতরাং ঐ সকল বচন অসুরদিগকে ছলনা করিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের মায়াকৃত বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক ॥১৪২॥ এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদিগের সকল ব্রতই এইরূপ বেধযুক্ত দিনে করিবেক না এই আদেশ করিয়া লিখিতেছেন। (ইত্থমিত্যাদি) এইপ্রকার অর্থাৎ অরুণোদয়কালে দশমীযুক্তা একাদশীতে বৈষ্ণবেরা কখনই উপবাস করিবেক না, এই প্রকার লিখনানুসারে জন্মাষ্টমী রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতও, ঐরূপ বিদ্ধ দিনে বৈষ্ণবদিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিদ্ধৈকাদশীব্রত করিলে, যে সকল দোষ হয় বিদ্ধজন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে ব্রতাচরণেও, সেই সকল দোষ হয় ॥ ১৪৩ ॥ এই রূপে অরুণোদয়বেধে কাহারও উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই নিশ্চয় হইল ॥ ১৪৪ ॥

ইহাতে অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা তিথিতে জন্মাষ্টমী রামনবমী ও নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি কোনও ব্রতই বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য নহে উহার অন্যথাচরণ করিলে বিদ্ধোপবাসজন্য পাপসমূহে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব অরুণোদয়বেধে কোনও উপবাস করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, ইহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করাতে এবং হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বিলাসের ১৭৯ । ১৮০ । ও ১৮১ অঙ্কের শ্লোকের টীকায় যাহা লিখিয়াছেন

তথাচ স্কান্দে ॥ পুরা দেবৈঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া। সপ্তমী-বেধজালেন গোপিতং কৃষ্ণমীব্রতং ॥ ১৭৯ ॥ ইয়ং প্রামাণিকৈঃ কৃষ্ণ-দেবাচার্য্যাদিবৈষ্ণবৈঃ। ব্যবস্থাঽন্যা চ নির্ণীতা লিখিতাচারতঃ সতাং ॥ ১৮০ ॥ শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বেঽহনি পরত্র চ। অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথিভান্তে চ পারণং ॥ ১৮১ ॥

পুরাকালে দেব ও ঋষিগণ স্বপদচ্যুতি শঙ্কায় সপ্তমীবেধজালে অষ্টমীব্রত গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১৭৯ ॥ কৃষ্ণদেব আচার্য্য প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবদিগের সহিত বিনির্ণয় করিয়া এবং সাধুদিগের আচার দৃষ্টে এই ব্যবস্থা, এবং অন্যান্য ব্যবস্থা, লেখা হইল। ১৮০। রোহিণীযুক্তা শুদ্ধাষ্টমী, পূর্ব্বদিনে ও পরদিনে স্থায়ি হইলে, পূর্ব্ব দিনেই উপবাস করিবেক যেহেতু তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে, পারণ করিবার বিধান আছে ॥ ১৮১ ॥

ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কাং কৃত্বা। এবঞ্চ সতি বিদ্ধাবচনানাং স্থানং কল্পয়িত্বা বিদ্ধাব্রতং যে ব্যবস্থাপয়ন্তি তেঽপি দেবমায়াবিমোহিতা ইতি জ্ঞেয়ং। যতো বক্তৃভেদেন পুরাণাদিভেদেন চ পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমানানি তত্তদ্বচনানি কথমেকাধিকারিপরত্বাং লভন্তামতো বিষয়ভেদব্যবস্থৈব যুক্তেতি দিক্ ॥ ১৭৯ ॥ এতাদৃশী চ ব্যবস্থা ন ময়া নিজবুদ্ধ্যৈব কল্পিতাঽস্তি কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবেদিপুরাতনবৈষ্ণববরলিখিতপদ্ধত্যাদিদৃষ্ট্যৈবাত্র নিবদ্ধেতি লিখতি ইয়মিতি। জন্মাষ্টমীব্রত-বিষয়া প্রামাণিকৈঃ সর্ব্বলোকাদরণীয়ৈরাপ্ততমৈরিত্যর্থঃ। অন্যা চ শিবরাত্র্যাদিব্রতবিষয়া নির্ণীতা বর্ত্ততে, কিন্তু ময়া সতামাচারতঃ সতাং শাস্ত্রানুবর্ত্তিনাং বৈষ্ণবানাং আচারতঃ আচারদৃষ্ট্যা নির্ণীতেত্যন্বয়ঃ। যদ্বা ন কেবলং তত্তৎপদ্ধতিগ্রন্থদৃষ্ট্যা লিখিতা, কিন্তু সতামাচারতশ্চেতি মধ্যদেশীয়ানাং বৈষ্ণবানাং বিদ্ধাবর্জ্জননিয়মেন প্রায়ঃ পরদিনে ব্রতাচরণাৎ। এবং শ্রীবৈষ্ণববর্গসম্মতৈবাত্র গ্রন্থে ব্যবস্থা লিখ্যতে, ন তু বৈষ্ণবেতরস্মৃতিপরজনকল্পিতেতি ভাবঃ। ইত্থঞ্চ উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিদপি পূর্ব্বদিনে সপ্তমীবেধে রোহিণ্যভাবে বা সত্যেব পরদিনে

ব্রতমিতি। তথা প্রেতযোনিগতানাস্ত্বিত্যাদি চ রাত্রিশেষে নবমী-যুক্তত্ববিষয়ং, এবমেব মুহূর্ত্তেনাপীতিদ্বয়ঞ্চ। তথা শিবরাত্রৌ বিদ্ধা-ত্যাগবচনদ্বয়ঞ্চ পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষাব্যাপ্ত্যাদাবিতি। তথা-চাগ্রে লেখ্যশ্রবণদ্বাদশীব্রতবিষয়িকা বৈষ্ণবেতরস্মার্ত্তসম্মতা সর্ব্বন্যবস্থা নিরস্তেতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥ ১৮০॥ ননু তর্হি তিথিভান্তে চ পারণমিত্যস্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধস্য বাক্যস্য ক্বা গতিরস্তু। শুদ্ধোপবাসে সতি পরদিনেঽষ্টমীনিষ্ক্রমাসম্ভবাৎ। তত্র লিখতি শুদ্ধা চেতি। যদা তিথিবৃদ্ধিক্রমেণাষ্টমী রোহিণী চ সাম্যেন পূর্ব্বদিনং ব্যাপ্য পরদিনে নিষ্ক্রমেৎ, তদা পূর্ব্বদিনে ব্রতং কৃত্বা পরদিনেঽষ্টমীরোহিণ্যো-রন্তে সতি পারণং কার্য্যমিত্যর্থঃ। যদ্যপি উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদীতি বচনবলাৎ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমাপদ্যেত, তথাপি বুধে সোমে বা শুদ্ধাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে রোহিণীপ্রাপ্ত্যা যোগবাহুল্যাপেক্ষা-তস্তথা শুদ্ধাষ্টমীপরিত্যাগবচনাশ্রবণাচ্চ পূর্ব্বস্মিন্নেব দিনে ব্রতমুপ-যুক্তং। এবঞ্চ পূর্ব্বদিনেঽর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযোগে চ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতং জ্ঞেয়ং। অতএব প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা নবমী সকলা যদীত্যুক্তং। অন্যথা তত্তদ্যোগপ্রশস্তশুদ্ধাষ্টমীত্যাগাপত্তেঃ। যদ্বা ভবতে বুধবারেণে-ত্যাদ্যুক্তেবুর্ধসোমবারয়োরেকতরেণ যোগে সতি, সম্পূর্ণামপি, শুদ্ধা-মপ্যর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তামপ্যষ্টমীং পূর্ব্বাং পরিত্যজ্য তত্তদ্বচন-বলাদুত্তরৈবোপোষ্যা। অন্যদা তু পূর্ব্বৈব। তদানীমেব তিথিভান্তে চ পারণমিতি। কেচিচ্চ বৈষ্ণবা মুহূর্ত্তেনাপীতিপদ্যদ্বয়াদরেণ তত্তদ্বার-রোহিণ্যভাবেঽপি দ্বাদশানির্গমবৎ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমিচ্ছন্তি, তিথিভান্তে চ পারণমিত্যাদিকঞ্চাবৈষ্ণববিষয়মিতি মন্যন্তে। তত্র সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্॥ ১৮১॥

টীকার অর্থ। ঋষিগণ প্রভৃতি স্বপদচ্যুতি শঙ্কা করিয়া ঐ সকল শ্লোক করিয়াছেন। এই রূপ হইলে পর বিদ্ধা বচন সকলের স্থল কল্পনা করিয়া, যাহারা বিদ্ধাব্রত ব্যবস্থাপন করেন, তাহাদিগকেও দেবমায়াবিমোহিত করিয়া জানিবেক। যেহেতু

বক্তৃভেদে ও পুরাণাদিভেদেই সকল বচন পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে, উহাকে এক অধিকারিবিষয়ে প্রতিপাদন করা কি রূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। অতএব উহাদিগের বিষয়ভেদ ব্যবস্থার প্রণালী অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করাই ন্যায়ানুগত হইতেছে। ১৭৯। এতাদৃশী ব্যবস্থা আমার নিজবুদ্ধিকল্পিতা নহে। সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের লিখিত পদ্ধতির লিখন দেখিয়া উহা গ্রন্থে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। কেবল ঐ ঐ পদ্ধতি দেখিয়াও নহে, শাস্ত্রানুবর্ত্তী মধ্যদেশীয় বৈষ্ণবদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া, এই জন্মাষ্টমী বিষয়ক এবং শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত বিষয়ক অন্যান্য ব্যবস্থা লেখা হইয়াছে। শাস্ত্রানুবর্ত্তি প্রামাণিক বৈষ্ণবদিগের আচার দেখিয়া, শাস্ত্রানুসারে ঐ সমুদয়, নির্ণয় পূর্ব্বক স্থির করা হইল। মধ্যদেশীয় বৈষ্ণবদিগের, বিদ্ধাবর্জ্জননিয়মে প্রায়ই পরদিনে ব্রতাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অনুসারে এই গ্রন্থে, যে ব্যবস্থা শ্রীবৈষ্ণববর্গের সম্মত, উহাই গ্রাহ্য। আর, অন্যা, অর্থাৎ বৈষ্ণবেতর স্মৃতির অনুমতা কিম্বা পরজনকল্পিতা যে ব্যবস্থা, তাহা গ্রাহ্য নহে ইহাই তাৎপর্য্য।

এই রূপে, "উদয়ে কিঞ্চিৎ অষ্টমী পরে সম্পূর্ণা নবমী, তাহাতে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, এই সঙ্ঘটনা যদি বুধবারে হয়", এই ১৭০ শ্লোকে (স্কান্দ বচনে) নির্দ্দিষ্টদিনের পূর্ব্ব দিনে সপ্তমীবেধ হইলে, কিম্বা রোহিণীনক্ষত্র না থাকিলে, পর দিনে ব্রত হইবেক, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিন অর্দ্ধরাত্রে, অষ্টমী ও রোহিণীনক্ষত্রের সাহিত্যে জয়ন্তী-যোগ হওয়াতে, বিদ্ধা প্রভৃতি সকল দোষের অপবাদ হইবেক, এই-রূপ মীমাংসা॥ ১ম॥ ১৭০ অঙ্কের "প্রেতযোনিং গতানামিত্যাদি" পাদ্মবচনে "রোহিণীযুক্তা অষ্টমী বুধবার কি সোমবারে হইলে বিশেষফল, আর উহাতে নবমীযুক্ত হইলে অধিকতর বিশেষ ফল," এইস্থলে নবমীযুক্তপদে, রাত্রিশেষে নবমীযোগ; সুতরাং উহা ত্র্যহ-স্পর্শস্থলেই ঘটিবেক। এইরূপ মীমাংসা॥ ২য়॥ ১৭০ অঙ্কের "ইন্দুঃ পূর্ব্বেহহনি জ্ঞেবা" ইত্যাদি ভবিষ্যবচনে ও "মুহূর্ত্তেনাপীত্যাদি" পাদ্মবচনে, নবমীযুক্তপদেও পূর্ব্বোক্ত ঐ রূপ মীমাংসা॥ ৩য়॥

শিবরাত্রিস্থলে বিদ্ধাত্যাগবিষয়ক, “শিবরাত্রিব্রতে ভূতং কাম-বিদ্ধং বিবর্জয়েৎ” ইত্যাদি বচন ও পরাশরের “মাঘাসিত-মিত্যাদি” এই দুই বচনকে, পূর্ব্ব দিনে চতুর্দ্দশীর প্রদোষব্যাপ্তি না ঘটিলেই, পর দিনে ব্রতবিষয়ক বলেন। চতুর্দ্দশীক্ষয়স্থলে বৈষ্ণবদিগের বিদ্ধোপবাস অপরিহার্য্য, নতুবা ঐ বচনে অমা-বস্যাযোগের উল্লেখ করা একবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং প্রদোষসময়ে চতুর্দ্দশীতে ত্রয়োদশীস্পর্শ থাকিলেই বিদ্ধা হইবেক। এইরূপ মীমাংসা ॥ ৪র্থ ॥ এবং অগ্রে লেখ্য শ্রবণাদ্বাদশীপ্রকরণে, বিষ্ণুশৃঙ্খল কিম্বা শ্রবণৈকাদশী স্থলে, পর দিন বিজয়া মহাদ্বাদশী হইলে, উভয় দিন উপবাসের ব্যবস্থা, কিম্বা মহাদ্বাদশী পরিত্যাগ করিয়া একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা ॥ ৫ম, ও ৬ষ্ঠ ॥ বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তসম্মত এই সকল ব্যবস্থা, যাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা অন্য অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের পক্ষীয় নহে; সুতরাং সেই সকল ব্যবস্থাই অগ্রাহ্য। ইহা দিগদর্শন করা হইল, বাহুল্য লেখা আবশ্যক করে না ॥ ১৮০ ॥

এইরূপে ঐ সকল ব্যবস্থা নিরাকৃত হইলে, যদি বল যে “তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবেক” সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এই বাক্যের কি গতি হইবেক; যেহেতু শুদ্ধা অষ্টমীতে উপবাসবিধান স্থির হইলে, পর দিনে শুদ্ধা অষ্টমীর নিক্রমণের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আপত্তি ও জল্পনার প্রথমতঃ একপ্রকার মীমাংসা করিয়া লিখিতেছেন; যে, শুদ্ধা অষ্টমী ও রোহিণী নক্ষত্র, সমানরূপে পূর্ব্ব দিন ব্যাপিয়া, তিথিবৃদ্ধিক্রমে পর দিন নিক্রান্ত হইলে, পূর্ব্ব দিনে ব্রত, এবং পর দিনে রোহিণী ও অষ্টমীর অন্তে পারণ করিবেক; ইহাই তাৎপর্য্য। “উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদীতি উদয়কালে কিঞ্চিৎ অষ্টমী পরে সম্পূর্ণ নবমী” এই বচনদৃষ্টে যদিও পর দিনে ব্রত উপবাসের বিধান ঘটিতে পারে, কিন্তু বুধ কিম্বা সোমবারে শুদ্ধা অষ্টমীতে, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রযোগ হইলে যোগের বাহুল্য অপে-ক্ষায়, এবং শুদ্ধাষ্টমী পরিত্যাগের বচন শ্রুতিগোচর না হওয়া-

প্রযুক্ত পূর্ব্ব দিনেই ব্রত করা উপযুক্ত। তবে বিদ্ধা অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযোগ প্রভৃতির ঘটনা হইলে পূর্ব্ব দিন ত্যাগ করিয়া পরদিন ব্রত হইবেক, অতএব, "সম্পূর্ণা নবমী যদি রোহিণীযুক্তা হয়", এই বচনে সম্পূর্ণা বলা হইয়াছে। অন্যথা, সেই সকল যোগ প্রভৃতিতে প্রশস্তা শুদ্ধা অষ্টমীর ত্যাগের ঘটনা হয়। এই এক পক্ষ। ("মূলকার ইহা বৈষ্ণবেতর স্মৃতির ব্যবস্থা বলিয়া লিখিয়াছেন, টীকাকারও যদ্বাপক্ষে ঐরূপ মীমাংসা লিখিতেছেন") অথবা। বুধ কিম্বা সোমবারের একতরের সহিত যোগ হইলে, সম্পূর্ণা হইলেও, শুদ্ধা হইলেও, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তা (জয়ন্তীযোগ) হইলেও, পূর্ব্বদিনের অষ্টমীকে (অরুণোদয়বিদ্ধা বলিয়া) পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্কান্দ ভবিষ্যোত্তরীয় পাদ্ম ও যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনপ্রমাণে পর দিনই উপবাস হইবেক। আর, অরুণোদয়কালে সপ্তমী বিদ্ধা না হইয়া অষ্টমী, বৃদ্ধিক্রমে পরদিনগামিনী হইলে পূর্ব্ব দিনেই উপবাস হইবেক এবং পরদিন অর্থাৎ পারণদিন তিথি ও নক্ষত্রের মল যে কিছুমাত্র অষ্টমী ও রোহিণী থাকিবেক, উহাতেই তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণবিধান বচনের সঙ্গতি হইবেক। (বৈষ্ণবমতের ১ম মীমাংসাপক্ষ) কোন কোন বৈষ্ণবেরা, পাদ্মীয় "মুহূর্ত্তেনাপীত্যাদি" দুই শ্লোকের প্রামাণ্য বলে ঐরূপস্থলে সেই সেই বার ও নক্ষত্রের অভাবেও, দ্বাদশীনির্ণয়ের ন্যায় (ব্যঞ্জুলীদ্বাদশীস্থলের ন্যায়) পর দিনেই ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন। এবং তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণবিধানের বচনকে অবৈষ্ণববিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করেন। (বৈষ্ণবমতের ২য় মীমাংসাপক্ষ) এ বিষয়ে সম্প্রদায়ের আচারই গতি, ইহা দিগ্‌দর্শনমাত্র হইল। ১৮১।

ইহাতে অরুণোদয়বিদ্ধা অষ্টমী ত্যাগ করিতে স্পষ্টরূপ মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় করাতে বাক্যদ্বয়ের পরস্পর মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। উহার মীমাংসা করিতে হইলে অবশেষে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট টীকাকারের যে এই সিদ্ধান্ত,

অর্থাৎ জন্মাষ্টমীব্রত, সর্ব্ববিধায় একাদশীর মত এবং স্থল-বিশেষে ব্যঞ্জলীদ্বাদশীর মত হইবেক। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা প্রাচীন বৈষ্ণববরের লিখিতপদ্ধতি প্রভৃতি দেখিয়া এবং শাস্ত্রানুবর্ত্তি বৈষ্ণবদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়াই নিবন্ধন করিয়াছেন। এই কথা প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া যাহার স্বয়ং নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। উহা দেখিয়া অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধির বিষয় যে অন্যমত উপ্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা সুতরাং অসঙ্কোচে বলিতে হইবেক। অন্যথা টীকায় উভয়-স্থলের উভয়বিধ লেখার পরস্পর যে মহাবিরোধ, তাহার কোনও রূপেই মীমাংসা হইতে পারে না। (১)

দ্বাদশী নির্গমে ব্যঞ্জলীব্রতের দৃষ্টান্তে যে, অরুণোদয়বেধ দোষরহিত অষ্টমীর তিথিবৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি হইয়া পরদিন নিষ্ক্র-মণ হইলে ঐ বিশুদ্ধ অষ্টমী ত্যাগের বিষয় টীকাকার, যে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন। উহার প্রমাণস্বরূপে মূলকারের নিজের রচিত কয়েকটী মীমাংসা শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অত্র কেবলমিত্যাদাবুমামাহেশ্বরী তিথিঃ।
তিথিঃ প্রোক্তা সৈব যস্মাদুপোষ্যত্বেন নিশ্চিতা॥
অপিশব্দশ্চ তত্র স্যাদ্যদ্বুক্তং রোহিণীং বিনা।
তস্মাদত্রাপি সপ্তম্যা বিদ্ধাষ্টম্যেব বর্জ্জিতা॥
যদৃক্ষয়েতি যদ্বাক্যং তত্ত্ব সামান্যতদ্‌যুতৌ।
প্রসঙ্গাদুক্তমস্মিন্ হি বিদ্ধা ত্যক্তেব সাগ্রহং॥
শ্রুতিলিঙ্গাদিকন্যায়াচ্ছ্রুতেরেব হি মুখ্যতা।
তদেবমষ্টমীহানৌ ব্রতলোপঃ প্রসজ্যতে॥

(১) এই বিষয়ের বিবরণ ৪২। ৪৩। ও ৪৪। পত্রে লিখিত হইয়াছে।

তন্নিরস্তং পূর্ব্বমেব স্কান্দবাক্যানুসারতঃ।
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধামিত্যাদ্যং যদুদীরিতং॥
নৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দৃষ্টান্তাশ্চ প্রদর্শিতাঃ।
দশমীবেধযোগেন শুদ্ধো হি দ্বাদশীব্রতঃ॥
সপ্তম্যবেধবেধোক্তিব্যবস্থা যা কৃতা পরৈঃ।
নিরস্তা সা পুরা দেবৈরিত্যাদিবচসো বলাৎ॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণবদ্বেধা ব্যবস্থৈব তদর্হতি॥

যত উক্তমাগ্নেয়বিষ্ণুধর্ম্ময়োঃ॥ দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে কেবলমিত্যাদি শ্লোকে; অষ্টমী ও নবমী এই দুই উমামাহেশ্বরী তিথি; এবং এই দুই তিথির যোগেই কেবল উপবাস করিবেক ইহা উক্ত হইয়াছে; কেবলশব্দে নবমীবিদ্ধ অষ্টমী তিথিতেই উপবাসের নিশ্চয়, এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ বচনে যে অপিশব্দ, তাহার অর্থ, নক্ষত্রাদি যোগ থাকিলেও অষ্টমীকে সপ্তমীবিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবেক। এবং "নক্ষত্র কিম্বা তিথিও রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলে দিবসে পারণ করিবেক", এই প্রমাণ, কেবল সামান্যতঃ তত্তৎযোগাদি বিষয়ের প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত হইয়াছে। যেহেতু আমাদিগের মতে আগ্রহ সহকারে সর্ব্বপ্রকারে বেধের ত্যাগ বিহিত হইয়াছে। শ্রুতিলিঙ্গাদিকন্যায়ে শ্রুতিরই যেমন প্রাধান্য, সেইরূপ সকল প্রমাণাপেক্ষায় বেধ ত্যাগবিষয়ক প্রমাণের বিশেষ প্রাধান্য; ইহা স্থির হইলে, পূর্ব্ববিদ্ধা অষ্টমীর পরদিনে অভাববিষয়ক স্থলে ব্রতলোপের যে আশঙ্কা, তাহা, "পূর্ব্ববিদ্ধা অষ্টমী, নক্ষত্রযুক্তা এবং সম্পূর্ণা হইলেও পরিত্যাগ করিয়া কেবল নবমীতে উপবাস করিবেক"; পূর্ব্বোক্ত এই স্কান্দবচন অনুসারে, পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে (১)। নৃসিংহপরিচর্য্যা গ্রন্থে এবিষয়ে দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে। যেইরূপ দশমীবেধে কি যোগে একাদশী ত্যাগ

(১) এই বিষয়ের বিবরণ ৩৯ ও ৪০ পত্রে লিখিত হইয়াছে।

করিয়া কেবল দ্বাদশী ব্রত করিতে হয়; সেইরূপ সপ্তমীবেধে অষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া নবমীব্রত করিবেক। সপ্তমীর বেধ হইলে অবেধ বলিয়া অপরে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন। "দেবতা ও ঋষিগণেরা স্বপদচ্যুতি শঙ্কায়, অষ্টমীব্রত সপ্তমীর বেধ জ্ঞালে গোপন করিয়াছেন"; এই পূর্ব্বোক্ত স্কান্দবচন দ্বারা উহা নিরাকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব বিষয়ক বলিয়া বিষয়-ভেদ রাখিয়া মীমাংসা করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে॥ ঐ দুই ব্যবস্থার দুই অধিকারী দৈব এবং আসুর। বিষ্ণুভক্তিপরকে দৈব এবং তদ্বিপর্য্যয়কে আসুর বলিয়া আগ্নেয় ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে॥

একক্ষণে, মূলকারের এই নিবন্ধের আদর্শ ও প্রমাণ স্বরূপ, প্রাচীন বৈষ্ণবস্মৃতি, নৃসিংহ পরিচার্য্যা গ্রন্থে যাহা মীমাংসিত আছে, উহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

নৃসিংহপরিচর্য্যায়াং ৪র্থ পটলে॥ সপ্তমীবিদ্ধা সর্ব্বথা ত্যাজ্যৈব, জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥ শুদ্ধাং ঋক্ষহীনাং। পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ। সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথেতি স্কান্দে, বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমীতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, অন্যত্রাপি চ, সর্ব্বাত্মনা শতশঃ সপ্তমীবেধস্য নিষিদ্ধত্বাৎ অষ্টম্যনির্গমেঽপি সপ্তমীবিদ্ধা নোপোষ্যা একাদশ্যনির্গমেঽপি দশমীবিদ্ধাত্যাগেন শুদ্ধদ্বাদশ্যুপবাসবিধানবৎ শুদ্ধনবম্যুপবাসবিধানাৎ।

সর্ব্বপ্রকারে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীকে ত্যাগই করিবেক, যেহেতু স্কান্দ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা ও সম্পূর্ণা হইলেও, বিদ্ধাপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্রবিহীন কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবেক। গঙ্গাজলকলসে মদ্যবিন্দুস্পর্শ হইলে যেইরূপ পরিত্যাগ করিতে

হয়, সেইরূপ অষ্টমীতে সপ্তমীর একপলমাত্র বেধ হইলেই পরি-ত্যাগ করিবেক। সপ্তমীসংযুক্ত অষ্টমীকে, বিশেষযত্ন সহকারে ত্যাগ করিবেক। সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী, রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও উপবাসযোগ্যা নহে। অন্যান্য পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থে সর্ব্বপ্রকার সপ্তমী বেধের শত শত বার নিষেধ বিধান করিয়াছেন। যদ্যপি পরদিবস অষ্টমী নাও থাকে তথাপি সপ্তমীবিদ্ধাতে উপবাস করিবেক না; যেইরূপ, পর দিনে একাদশী না থাকি-লেও দশমীবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া একাদশীর গন্ধ রহিত কেবল দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ অষ্টমীর লেশ রহিত নবমীতেও উপবাসের বিধান জানিবেক।

এক্ষণে ১৭৮ শ্লোকের টীকায়

এবং জন্মাষ্টমী সর্ব্বথা শুদ্ধৈব কর্ত্তব্যা নতু কথঞ্চিদ্বিদ্ধেতি নিশ্চি-তম্ ॥ ১৭৮ ॥

এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধা জন্মাষ্টমীতেই ব্রত করা কর্ত্তব্য, কোন প্রকারে বিদ্ধাতে নহে ইহা নিশ্চিত হইল।

এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিয়া কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে,

নির্ণয়সিন্ধু ২প, ভাদ্রনির্ণয়ে জন্মাষ্টমীপ্রকরণে কালমাধবীয়ধৃত-পুরাণান্তরবচনং।

অষ্টমী শিবরাত্রিশ্চ হ্যর্দ্ধরাত্রাৎ পরো যদি।
বর্ত্ততে ঘটিকা যা সা পূর্ব্ববিদ্ধা প্রকীর্ত্তিতা॥ ইতি

চতুর্ব্বেদভাষ্যকৃন্মাধবাচার্য্যকৃতকালমাধবীয়ে অষ্টমীনির্ণয়ে॥ যথা নিশীথাদর্ব্বাক্ সপ্তম্যা কিয়ত্যাপি যুক্তা বিদ্ধা। অষ্টমী শিবরাত্রি-শ্চেত্যাদিবচনানন্তরং ইতি বেধো নিরূপিতঃ॥

জন্মাষ্টমী ও শিবচতুর্দ্দশী অর্দ্ধরাত্রের পর এক দণ্ড থাকিলেও পূর্ব্ববিদ্ধা বলা যায়। ইতি॥ চতুর্ব্বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও কালমাধবীয় গ্রন্থে অষ্টমীনির্ণয়স্থলে লিখিয়াছেন যে অর্দ্ধরাত্রের

পর কিছু সপ্তমী থাকিলেই উহা পূর্ব্ববিদ্ধা ; ইহাতে ঐ বচন প্রমাণ দিয়া এই বেধের নিরূপণ হইল বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন ॥

এই সকল বচন অনুসারে পূর্ব্ব দিনের অর্দ্ধরাত্রে সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমী, পূর্ব্ববিদ্ধা বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত ঐ পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমীকে পরিত্যাগ করার বিধানও ঘটিয়া উঠিতেছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে হরিভক্তিবিলাসের মূলে ১২ বিলাসের ১৪৩ অঙ্কের, এবং ১৫ বিলাসে ১৭২ অঙ্কের ও ১৮২ অঙ্কের নিজকারিকাশ্লোকনিচয়ে, এবং প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত ১৭৪ অঙ্কের পাদ্মবচনে, এবং মূলকারের প্রমাণ গ্রন্থ প্রাচীন বৈষ্ণবপদ্ধতি নৃসিংহপরিচর্য্যায় উক্ত জন্মাষ্টমীর মীমাংসায়, জন্মাষ্টমীর একাদশীর সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়াতে সমুদয় বিরোধেরই মীমাংসা হইয়াছে, অর্থাৎ ১২ বিলাসে ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ব্যাসোক্তিবচনে।

অর্দ্ধরাত্রেঽপি কেষাঞ্চিদ্দশম্যা বেধ ইষ্যতে।
অরুণোদয়বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে ॥ ১৪৫ ॥
কপালবেধ ইত্যাহুরাচার্য্যা যং হরিপ্রিয়াঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরুচ্যতে ॥ ১৪৬ ॥

হরিভঃ ১৫ বিলাসে ১৮৮ ॥

অর্দ্ধরাত্রেও কেহ কেহ যে দশমীর বেধ বলিতে অভিলাষ করেন। অরুণোদয়বেলায় বেধবিচারের অবকাশই নাই, সুতরাং অরুণোদয়বেধই নিশ্চিত হইল।১৪৫। হরির প্রিয়তমেরা বেধশ্রবণমাত্রেই উহা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন, কিন্তু শাস্ত্রবিচারে উহা আমাদিগের সম্মত নহে, সুতরাং কপালবেধ আমাদিগের মতে কিরূপে পরিত্যাজ্য হইতে পারে, রাত্রি ত্রিযামা সুতরাং উহার শেষ চারি দণ্ড দিবা হওয়াপ্রযুক্ত ঐ কালে যে বেধ তাহাই আমাদিগের ধর্ত্তব্য উহার পূর্ব্বকালের

বেধক স্থলবিশেষ (পক্ষবর্দ্ধিনী প্রভৃতিস্থলে) ব্যতিরেকে গ্রাহ্য নহে ১৪৬ ॥

অর্দ্ধরাত্রে দশমীর সহিত বেধে, একাদশী পূর্ব্ববিদ্ধা, কি কপালবিদ্ধা হইলে, তাহার যেইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, ঐ দৃষ্টান্তে জন্মাষ্টমীরও সেইরূপ কেবল অরুণোদয়বেধই ধর্ত্তব্য। অর্দ্ধরাত্রবেধ ধর্ত্তব্য নহে॥ ব্রতনিয়মবিষয়েও জন্মাষ্টমী, একাদশীর মত, ইহাও মূলে লিখিয়াছেন যথা।

ব্রতসাধারণত্বাচ্চ সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ে।
কর্ত্তব্যা নিয়মাঃ সর্ব্বে দশম্যাদিদিনেম্বিব ॥

জন্মাষ্টমীর, ব্রতের সাধারণনিয়ম সকল অনুসারে উহার পূর্ব্ব দিন আরম্ভ করিয়া সংযম উপবাস ও পারণ এই তিন দিনে দশমী একাদশী ও দ্বাদশীর মত, সকল নিয়ম পালন করিবেক। ১৮৮ ॥ হরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসে।

এক্ষণে, একাদশী ব্যতিরিক্ত তিথির মল অকর্ম্মণ্য বিধায়, বিদ্ধ অষ্টমীতে ব্রত ঘটিতে পারে। যেহেতু ঐ বচনে হরিবাসরপদ নাই যে, জন্মাষ্টমীর উহাতে অন্তর্নিবেশ করিয়া, মীমাংসা হইবেক। এই আপত্তির ও আশঙ্কার মীমাংসা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য নিজেই করিয়াছেন।

তিথিতত্ত্বে জন্মাষ্টমীপ্রকরণে। ষষ্টিদণ্ডাত্মিকামপ্যষ্টমীং রোহিণী-রহিতাং পরিত্যজ্য রোহিণীসহিতা স্বল্পাপ্যষ্টমী উপোষ্যা। ষষ্টি-দণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথের্নিষ্ক্রমণে পরে। অকর্ম্মণ্যং তিথিমলং বিদ্ধা-দেকাদশীং বিনা॥ ইত্যনপোদিতসামান্যবিষয়ত্বাৎ বক্ষ্যমাণবচন-জাতাচ্চ ॥

রোহিণী রহিতা অষ্টমী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া, পর দিন রোহিণী সহিত অতি অল্প অষ্টমীতেই উপবাস করা বিধেয়। ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা তিথির পর দিন নিষ্ক্রমণ হইলে একাদশী ভিন্ন সকল তিথিরই মল অকর্ম্মণ্য এই প্রমাণবচন,

সামান্য বিধি। পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বচন দ্বারা ইহার অপবাদ হইবেক, এবং বক্ষ্যমাণবচনসমূহ দ্বারাও উহাই প্রতিপাদিত হইবেক॥

ইহাও একাদশীর সাম্য প্রযুক্তই একপ্রকার মীমাংসিত হইল বলিতে হইবেক। যেহেতু, জন্মাষ্টমীর তিথিমলও একাদশীতিথিমলের মত অকর্ম্মণ্য হইতেছে না। সর্ব্ববিধায় একাদশীর সমান বলিয়া, টীকাকার ১৮১ শ্লোকের টীকায়, অরুণোদয়বেধরহিতা অষ্টমীর, বৃদ্ধি ক্রমে পর দিন নিষ্ক্রমণ হইলে, ব্যঞ্জুলী দ্বাদশীর মত পর দিনে জন্মাষ্টমীব্রত উপবাসের বিধান দিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রমাণ দেন নাই, কেবল প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের সদাচারই তাহাতে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু একাদশীর সহিত সর্ব্বাংশে সাম্যপ্রতিপাদন করাতে একাদশীর উপবাসবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে অথবা বেধাদিবিষয়ে কিছু সন্দেহ হইলেই যেইরূপ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবার বিধি আছে। যথা।

হরিভক্তিবিলাসধৃতবচনানি কৌর্ম্মে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ।

দ্বয়োর্ব্বিবদতোঃ শ্রুত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
পারণন্তু ত্রয়োদশ্যামেব শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

নারদীয়ে চ।

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং॥
মার্কণ্ডেয় চেন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি শ্রীভগবদাজ্ঞায়াঃ প্রতিপালনে।
বিবাদেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষণং।
পারণং হি ত্রয়োদশ্যামাজ্ঞেয়ং মামকী মুনে।

হেতুবাদো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা পততে নরঃ ॥

ইত্যাদি হরিভক্তিবিলাস। ১২ বি। ১০৭।১০৯।

একাদশী বিষয়ে বেধাদি লইয়া দুই জনের বিবাদ হইতেছে শুনিয়া, দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবেক, ইহা শাস্ত্রকারেরা বিশেষরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। নারদীয়ে চ। বহু বাক্যের বিরোধে সন্দেহ হইলেই, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করিবেক॥ ভগবদাজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার বিবাদেই (ঋষি-বাক্যের পরস্পর বিরোধে, পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাবিষয়ে পরস্পর বিরোধে, অথবা গণকদিগের তিথিপরিমাণের গণনায় বিরোধ উপস্থিত হইলে,) দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবেক। ইহা আমার আজ্ঞা; অতএব ইহাতে যে হেতুবাদ করিবেক সে পতিত হইবেক।

সেইরূপ জন্মাষ্টমীস্থলেও বেধাদিবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে কিম্বা ঋষি প্রভৃতির বাক্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিলে পর দিনেই উপবাস করিবার বিধান সুতরাং প্রতিপাদিত হইয়াছে।

উপসংহার

যে তিথিতে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ভগবৎসম্পর্কীয় কোনও ব্রত উপবাস উৎসব প্রভৃতি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে, ঐ সকল তিথি অরুণোদয়কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিথি দ্বারা যদি বিদ্ধা হয়। তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি পরিত্যাগ করিয়া, তৎপর দিন পরতিথিতে ঐ সকল ব্রত উপবাস প্রভৃতি উৎসব করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বিশিষ্ট সদাচারী সনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী অতিপ্রাচীন নিষ্কিঞ্চন মহানুভব বৈষ্ণবদিগের (১) আবহমান কাল প্রচলিত এই সদাচার।

---

(১) যাঁহাদিগের আচার দেখিয়া শাস্ত্রবিষয়ক, বিরোধের মীমাংসা ও সন্দেহ ভঞ্জন করিবার বিধিও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা হরিভক্তিবিলাসে ১২ বিলাসে। অথ সন্দেহনিরসনবিধিঃ। বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ। অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। তেষাং হি বচনং কার্য্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥১৭৭॥ কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ। সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্। চীর্ণব্রতান্ সদাচারাংস্তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥ ১৭৮ ॥ পাদ্মে বৈষ্ণবতন্ত্রে। ইতিহাসপুরাণজ্ঞাঃ স্মৃতিসিদ্ধান্তবেদিনঃ। বাসুদেবপ্রিয়া যে চ তদুক্তং বৈদিকং ভবেৎ ॥ ১৭৯ ॥

টীকা ॥ তত্র চ গণকানাং ব্যবস্থাপকানাঞ্চ শাস্ত্রবিদাং বহূনাং বিবাদেন সন্দেহে সতি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং বচনেনৈব ব্যবহর্ত্তব্যং ন ত্বন্যেষামিতি লিখতি অর্চ্চয়ন্তীত্যাদি যাবৎ সমাপ্তিঃ। অর্চ্চয়ন্তি সেবন্তে। মনোবাক্কায়ানাং কর্ম্মভিশ্চেষ্টাভিঃ। স্মরণকীর্ত্তনপরিচর্য্যাদিভিরিত্যর্থঃ। ১৭৭ ॥ সংপৃচ্ছ্যেতি বক্তব্যে সংপৃষ্ট্বেত্যার্ষং। চীর্ণব্রতান্ সমাপিতস্বনিয়মান্। ১৭৮ ॥ বৈদিকং বেদোক্তমিব ॥ ১৭৯ ॥

সন্দেহনিরসনের প্রমাণবচনের অনুবাদ।

এই সকল বিষয়ে গণকদিগের ব্যবস্থাপকদিগের এবং শাস্ত্রবেত্তা বহু লোকের বিবাদে দ্বারা সন্দেহ হইলে, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণদিগের বাক্য অনুসারেই ব্যবহার করিবেক অন্যের বাক্য গ্রাহ্য করিবেক

দৃষ্টে, উহার শাস্ত্রীয়তাবিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল তাহাতে অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা তিথিতে বৈষ্ণবমাত্রেরই জন্মাষ্টমী শিবচতুর্দ্দশী ও নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি কোনও ভগবদ্‌ব্রত করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ রূপ বিদ্ধ দিনে ব্রত উপবাস আদি না করিয়া তৎপর দিন পর তিথিতেই ঐ ব্রত উপবাস করা বিধেয়। মীমাংসিত এই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। যাহাতে সদাচারানুসারী লোকের ইহা হৃদয়ঙ্গম হয়, এই পুস্তকের সেই রূপে প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। তাহাতে যে কত দূর কৃত-কৃত্যতা লাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারা যায় যে, তাদৃশ সঙ্কল্পসাধনবিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কোনও রূপ ক্রটি করা হয় নাই। ধর্ম্মানুরাগী ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনামোদী যে সকল মহাশয়েরা আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশ বশতঃ অথবা কৌতূহল বশতঃ আমোদ করিবার কারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অভিনিবেশ

না॥ ইহা বিষ্ণুরহস্যপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে। কায় মন ও বাক্যের চেষ্টায়, পরিচর্য্যা স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বদা যাঁহারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা বিষ্ণুর সমান মাননীয়। অতএব তাঁহাদিগেরই বাক্য অনুসারে কার্য্য করিবেক॥ ১৭৭॥ কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবান্‌ও কহিয়াছেন যে, বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদ সদাচারশীল এবং চীর্ণব্রত অর্থাৎ সাধন লক্ষণ ভক্তি সমার্পিত ভাবলক্ষণভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব বিপ্রকে, জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার বাক্যে যত্ন পূর্ব্বক সকল আচরণ করিবেক॥ ১৭৮॥ পদ্মপুরাণে ও বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত আছে। যে, ইতিহাসপুরাণজ্ঞ ও স্মৃতিসিদ্ধান্তবেত্তা, ভগবৎপ্রিয় ভক্তের বাক্য বেদবচনের তুল্য মাননীয় হয়॥ ১৭৯॥

সহকারে এই পুস্তক আদ্যোপান্ত অবলোকন করিবেন; তাঁহারাই আমার যত্ন ও পরিশ্রমের সাফল্য বৈফল্যের বিষয় বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি সাহসে নির্ভর করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, প্রাচীন মহানুভব নিষ্কিঞ্চন সদাচারী বৈষ্ণবদিগের অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি পরিত্যাগ করিয়া পর দিন তিথিতে প্রায় যাবতীয় ভগবদ্‌ব্রত উপবাস করা দেখিয়া ও শুনিয়া যাঁহারা ঐ সনাতন প্রচলিত বিশিষ্ট শিষ্টাচারকে "ও একটা নূতন মত, পাগলামি" এইরূপ নানাবিধ শ্লেষ বচনে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া শুনিয়া ঐ রূপ শ্লেষোক্তির কারণ, যে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ়ীভূত ভ্রান্তি ও কুসংস্কার তাহা যে এককালে উন্মূলিত হইয়া দূরীকৃত হইতে পারিবেক তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইল।

অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা অষ্টমীতে হরিভক্তিবিলাসমতানুসারী বৈষ্ণবদিগের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত উপবাস করা অশাস্ত্রীয় ও অবৈধ বোধে তৎপ্রতিপাদনার্থ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়া অশাস্ত্রীয় পক্ষ নিরাকরণ বিষয়ে যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের উপর এই অপবাদ প্রবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা অর্থলোভ বশতঃ কি বিশিষ্ট অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, অথবা কেবল নাম কিনিবার জন্য এই অশাস্ত্রীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের আদ্যভাগে প্রকাশিত ঐ সকল অশাস্ত্রীয় অব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রায় পঞ্চশতের অধিক ধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত

বলিয়া পরিগণিত মহাশয়েরা ঐ রূপ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, ইঁহারা সকলে তাদৃশ নির্ব্বোধ ও অপদার্থ নহেন যে, একেকালে সদসদ্বিবেচনা-শূন্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া অনুরোধ বা অর্থলোভ বশতঃ কাহারও নামক্রয়বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন। এই পুস্তকের প্রথম অংশেই যে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম ও তদ্ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা প্রায় সকলেই ধর্ম্মানুষ্ঠানী ধর্ম্ম-শাস্ত্রব্যবসায়ী মহামান্য পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত॥ ৺ কাশীধাম ৺ নবদ্বীপধাম হইতে যাঁহারা ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়া-ছেন, তাঁহাদিগের কতিপয় মহাশর প্রায় ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য ও কতিপয় মহাশয় বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত এবং সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ও অধর্ম্মাচরণদ্বেষী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রমীমাংসায় অদ্বিতীয় বলিয়া সেই সেই স্থানে বিখ্যাত। ভট্টপল্লীর ধর্ম্মশাস্ত্রব্যব-সায়ী, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, বিদ্বন্মণ্ডলীর মহাশয়েরা অশূদ্রপ্রতি-গ্রাহী, ও এতদ্দেশীয় প্রায় যাবতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের দীক্ষাগুরু ও আচার্য্য। বলিতে কি তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় মত ও ব্যবস্থা আদর্শস্বরূপ। উহা মান্য করিয়া আচরণ ও ব্যবহার না করিলে অন্যথা ভাবে পতিত হইতে হয়। এবং বাঙ্গা-লার পূর্ব্বদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী যে সকল মহাশয় স্বাক্ষর করিয়াছেন। উঁহারাও তত্তৎপ্রদেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ প্রতিপন্ন। এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল মহাশয়কে কি নির্ব্বোধ অধার্ম্মিক ও অপদার্থ জ্ঞান করা

কাহাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। অরুণোদয়বিদ্ধ দিনে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ভগবদ্ব্রতোপবাস করা বৈষ্ণবদিগের অবিহিত ও অকর্ত্তব্য; ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রানুমত ন্যায়ানুগত ও বিচারসঙ্গত এইরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং ঐ বিষয় শাস্ত্রব্যবসায়বিহীন ব্যক্তিদিগকে জানাইবার জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে, ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইয়া অন্যের অনুরোধে বা অন্যবিধ কারণ বশতঃ অরুণোদয়বিদ্ধ ঐ তিথিত্যাগের বিষয়ে ব্যবস্থাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার লোক নহেন। যাহা হউক, ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায় ধর্ম্মকে অবিহত রাখা ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি। উঁহাদিগের ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মীমাংসা যাহারা প্রামাণ্য বোধ না করিয়া অন্যথাচরণ করিবেন, শাস্ত্রে তাহাদিগকে বর্জ্জিত (১) করিয়া উপেক্ষা করিতে বিধি দিয়াছেন।

---

(১) তত্র বর্জ্জ্যং। বিষ্ণুরহস্যে কৌর্ম্মে চ। যেষাং ন কারণং বেদা ন বিপ্রা ন জনাস্তথা। তন্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেষাং বাক্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮০ ॥ বৈষ্ণবতন্ত্রে। যেষাং গুরৌ ন জপ্যে বা বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮১ ॥ স্কান্দে। যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তির্ন বিদ্যতে। ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়সিদ্ধয়ে ॥ ১৮২ ॥ কিঞ্চ, পঞ্চরাত্রপুরাণানি সেতিহাসানি মানবাঃ। যে বিনিন্দন্তি তেষাং বৈ বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥ অতএব যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পুরাণং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদাঃ পাশুপতাস্তথা। অতিপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ ১৮৪ ॥

টীকা। বেদাদয়ো ন কারণং প্রমাণং তন্ত্রাণি আগমশাস্ত্রাণি ॥ ১৮০ ॥ জপ্যে মন্ত্রে। ১৮১ ॥ শিবে পরমমঙ্গলস্বরূপে। যদ্বা শিবে চ শ্রীরুদ্রে ॥১৮২॥ ইতিহাসা মহাভারতাদয়স্তৎসহিতানি ॥ ১৮৩ ॥ হেতুভিঃ কুতর্কবিজৃম্ভিতহেতুবাদৈর্ন হন্তব্যানি ন খণ্ডয়িতব্যানি ॥ ১৮৪ ॥

যাহাদিগের বাক্য উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহাদিগের বিবরণ বিষ্ণু-

আর যাহারা প্রদর্শিত প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া অবগত হইয়াও এই শ্লোকটির

অরুণোদয়বিদ্ধস্তু সন্ত্যাজ্যো হরিবাসরঃ। জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ (১)॥

অরুণোদয়বিদ্ধ হরিবাসরই ত্যাজ্য সূর্য্যোদয়বিদ্ধ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেক।

হরিভক্তিবিলাস অপেক্ষায় প্রামাণ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। এবং হরিভক্তিবিলাসের মীমাংসিত সিদ্ধান্তে হেলা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য নাই।

ইহাতে মুনিবচনের সম্বাদই উদ্ধৃত করেন নাই। মুনিবচন-প্রমাণীকৃত হরিভক্তিবিলাসের মতের বিরুদ্ধ হওয়াতে উহার উপাদেয়তা অনাদেয়তার বিষয় সকলেই বিবেচনা করিবেন।

রহস্যে কূর্ম্মপুরাণ বৈষ্ণবতন্ত্র এবং স্কন্দপুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা। জনার্দ্দনে, বেদশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, তন্ত্রে, এবং বিপ্রে যাহাদিগের প্রামাণ্য বুদ্ধি নাই তাহাদিগের বাক্য, বিশেষ রূপে পরিত্যাগ করিবেক॥ ১৮০॥ গুরু, কৃষ্ণ, পরমাত্মা ও মন্ত্রে যাহাদিগের ভক্তি নাই তাহাদিগের বাক্য সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেক॥ ১৮১॥ বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু ও শিবেতে ভক্তিভাববিরহিত জনের, ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্ণয়বিষয়ক বচন গ্রাহ্য নহে॥ ১৮২॥ যাহারা, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস পুরাণ ও পঞ্চরাত্রকে নিন্দা করে তাহাদিগের বচন পরিবর্জ্জন করিবেক॥ ১৮৩॥ যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, ও পাশুপত এ সকলই অতি প্রামাণ্য শাস্ত্র। কুতর্কবিজৃম্ভিত হেতুবাদ দ্বারা উহার খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নহে॥১৮৪॥

(১) ইহাকে কেহ স্বমতপ্রকাশক আধুনিক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের কৃত প্রমেয় রত্নাবলীর কারিকা বলেন এবং পাত্তসায়রগ্রামের শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মা উহাকে কিরণাবলীর কারিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয় গ্রন্থের

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মহাশয়দিগেরও	মহাশয়েরাও	৫	৫
নিকট যৎরোনাস্তি	নিকট তজ্জন্য যৎ-পরোনাস্তি	৫	২৪
সুতরাং উহা	সুতরাং এই পরামর্শ সিদ্ধ উক্ত কার্য্য করা	৭	২৫
ডি, সি, এন,	ডি, সি, এল,	৯	১৬
উদ্ভাবনও	উদ্ভাবন হইতে পারে,	১২	১৪
কোন রূপ	ও কোনও রূপ	১৩	১৮
বিদ্ধদিনে উহাদিগের কোন ব্রতই করা বিহিত নহে।	বিদ্ধদিনে কোনও ব্রত উপবাসই করা উহা-দিগের বিহিত ও কর্ত্তব্য নহে।	২৪	১৮
বিদ্ধোপবাসদোষা শ্লোকের পূর্ব্বে	অথারুণোদয়বিদ্ধোপ-বাসদোষা ইতি প্রতি-জ্ঞায়ৈতৎপ্রকরণে পঞ্চ-শ্লোকবচনানন্তরংবিদ্ধোপ-বাসদোষা (ইত্যাদি হইবেক।)	২৪	২০

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	অথ অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবাসবিষয়ে দোষ সকল কহা যাইতেছে, এই প্রতিজ্ঞার প্রকরণেই উল্লিখিত আছে যে,	২৫	পংক্তির প্রথমে হইবেক
পূর্ব্বে উল্লিখিত	পূর্ব্বে হরিভক্তিবিলাসের ১২ বিলাসে ৭৬ অঙ্কের শ্লোক হইতে ১১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত একাদশী প্রকরণের বচননিচয়ে উল্লিখিত হইয়াছে।	২৫	১৩
রচনায়	রচনার	৩০	৭
প্রণালীতে	প্রণালী দেখিয়া	৩০	৮
১৫২০ শকে	১৫০২ শকে	৩১	১০
ছয় গোস্বামীর	গোস্বামীদিগের	৩১	১২
সনাতন গোস্বামী	শ্রীসনাতন গোস্বামী	৩৩	২৪
শ্রীসাতন গোস্বামী	শ্রীসনাতন গোস্বামী	৩৪	১৬
সতি	সত্যপি	৪২	১১
মস্তকে	মস্তকে	৪২	১৫
দূষিত হইয়া	দূষিত না হইয়া	৪৪	২
সকল সঙ্গতির	সকল অসঙ্গতির	৫১	৫
তিথিও	তিথিকেও	৫৩	৮
কোনও প্রকারেই বৈষ্ণবদিগের করা	করা বৈষ্ণবদিগের কোনও প্রকারেই	৬৯	৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বিলাসের	১২ বিলাসে একাদশী প্রকরণে,	৭৭	৩
মূলকারের নিজ	অথ অরুণোদয় উপবাসে দোষ সকল কহা যাইতেছে, মূলকারের এই প্রতিজ্ঞায় আভাসিত প্রকরণের মধ্যে নিজ		
দোষ লিখিত	দোষ, ১২ বিলাসে একাদশী-প্রকরণে ৭৬ শ্লোক হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত বচননিচয়ে, "অথ সামান্যতঃ বিদ্ধোপবাসদোষাঃ" এই প্রতিজ্ঞায় লিখিত।	৭৮	১
বর্ত্ততে, কিন্তু	বর্ত্ততে, তত্তৎপদ্ধতিলিখনেন লিখিতা॥ কিন্তু	৭৯	২১
ব্রতমিতি। তথা	ব্রতমিতি উদয়ে চাষ্টমীযুতত্ব-বিষয়ং তথা	৮০	১
ঽর্দ্ধরাত্রে রোহিণী-যোগে চ	ঽর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যভাবে নবম্যামেব রোহিণীযোগে চ	৮০	১৪
সতি সম্পূর্ণামপি	সত্যপি সম্পূর্ণামপি	৮০	১৭
করা হইয়াছে	করিয়া লেখা হইয়াছে	৮১	৭
পদ্ধতি দেখিয়াও	পদ্ধতির লিখন দেখিয়াও	ঐ	ঐ
পরদিনে ব্রত	পরদিনে উদয়কালে অষ্টমীযুক্ত নবমীতে ব্রত	৮১	২০
তবে বিদ্ধা অষ্টমীতে	তবে, পূর্ব্বদিনে	৮৩	১
রোহিণীযোগ প্রভৃতির ঘটনা হইলে	রোহিণীযোগের অভাবে, ও কেবল পরদিনেই রোহিণী-যোগের ঘটনা হইলে	৮৩	২
দৃষ্টান্তাশ্চ প্রদর্শিতাঃ	দৃষ্টান্তশ্চাপি দর্শিতঃ	৮৫	৩